প্রিয়ম্বদা দেবীর
শ্রেষ্ঠ কবিতা

প্রিয়ম্বদা দেবীর

শ্রেষ্ঠ কবিতা

ড. বারিদবরণ ঘোষ
-সম্পাদিত

১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩

একটি বিষয়ের আলোচনা আগেই করি। প্রায় সমস্ত বইয়েই প্রিয়ম্বদা দেবীর জন্মস্থান হিসেবে পাবনা জেলার অন্তর্গত গুনাইগাছা গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবত এই ভুলটি চলে এসেছে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'বঙ্গের মহিলা-কবি' বই থেকেই। অথচ প্রিয়ম্বদা-জননী প্রসন্নময়ী দেবী তাঁর 'পূর্বকথা'য় স্পষ্ট করে লিখে গেছেন : 'পিতৃদেব যশোহর বদলি হইয়া যান ও সেইখানে এই তিনজনের এবং প্রিয়রও জন্ম হইয়াছিল।' এই তিনজন বলতে তিনি প্রমথ, মন্মথ ও মৃণালিনীর কথা বলেছেন। জন্মদাত্রী মায়ের সাক্ষ্যের চেয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য আর হতে পারে না। সেজন্য আমরা প্রিয়ম্বদা দেবীর জন্মস্থান-হিসেবে যশোহরকেই উল্লেখ করি।

মা প্রসন্নময়ী দেবী বালিকা-বয়স থেকেই কবিতা লিখতেন। বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁর পরিচিতি ছিল 'বনলতা'- রচয়িত্রী নামেই। প্রসন্নময়ীর দুই বিখ্যাত ভাই আশুতোষ চৌধুরি এবং প্রমথ চৌধুরি পরে ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে বৈবাহিক-সম্পর্কে আবদ্ধ হন। এমন একটি সাহিত্যিক পরিবেশে প্রিয়ম্বদার জন্ম। সেকালের তুলনায় তাঁর বিবাহ হয়েছিল বেশ-একটু বেশি বয়সে ২১ বছরে—১৮৯২ সালে বি.এ. পাস করার পব। স্বামী মধ্যপ্রদেশের রায়পুরের বিখ্যাত উকিল তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় — মাত্র তিন বছরের দাম্পত্য-জীবনেই তিনি স্ত্রীকে সাহিত্যচর্চায় গভীর উৎসাহ দিয়েছিলেন। তারই ফসল ফলল 'রেণু' কাব্যগ্রন্থে। কিন্তু সেই ফসল ছিল চোখের জলে সিক্ত। স্বামীর মৃত্যুর শোক এই কাব্যে রেণু-রেণু হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। ১২৯২ বঙ্গাব্দে 'বামাবোধিনী পত্রিকা'য় 'ফুল'-সন্দর্ভ নিয়ে যাঁর আত্মপ্রকাশ, তাঁর ফুল যে এত শিগগির ঝরে যাবে, কেউ ভাবতেও পারেন নি। এর পরে তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় পরের বছর 'ভারতী ও বালক'-পত্রিকায় 'বালিকার রচনা : গান' নামে (কার্তিক ১২৯৩, পৃ-৩৭৯)। সেই গান-ও শোকগীতিতে পর্যবসিত হল অচিরেই। লিরিকেব হাত ধরে তিনি যে কাব্য-সরণিতে নেমেছিলেন, শোককাব্যেও সেই ধারাই অব্যাহত রয়ে গেল।

দুঃখময় জীবনের ভাবপ্রকাশের জন্যে এই 'রেণু' কাব্যে কবি একটি বিশিষ্ট ফরমকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন—সনেটের দৃঢ়নিবদ্ধ বন্ধন। এই বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে রইল হাহাকার আর অভাবিত বিলাপহীন-এক শোকোচ্ছ্বাস। যেন আকাশের ঘনমেঘ—এর সুর যেন রবীন্দ্রনাথের : 'প্রেমের আনন্দ যাকে শুধু স্বল্পক্ষণ/প্রেমের বেদনা থাকে সমস্ত জীবন।' তাঁর বেদনাকে উচ্চারণ করতে কখনও এগিয়ে এসেছে শারদ-প্রকৃতি ('মিলন-মহিমা' কবিতা), কখনও-বা অসীমেব লীলাবন্ধনের নিরুচ্চার অশ্রুরাজি :

আপনি দেবতা তুমি অর্ঘ্য-উপহারে
গ্রহণ করেছ মোরে, অতি ধীরে-ধীরে
হরিয়া সকল তৃষা তারি মূর্তিসনে
হে অসীম, পশিয়াছ আমার জীবনে।

— আবির্ভাব

বুঝে পাই না কবির চেতনায় কে বেশি সক্রিয়—রবীন্দ্রনাথ, না, টেনিসন। রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন : 'কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথা বিচ্ছেদ নাই'। আর টেনিসন-'ইন মেমোরিয়ম'-এ উচ্চারণ করেন :

That God whichever lives and loves;
One God, one law, one element,
And far-off divine event
To which the whole creation moves.

অথবা এর তুলনা দেবো বিশ্বের সেরা শোককাব্য শেলির অ্যাডোনেইস-এর সঙ্গে? প্রিয়ম্বদার কবিতা এই কাব্যের মতই শান্ত, মৃদু এবং নিষ্ঠিত। বোধ করি, বেদনা গভীরতর হলে তা সরব হতে জানে না; অথচ এক আশ্চর্য ভারে সংহত। এর বোধ করি কারণ একটাই—শোকে এসে সন্নিহিত হয়েছিল প্রেমের নিবেদন, ভক্তির প্রণিপাত এবং প্রকৃতির মর্মিতা। শরৎ-এর মতো বর্ষাতে প্রেমের উন্মেষ-অতৃপ্তি স্বরূপ-রহস্যে এবং অবশ্যই ভক্তির নৈবেদ্যে 'রেণুর' কবিতা মনে করিয়ে দেয়, রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণ'-এর বিধুরতা। এখানে প্রিয়তমকে সম্ভোগের চাঞ্চল্য নেই, আছে পবিত্র গম্ভীরতা—দেবতার কাছে অঞ্জলি-নিবেদনের সমর্পণ। এই গাম্ভীর্য ও প্রণতি শুদ্ধ হয়ে গেছে মৃত্যুর ধ্যান-পরায়ণতায়। ছোট-ছোট কবিতাগুলি অশ্রুবিন্দুর মতো মুক্তাবৎ স্বচ্ছ।

রেণুর কবিতাগুলি, ছোট-ছোট কবিতা হলেও তাদের মধ্যে কোথাও যেন একটি অনতিলক্ষ্য যোগসূত্র রয়ে গেছে এবং তাতেই পেয়েছে মালিকার সৌন্দর্য; তা থেকে প্রবাহিত হয়ে চলেছে নানান সুরভির ধারা। পূতসংযম এবং তপস্যামগ্ন এক মহিমা, এক বিনত ঐশ্বর্য এবং মূর্ছিত মাধুর্য কবিতাগুলির ভাবদেহ গঠন করেছে। তুচ্ছ হয়ে উঠেছে চিরন্তন। তারই মৃদু স্পর্শে অনাবৃত হয়েছে হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বার—দিব্য ব্যথা পরিণাম পেয়েছে শোকগীতির মূর্ছনায়। ললিত ভাষা, পরিণত ভাবের এখানে ঘটেছে অদ্বৈতসিদ্ধি। রেণুর প্রায় সব কবিতাই আস্বাদ্য। কিন্তু 'চিরবিস্ময়'-এর বুঝি তুলনা নেই। 'রেণু'র পুষ্পপরাগ এতেই সর্বাধিক সৌরভময়। 'প্রত্যাগমন'-ও এমনি একটি স্বাদু কবিতা। পাঠকের চিত্তে এর রেশ দীর্ঘস্থায়ী হয়ে পড়ে। সুপ্রযুক্ত বিশেষণ আর ব্যঙ্গ-ব্যঞ্জনায় কবিতাগুলি রসাত্মক। এর মধ্যে অবশ্যই একটি মহিলা-হৃদয় অনুচ্চারে কথা বলে চলেছে। তাই সহজেই তিনি বলতে পেরেছেন,

সহসা জাগিয়া ওঠে বিদ্যুৎ আকারে
বিস্তারি সকল বিশ্বে, জীবনের পরে
অসীম সুন্দর শোভা।

আরও সহজে আঁকতে পেরেছেন প্রেমের মহিমান্বিত প্রকৃতি—'যে প্রেমের অন্ত নাই, নাহি যার শেষ' তার পরিণাম : 'অসীমের টেনে আনা সীমার মাঝারে।' রবীন্দ্রকাব্যে এ-এক প্রিয়ংবদ টীকা।

'রেণু'র প্রায় এগারো বছর পরে 'পত্রলেখা'র প্রকাশ। এই ব্যবধানও আসলে কবির আত্মসংযমের ফল। 'রেণু'র অভাবিত সমাদরও কবির মধ্যে অকারণ উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করেনি। এর মধ্যে আরও একটি আঘাত কবিকে দিয়েছে নিথর করে। একমাত্র পুত্রকেও হারিয়েছেন এই প্রিয়ংবদ কবি। 'পত্রলেখা'র শেষের দিকের কবিতাগুলি তাই বেদনরেখায় পর্যবসিত।

একালের মধ্যে কবি আঙ্গিকগত সব ত্রুটি উত্তীর্ণ হয়ে কাব্যের একটি নিখুঁত অবয়ব গড়তে সমর্থ হয়েছেন : আরও সংহত ও নিটোল। চণ্ডীদাসের মতো নিজে না কথা বলে পাঠককে দিয়ে হাজারো কথা বলিয়ে নিতে পেরেছেন। রেণুর চৌদ্দ পংক্তি সংহত হয়ে চার-ছয়-আট পংক্তির অনুপম এপিগ্রাম রচনা করেছে। এর মধ্যে ঘটে গেছে যাবতীয় ভাববিনিময়। হয়তো এই সংহতিই পাঠক থেকে দূরবর্তী করে তাঁকে বিস্মৃতির অন্তরালে ঠেলে দিয়েছে। কিন্তু পুরস্কার কি পাননি তিনি ?

তখন রবীন্দ্রনাথ বিদেশে; নিজের হাতের লিপিবৈশিষ্ট্য নিয়ে মুদ্রিত হয়েছে তাঁর লেখন। যখন তা প্রকাশিত হল, প্রিয়ম্বদা দেবী বুঝি মুচকি হেসেছিলেন। তাঁর কবিতার ভাবমাধুর্যে বিদগ্ধ কবি ভেবেছিলেন : প্রিয়ম্বদার কবিতাই তাঁর কবিতা। লেখন-এ ঠাঁই পেয়েছিল প্রিয়ম্বদার পাঁচটি কবিতা। ভুল ধরা পড়লে কবিগুরু লিখেছিলেন,

> 'কবিতা-কয়টি যে আমারই সেও আমি স্বীকার করে নিলাম। প'ড়ে বিশেষ তৃপ্তি বোধ হল—মনে হল ভালই লিখেছি। বিস্মরণ-শক্তির প্রবলতাবশত কবিতা থেকে নিজের মন যখন দূরে সরে যায়, তখন সেই কবিতাকে অপর সাধারণ পাঠকের মতোই নিরাসক্তভাবে আমি প্রশংসা এবং নিন্দাও করে থাকি। নিজের পুরানো লেখা নিয়ে বিস্ময়বোধ করতে বা স্বীকার করতে আমার সংকোচ হয় না, কেননা—তার সম্পর্কে আমার অহমিকার ধার ক্ষয়ে যায়। পড়ে দেখলাম—
>
> তোমারে ভুলিতে মোর হল না যে মতি
> এ জগতে কারো তাহে নাই কোন ক্ষতি। ..
>
> নিজের লেখা জেনেও আমাকে স্বীকার করতে হল যে, ছোটর মধ্যে এই কবিতাটি সম্পূর্ণ ভরে উঠেছে। ... আর-একটা কবিতা—
>
> ভোর হতে নীলাকাশ ঢাকা কালো মেঘে,
> ভিজে-ভিজে এলোমেলো বায়ু বহে বেগে...
>
> আবার বললাম শাবাশ। হৃদয়ের ভিতরকার শূন্যতা বাইরের আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ করে হাহাকার করে উঠছে, একথাটা এত সহজে এমন সম্পূর্ণ করে বাংলা সাহিত্যে আর কে বলেছে!' ...

এমনি করে রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা যিনি অর্জন করেছেন, তাঁর চোখ ও মনকে যিনি ফাঁকি দিতে পেরেছেন, তাঁর কবিতা সম্পর্কে আর-কোনও প্রশংসা বা বিচারের কি কোনও প্রয়োজন আছে? অবশ্য অন্য-দিক থেকে ভেবে দেখলে মনে হবে, তবে কি প্রিয়ম্বদার কবিতা স্বকীয়তা হারিয়ে একেবারে অন্ধ রবীন্দ্রানুকরণ হয়ে উঠেছে? এজন্যেই কি তাঁর কাব্যস্মৃতি ধূসর হয়ে উঠল? ভেবে দেখতে হয় বইকি! তাই মনে হয়: তাঁর 'সাধ', 'আশাহীন', 'অবকাশ', 'সুমঙ্গল'-প্রভৃতি কবিতায় রবীন্দ্রনাথের কণিকা, চৈতালি, নৈবেদ্য, কথা ও কাহিনী-র নানা কবিতার নানা চরণের নিত্য আনাগোনা। তবে কি তাঁর কোনোই স্বকীয়তা নেই। অবশ্যই আছে। 'পত্রলেখা'র দুঃখী কবি অনেক বেশি বেদনার্ত-রক্তাক্ত। বেদনা তার অকৃত্রিম-আন্তরিক-এই বেদনাতেই তিনি সার্থক।

প্রিয়ম্বদার জীবৎকালের মধ্যে যে শেষ কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়, তার নাম 'অংশু'। 'পত্রলেখা'র সঙ্গে এর প্রকাশ-ব্যবধান দীর্ঘ। 'ভারতী' এবং 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত এই কবিতাগুলির সংকলনে শুরুতেই স্থান পেয়েছে, প্রকৃতি—কখনও 'নববর্ষ', কখনও 'বর্ষশেষ', কখনও 'কালবৈশাখী'। 'অংশু'র কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট: এখানে কবি দুঃখের বেদনাকে স্বীকার করেও তাকে অতিক্রম করে যেতে পেরেছেন। এখানেও তিনি রবীন্দ্রনাথের অনুসারী। তাঁকে নাড়া দেয় রবীন্দ্রভাবনা—'আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া/বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া।' 'বিজয়ী', 'অবাধ', 'প্রেম', 'শ্যামসুন্দর' 'প্রবাসে', 'চিঠি কই', 'সুখমৃত্যু'-প্রভৃতি কবিতায় কখনও রবীন্দ্রনাথ, কখনও বৈষ্ণবপদাবলী, কখনও প্রকৃতি উদ্ভাসিত হয়েছে আপন মহিমায়। ছোট্ট কবিতাগুলিতে বিন্দুর মধ্যে পাঠক আস্বাদ করেন সিন্ধুর স্বাদ।

প্রিয়ম্বদার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়, 'চম্পা ও পাটল'। রবীন্দ্রনাথ এর ভূমিকায় প্রসঙ্গক্রমে লিখেছিলেন,

> 'প্রিয়ম্বদার কবিতার প্রধান বিশেষত্ব রচনার সহজ ধারায়, অলঙ্কার-শাস্ত্রে যাকে বলে, প্রসাদগুণ। স্বচ্ছ তার ভাষা, সরল তার ভাবের সংবেদন। সে যেন ফুলের মতো, বাইরে থেকে যার পাপড়িতে রং ফলানো হয় নি, আপন রং যে নিজের অগোচরে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। আর সেই ফুলটি যূথী-মালতী জাতের, 'পেলব তার চিক্কণতা, সে চোখ ভোলায় না প্রগলভ প্রসাধনে, মনের মধ্যে প্রবেশ করে অদৃশ্য সুগন্ধের প্রেরণায়। প্রিয়ম্বদার অধিকার ছিল যে সংস্কৃত-বিদ্যায় সেই বিদ্যা আপন আভিজাত্য-ঘোষণাচ্ছলে বাংলাভাষার মর্যাদা কোথাও অতিক্রম করে নি ; তাকে একটি উজ্জ্বল শুচিতা দিয়েছে, তার সঙ্গে মিলে গিয়েছে অনায়াসে—গঙ্গা যেমন বাংলায় বয়ে এসে মিলেছে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে। বিশ্বপ্রকৃতির সংস্রবে প্রিয়ম্বদার স্পর্শ-সচেতন মন যে আনন্দ পেয়েছিল কাব্যে সে প্রতিফলিত হয়েছিল, জলের উপরে যেন আলোর বিচ্ছুরণ; আর জীবনে যত সে পেয়েছে দুঃসহ বিচ্ছেদ-বেদনা, কাব্যে তার একান্ত আবেগ দেখা দিয়েছে নারীর অবারণীয় অশ্রুধারার মতো।'

কাব্যের নাম থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয়, এই পুষ্পকাব্যটি দুটি বিশিষ্ট খণ্ডে বিন্যস্ত। চম্পাকে নিয়ে অনেক কবিই কবিতা লিখেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতাটি আমাদের স্মরণে আছে : 'আমি চম্পা সূর্যের সৌরভ'। এখানেও এক আশ্চর্য চিত্র বর্তমান। কামিনী পুষ্প আর চম্পার সৌরভ যেন কবিহৃদয়ের সুরভি। কিন্তু, চম্পার সৌন্দর্যাভিসার 'পাটল'-এ এসে পুনশ্চ সুর বদল করেছে। কবিতায় অসুস্থতায় ছাপ না থাকলেও ইডেন হাসপাতালে শুয়ে কবিব শারীরিক যন্ত্রণা কবিতায় পুনশ্চ বেদনার সঞ্চার করেছে। বিধাতার প্রতি অভিমানে স্ফুরিত অভিযোগ এবং বিশ্বাস রেখেই তিনি অন্তিমের পথে মানসিক প্রস্তুতি নিয়েছেন। কিন্তু এই ধরণীর ধূলির প্রতি তাঁর মমত্বকে তিনি হারাতে চাননি :

স্বর্গসুখ পাই যেন, ধরণীর প্রীতি না হারাই,
দিব্যদৃষ্টি দিয়ে দেখি প্রাণ হতে প্রিয় তোমরাই।

—এই মর্ত্যপ্রীতিই কবিব কাব্যের মূল সুর।

প্রিয়ম্বদা জীবনশিল্পী। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, জীবনদুঃখী এই কবির কাব্যের মূল সুর বুঝি দুঃখ। কিন্তু, তাঁর কবিতা দুঃখসর্বস্ব ভাবলে বুঝি ঠিক হবে না। দুঃখ বিচিত্রভাবে ব্যঞ্জিত হয়ে পাঠকচিত্তকে রঞ্জিতও করে। কবি কখনও দুঃখের কাছে হার মানেন নি। তাঁর বিশ্বাস :

দূরতর দিগন্তরে দেখা হবে স্তরে-স্তরে
নব মেঘে নবীন জীবন।

—অংশু। বর্ষশেষ

স্পর্শকাতর, আবেগপ্রবণ ও কল্পনাশ্রয়ী এই কবি মুখ্যত সৌন্দর্যের কবি। বিশ্বপ্রকৃতি তাঁর চিত্তে নির্মাণ করেছে এক অপূর্ব সৌন্দর্যলোক। তৎসম শব্দ, সমৃদ্ধ ভাব এবং সুমিত অলংকার তাঁর কাব্যের দেহ নির্মাণ করেছে। এক আশ্চর্য সুরভি ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে তাঁর কাব্যনিচয়ে।

সেই সুরভি একালের পাঠকের কাছে পৌঁছে দেবার এক অভাবিত আয়োজন করেছেন 'ভারবি'। দীর্ঘ তিন দশকের অধিককাল তাঁরা বাংলা কবিতার প্রামাণ্য সংস্করণ প্রকাশে এক নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত। সম্প্রতি আরও স্মরণযোগ্য কাব্যাবলী উদ্ধারের উদ্যোগে প্রবৃত্ত। প্রিয়ম্বদার রচনাবলী এখন দুষ্প্রাপ্য। বহু আয়াসে সংগৃহীত রচনার সঙ্গে তাঁর কিছু অগ্রন্থিত কবিতাও আমরা উপহার দিলাম। কাব্যরসিক বাঙালি পাঠকের কাছে এই সংগ্রহ আদৃত হলে আমাদের প্রয়াস সার্থক হবে।

১ সেপ্টেম্বর ২০০১ — বারিদবরণ ঘোষ

সূ চি প ত্র

রেণু (১৯০০)

পত্রলেখা (১৯১১)

চম্পা ও পাটল (১৯৩৯)

অগ্রন্থিত কবিতা ঃ

রেণু
১৯০০

কবিতা

প্রথমে পশগো তুমি হৃদয় মাঝার,
পুরাতন জগতের প্রেমের মতন
উচ্ছৃঙ্খল মিলনবিহীন, বাসনার
মুক্তোচ্ছ্বাস, লজ্জাহীন উদ্দাম যৌবন!
বাঁধ-মুক্ত বন্যাসম ভাবের উচ্ছ্বাসে
ভাষা যেন ছিন্ন-পাল তরণীর মতো
অমিল অক্ষরে সদা ধায় উর্ধ্বশ্বাসে
কোন অকূলের মাঝে, তরঙ্গ নিয়ত
স্থির হয়, শান্ত হয় চঞ্চল জীবন
তুমি এসো ধীর পদে শিঞ্জিত নূপুরে
গ্রন্থিবাঁধা রক্তাম্বরে বাঁশরির সুরে
অলঙ্কারে নম্র-শোভা বধূর মতন!

কাব্য

এ নগরী এ জনতা আজি স্বপ্নসম,
আমি করিতেছি বাস, কবি শ্রেষ্ঠতম
তোমার কল্পনালোকে, গৌরীশৃঙ্গ 'পরে
নবীনা পার্বতী যেথা একাগ্র অন্তরে
বাঞ্ছিতেরে করিয়া কামনা তপঃরতা ;
সুশ্যামল বনভূমি, পুষ্পাকীর্ণ লতা
মেঘমুক্ত অতি স্বচ্ছ সুনীল অম্বর,
হিমশ্বেত শৈলেন্দ্রের উত্তুঙ্গ শেখর,
নির্ঝরিণী নৃত্যপরা, তটতরুতলে
প্রচ্ছন্ন কুটিরখানি, শুয়ে আছে দ্বারে

মৃগ শান্ত আঁখি, বাড়ি উঠে ফুলে-ফলে
স্বহস্ত রোপিত তরু, প্রাণ চাহে যারে
দেখা নাহি তারি, চক্রবাক আক্রন্দনে
সেই কথা বারম্বার পড়িছে স্মরণে!

শ্রান্তি

যদি নিবে যায় ধীরে এ দীপ আমার,
এই মহাবিশ্বে তায় ক্ষতি কিবা কার,
ম্লান দীপ নিবে গেলে গৃহ-প্রান্তদেশে
আকাশের গ্রহগুলি জেগে রবে হেসে।
আজি ঝঞ্ঝা-ঘনঘোর শ্রাবণের নিশি
ভৈরব সংগীততানে পূর্ণ দশদিশি,
তারি মাঝে এই অতি ক্ষীণ গীতসুর
কম্পিত কাতরকণ্ঠ বেদনা-বিধুর
যদি থেমে যায় আজ চিরদিন তবে,
কে তাহার স্মৃতিখানি ব্যথিত অন্তরে
বহিবে দু-দিন? শক্তি নাই যুঝিবার
সভয় কাতর প্রাণ, তনু সুকুমার!
গীতসুর থেমে যাক শ্রান্ত তনু 'পরে
ঘনায়ে আসুক মৃত্যু চির-নিদ্রাভরে।

সান্ত্বনা

মোর প্রাণপাখি যবে ত্রস্ত-সকাতর
রোদন-অরুণ দুটি নয়ন মেলিয়া
ধূলিভরা ধরণীর বক্ষের উপর
আকুল কাঁদিয়াছিল লুটিয়া-লুটিয়া ;
তুমি কোথা হতে আসি করুণ হৃদয়
সযত্নে তুলিয়া নিলে বক্ষের মাঝারে,
সুধীর পরশভরে শান্ত করি ভয়

ঘুচালে আতুর ব্যথা অমৃতের ধারে!
কোমল কপোল রাখি মাথার উপরে
কত ধৈর্যে শিখাইলে মৃদু শান্তি-গান
সস্নেহে বেড়িয়া মোর ক্ষত বক্ষভরে
ঢালিলে বিমল সুখ শিশির-সমান!
তারপরে দেখাইলে সুনীল আকাশ
অনন্ত অভয়-মাঝে মঙ্গল বিকাশ।

বসুন্ধরা

হে ধরিত্রী মাতা তুমি বহুকাল ধরে ;
যেদিন প্রথম আসি, ভীত কণ্ঠস্বরে
কেঁদে উঠি অজানিত হেরি চারিধার,
মেলি দুটি ব্যগ্র বাহু অঙ্কেতে তোমার
টানি লও স্নেহময়ি কত না যতনে,
জীবনের শেষদিনে ও-বক্ষ শয়নে
শান্ত হয সর্বজ্বালা চিরদিন তরে।
তাই যবে ব্যথা বাজে প্রাণ শূন্য করে
চলে যায় প্রিয়জন ত্যজি শয্যাতল
কম্পিত শিথিল অঙ্গ স্খলিত অঞ্চল
কেঁদে লুটাইয়া পড়ি ভূতল-শয়নে,
যেদিন বিমুখ বিশ্ব, নিষ্ঠুর লাঞ্ছনে
নিরাশ্রয় অনাথের উঠে আর্তস্বর,
"দ্বিধা হও লও মাগো বক্ষের ভিতর।"

আসন্ন বসন্তে

বসন্ত আসিছ ফিরে, সখারে তোমার
কোথায় রাখিয়া এলে? হের চারিধার
এখনো জাগেনি তাই, প্রসূন-পল্লব
শুষ্কপত্র-অন্তরালে লুক্কায়িত সব।

চঞ্চল মধুপ তাই লোলুপ গুঞ্জনে
এখনো আসেনি ধেয়ে বনে-উপবনে।
নগ্ন-তরুশাখা 'পরে, বিহঙ্গমগুলি
তৃণ-কাষ্ঠ আহরিয়া ফেলে যায় ভুলি
না বাঁধিয়া নীড়। সে আসিলে এতক্ষণে
কি উৎসব উচ্ছ্বসিত সমগ্র ভুবনে,
কলকণ্ঠ-বিহঙ্গম দিবসে-নিশীথে
পূরিত অম্বরদেশ বন্দনা-সঙ্গীতে।
সে যে রাজা তুমি যে গো শুধু অনুচর
একেলা এসেছ তাই এত অনাদর।

বসন্তের প্রতি

১

হে ললিত-সুকুমার-কিশোর-সুন্দর,
কুহক-পরশে তব বিশ্বচরাচর
উৎসুক অধীর আজি প্রণয়-চঞ্চল,
নবীন যৌবনসম, ধরার অঞ্চল
পরিপূর্ণ বাসনার রাঙা পুষ্পস্তরে,
পাগল কোকিল সারা নিশিদিন ধরে
গাহিছে মিনতি-গাথা, উতলা মলয়
কাহারে খুঁজিয়া আজি ফেরে বিশ্বময়
অশ্রান্ত উচ্ছ্বাসে, মুগ্ধ সুনীল গগন
চাহি ধরণীর মুখে নিষ্পন্দ নয়ন।
পুলক-আকুল বিশ্ব মিলন-কাতর
তোমারি কারণে, তব চঞ্চল-অন্তর
চাহেনা কাহারে, তুমি চির-উদাসীন
অপরে বাঁধগো প্রেমে, আপনি স্বাধীন।

২

হে নব-বসন্ত,
আমার সে প্রিয়তম তোমারি মতন
তরুণ-সুন্দর-তনু বিশ্ববিমোহন,

হৃদয় তাহার চির-বন্ধনবিহীন
তোমারি মলয়সম, সারা নিশিদিন
আমারে আকুল করি পরশ-আভাষে
জাগায়ে কত-না আশা অনন্ত আকাশে
মিলিয়া-মিশিয়া যায় ধরিবার আগে,
তবুও ক্ষণেক তরে যেথা স্পর্শ লাগে
মুঞ্জরিয়া ওঠে লতা, সুধাসিক্ত স্বরে
গাহে পিক, ফোটে ফুল, নব-নৃত্যভরে
নির্ঝরিণী জাগি ওঠে যৌবন-চঞ্চল!
তোমারে হেরিয়া তাই হৃদয় চপল
তাহারি মিলন লাগি, তারে মনে করে
তাই আনিয়াছি গীতি আজ তোমা-তরে!

শরতে প্রকৃতি

আজ তুমি স্নেহময়ী মায়ের মতন,
প্রশান্ত নিমেষ-হীন সুনীল গগন
স্নেহ-দৃষ্টিভরা, স্বচ্ছ তটিনীর জলে,
তব স্তন-সুধা ধাবা উছলিয়া চলে
ঘুচাতে বিশ্বের তৃষা ; অঞ্চল তোমার
পরিপূর্ণ পক্ক শস্যে, ক্ষুধিত ধরার
চিরশান্তি তৃপ্তিভরা ; তপন-কিরণে,
সুশীতল ধীরবাহি তব সমীরণে,
আসিছে ভাসিয়া স্নিগ্ধ স্পর্শ সুকোমল,
নিদ্রার আবেশভরা ; ব্যথিত বিহ্বল
সকল ধরারে যেন আজ নিতে চাও
গভীর-বিরাম-স্তব্ধ নিজ বক্ষোমাঝে,
ভুলায়ে সকল তাই ডেকে লয়ে যাও
যেথা নীলাকাশ, যেথা তপন বিরাজে।

মমতা

সে আমার শুভ্র নয় হিমানীর মতো,
ওষ্ঠাধরে বিম্বফল লজ্জা নাহি পায়,
হেরি তার ভুরুদুটি ধনু করি নত
অনঙ্গ বিনম্র শির ফেবেনা ধরায়।
আঁখিদুটি সকরুণ, ললাট-ফলকে
স্ফটিক-নির্মল দীপ্তি করেনা প্রকাশ,
নবোদ্ভিন্ন দন্ত-পংক্তি উজ্জ্বল ঝলকে
মহার্ঘ মুকুতা নাহি করে উপহাস।
আজো তার তনুখানি পুষ্পহীনলতা
বনের শৈশবটুকু ধূলিতে মলিন
কত ভুলে ভরা তার দু-চারিটি কথা
আধশেখা গীতসম মাধুরীবিহীন।
শুধু সে আমার অতি আপনার ধন
এত দেখে-শুনে তাই তৃপ্ত নহে মন।

মায়ের কল্পনা

বাছা মোর গিয়েছে খেলিতে,
খেলনা সকলগুলি ঘরে আছে পড়ে,
ভোরে উঠে গেছে সে তুলিতে
শরৎ-শেফালিরাশি দিতে মোর করে।

বাছা মোর আসিবে ফিরিয়া
অরুণ কপোল নিয়ে, হাতভরা ফুল,
কোলে বসে আদর করিয়া,
চুমো দেবে গলা ধরে, খুলে দেবে চুল।

বাছা মোর এলোথেলো চুলে
কত ফুল দেবে গো পরায়ে, তারপরে
দণ্ড-দুয়ে সব ফুল খুলে
হাসিয়া ছড়ায়ে দেবে সারা ঘরভরে।

অন্বেষণ

কে তুমি কোথায় তুমি কেন বার-বার,
অমৃত-মধুর সুরে হৃদয় আমার
করি দেও গৃহহারা? চির-অন্ধকারে
সহসা জাগিয়া ওঠো বিদ্যুৎ-আকারে,
বিস্তারি সকল বিশ্বে জীবনের 'পরে
অসীম-সুন্দর শোভা, লয়ে যাও হরে
সকল হৃদয় মোর, নাহি দেও ধরা ;
তবু মনে হয় মোর, বিশ্ব-আলো-করা
তোমারি হাসিটি জাগে রবির কিরণে ;
সুশ্যামল বনানীর মৃদু-আন্দোলনে
আহ্বান-সঙ্কেত তব পাই দেখিবারে ;
গগনে-পবনে তুমি মহাপারাবারে
আছো চরাচরময়, নহ এক ঠাঁই
তাইতো কাঁদিয়া মরি খুঁজিয়া না পাই।

আরাধনা

হে সুন্দর, সীমা-হীন নিত্য-নিরাকার,
দূর কর এ ক্রন্দন, এসো একবার
মোহন-মুরতি ধরি নয়ন-সম্মুখে,
জীবন-মন্দির-মাঝে নিত্য সুখে-দুখে
করিব তোমার পূজা, রাখিব তোমারে
মুগ্ধ নয়নের তলে বক্ষের মাঝারে,
আমার সকল প্রেমে, সর্ব স্নেহ-মাঝে,
সর্ব সুখ-দুঃখে মোর সর্ব ভয়-লাজে,
বিশ্ব অন্তরাল করি রহিবে জাগিয়া ;
নিষ্ফল জীবন মোর তোমারি লাগিয়া
হবে পূর্ণ শুভ কাজে, সর্ব মনস্কাম
তোমারি চরণতলে লভিবে বিরাম ;
মর্ত্যে মোক্ষ লাভ হবে, হবে অবসান
জন্ম-জন্মান্তের ব্যথা অতৃপ্তির গান।

আবির্ভাব

আমি অন্ধ, আমি ভ্রান্ত, পারিনি বুঝিতে
তারি প্রিয়মুখে তুমি উঠিয়াছ জাগি,
যবে ফিরিয়াছি পথে তোমারে খুঁজিতে
তুমি ছিলে গৃহ-মাঝে, যবে তোমা লাগি
কাঁদিয়াছি নিদ্রাহীন, ছিনু বক্ষ-মাঝে
তোমারি আশ্রয়তলে স্নেহের বেষ্টনে,
সর্ব বিশ্ব হতে মোরে যবে তার কাজে
দিলে নিয়োজিত করি, নবীন-বন্ধনে
ঘেরিলে জীবন মম, তখনি আমারে
দিয়েছ তোমার কাজ, জীবন-মন্দিরে
আপনি দেবতা তুমি অর্ঘ্য-উপহারে
গ্রহণ করেছ মোরে, অতি ধীরে-ধীরে
হরিয়া সকল তৃষা তারি মূর্তি-সনে
হে অসীম, পশিয়াছ আমার জীবনে!

সন্তোষ

তাই যদি তাই হোক দুঃখ নাহি তায়
ক্ষণিক মিলনটুকু বহু ভাগ্য হায়,
জন্মান্তের সুকৃতির ফল, অপ্রসর
দীর্ঘপথ ছায়াহীন তপন প্রখর,
তারি মাঝে জেগে যদি ওঠে থেকে-থেকে
প্রচ্ছায়পাদপতল, যেথা মাথা রেখে
ক্ষণিক বিরাম লভি পাই নব বল,
আজি এই নিদাঘের বর্ষণ-বিরল
নির্মম আকাশতলে হেরি শ্যাম মেঘে
যদি আশা জাগে মনে, স্নিগ্ধ বায়ু লেগে
যদি তৃপ্ত হয় প্রাণ, তাহে ক্ষতি কার?
শুধু তাহে মনে হয় হেথা করুণার
আছে অবসর, তপ্ত দ্বিপ্রহর শেষে
স্নিগ্ধ সান্ধ্য অন্ধকার দেখা দিবে এসে।

অনিবার্য

তোমার জীবনে আমার স্বপনে
বাঁধন পড়িবে কেন?
সাগরের জলে উতলা পবনে
মেশে যে, কে শোনে হেন?
ক্ষণিক পরশে মহা-কোলাহল,
নেচে-নেচে ওঠে তরঙ্গ চঞ্চল
বেলা-বক্ষ 'পরে মহারঙ্গ-ভরে
অধীরে সলিল পশে,
পুরানো জীবন টুটিয়া বাঁধন
অগাধ-অতলে খসে।
তারপরে হায় সাধ মিটে যায়,
বায়ু চলে যায় ভেসে ;
বিলাপ গাহিয়া উদাসীর-প্রায়,
সুদূর আকাশে মেশে।
খেলা থেমে যায়, সিন্ধু-বক্ষ 'পরে
শ্রান্ত ঊর্মিমালা লুটাইয়া পড়ে,
সীমা-হীন বারি আপনা বিস্তারি
দিগন্তে মিশায় ধীবে,
ভগ্ন তটরেখা শুধু যায় দেখা
প্রশান্ত জীবন-তীরে।

প্রত্যাগমন

একদা বাদল-ঘেরা শ্রাবণ নিশীথে,
আজন্মের ব্যর্থ সাধ বাঁধিয়া আঁচলে
গিয়েছিনু একাকিনী বিসর্জন দিতে
পরিপূর্ণা জাহ্নবীর সর্বগ্রাসী জলে!
অজানা আঁধার পথে, দুঃস্বপ্ন-বিহ্বল
কম্পিত হৃদয়ে শেষে পঁহুছিনু আসি
জনশূন্য নদীতটে ; খুলিয়া অঞ্চল

যেমনি ফেলিতে যাব, বিদ্যুতের হাসি
উঠিল চমকি ; আমি দেখিনু চাহিয়া
সব ব্যথা সব দুঃখ মিলিয়া-মিশিয়া
এঁকেছে উজ্জ্বল করি তোমারি আনন ;
ফেলিতে নারিনু তাই, সজল নয়ন
তাহারে চাপিয়া ধরি বক্ষের উপরে,
শ্রান্তপদে সিক্তদেহে ফিরে এনু ঘরে।

প্রেমের উন্মেষ

শৈশবের শেষে যবে কিশোর জীবন,
ধীরে উঠিতেছে জাগি মেলিয়া নয়ন,
শারদ-প্রভাতে কিম্বা মাধবী-সন্ধ্যায়
আধেক আলোক-মাঝে বিহ্বলের-প্রায়
বায়ু বহি আনে যবে পুষ্প-গন্ধ-ভার ;
অতি মৃদু পদে ধীর মধুর হাসিয়া,
অজানা অতিথি তুমি হৃদয়-মাঝার
আসি দেখা দেও, কোন মধুমন্ত্র দিয়া
জাগাও জীবন-মাঝে নূতন বেদনা
সুকুমার আশা শত, নবীন কল্পনা :
হৃদয় গাহিয়া উঠে অভিনব সুর,
সহসা ধরণী হয় মোহন-মধুর।
তুমি জীবনের নব-যৌবন-উন্মেষ
মৃদু সুখ মৃদু ব্যথা মধুর আবেশ।

প্রেমের অতৃপ্তি

কিশোর জীবনে নব-অভাব-বেদনা,
বাসনা-ব্যাকুল নিত্য ব্যগ্র অন্বেষণ
প্রিয়জন-তরে, শেষে সম্পূর্ণ কামনা
দেখা দেয় শুভক্ষণে নয়ন-সম্মুখে ;

অধীর হৃদয় করে আত্মসমর্পণ।
প্রেম আসি দেখা দেয় লজ্জা-নত মুখে
অরুণ কপোল-মাঝে, চকিত নয়নে ;
নিশিদিন তৃষাতুর উৎসুক শ্রবণে ;
বিমুগ্ধ আঁখির মৌন সলজ্জ ভাষায়,
হৃদয়ের দুরু-দুরু কম্পিত আশায়,
মধুর আবেশময় ক্ষণিক পরশে,
স্বপ্নময়ী কল্পনার সুখের আলসে,
সব ভুলি সকাতরে ব্যাকুল পরান,
বাঞ্ছিত দর্শনসুখ যাচে দিনমান।

প্রেমের বিকাশ

প্রণয়ের প্রথম জীবনে, তৃপ্তিহীন
ব্যাকুলতা-মাঝে, তমি থাকো নিশিদিন
ক্ষীণ-শিখা ম্লান-আলো প্রদীপের মতো ;
বাসনা-নিশ্বাসে ত্রস্ত, কম্পিত বিব্রত!
সহসা একটি ব্যগ্র চুম্বন-পরশে
তুমি জেগে উঠ প্রাণে পূর্ণ পরিতোষে
চির-স্থির-শুভ্রালোক উদ্দীপ্ত-নয়ন
বিশ্বব্যাপী জাগরণ রবির মতন!
সম্পূর্ণ বিকাশ-শোভা সমুজ্জ্বল শিখা,
দূর করে মোহময় স্বপ্ন-কুহেলিকা ;
চিরক্ষুধাতৃষ্ণাতুর স্বার্থের রচনা
নিত্য আপনারে ঘেরি সুখের কল্পনা,
ভুলিয়া স্বপন-মোহ প্রাণখানি ভরে
পবিত্র কামনা জাগে প্রিয়জন-তরে।

মৃত্যুঞ্জয়

মৃত্যু সদা চারিদিকে ধরণীর মাঝে,
প্রতি শ্যাম-তৃণাঙ্কুরে প্রতি কিশলয়ে
বসন্তের শোভা শুধু ক্ষণিক বিরাজে
মধুমাসে, চন্দ্রকর মিলায় সভয়ে
নিশি না হইতে শেষ ; মৃত্যু নিশিদিন
জীবনের প্রতি অঙ্গে রহিয়াছে পশে,
কোমল শৈশব-শোভা কোথায় বিলীন
দৃঢ়মুষ্টি যৌবনের প্রথম পরশে!
মৃত্যুর বসতি নাই মানব-অন্তরে,
প্রতি দিবসের স্মৃতি যেথা স্তরে-স্তরে
সঞ্চিত হইয়া থাকে, শৈশবের খেলা,
দূরাতীত শরতের কত সন্ধ্যাবেলা
মোদের নিভৃত সুখ আজো জাগে প্রাণে ;
মনসিজ প্রেম তাই মৃত্যু নাহি জানে!

আশঙ্কা

গত বসন্তের স্মৃতি শ্যাম-পত্ররাজি
শুষ্ক-জীর্ণ-পাণ্ডু হয়ে ঝরিতেছে আজি
পথ-তরুতলে, নব-শরৎ-পবনে
সেই জীর্ণ পত্রগুলি ম্লান ধূলিসনে
যেতেছে উড়িয়া, শেষ স্মৃতি বরষার
ক্ষীণ অশ্রুবিন্দুভরা ফুল্ল-সুকুমার
শরতের মেঘ, মিলাতেছে ধীরে-ধীরে ;
আমি ভাবিতেছি আজ নয়নের নীরে
প্রিয়তম মিলনের সুখস্মৃতিগুলি
এমনি কি দিতেছ ছড়ায়ে, গেছ ভুলি
অশ্রু মোর অতি স্বচ্ছ নীলাম্বরসম?
মুঞ্জরিবে কিশলয় নগ্নতরু 'পরে
মধুমাসে, ভুলে যদি থাকো প্রিয়তম
আমার বসন্ত গত চিরদিন-তরে!

প্রেমের ঈর্ষা

গভীর নিশীথে বন্ধু, এসো মোর ঘরে ;
বিশ্ব যবে সুপ্তিভারে নিস্পন্দ-নীরব
জনহীন রাজপথ, যবে ক্ষণতরে
নিরুদ্ধ বিপণি-মালা, নিস্তব্ধ উৎসব!
গবাক্ষে নয়ন নাই, পান্থ বধূগণ
মুগ্ধনেত্রে বার-বার না চাহে ফিরিয়া
হেরি ও সুন্দর মুখ ; পরিচিত জন
পথে যেতে অকস্মাৎ তোমারে হেরিয়া
নাহি ভাবে মহাসুখে আজি সুপ্রভাত!
আমার দুয়ারদেশে জাগ্রত প্রহরী
চকিতে দাঁড়ায় দূরে জুড়ি দুটি হাত
নোমাইয়া শির। আমি দেবো প্রাণ ভরি
সব সুখ সব হাসি সকল সম্মান
তোমারে হেরিবে শুধু আমার নয়ান।

দান

হে সুন্দরতম বন্ধু! একদিন-তরে
ও পীত উত্তরিখানি দিয়ে যাও মোরে,
শ্রীঅঙ্গ-সুরভিমাখা নম্র-সুকুমার
নববসন্তের মতো উত্তরি তোমার!
গভীর নিশীথে যবে ঘুমাবে সকলে,
আবরিয়া ফুল্ল তনু সে উত্তরিতলে
লুটাইব শয্যাবক্ষে সুখালসভরে
মুক্তবাতায়ন হতে কপোলে-অধরে
চক্ষে-বক্ষে গ্রীবা-মূলে, পদপ্রান্ত-দেশে
চন্দ্রকর মুগ্ধ হয়ে পড়িবেক হেসে!
সুখে কাটাইব জাগি সুদীর্ঘ নিশায়
ফিরাইয়া দিব তারে নির্মল উষায়।
স্নান শেষে শুদ্ধ দেহে সেইখানি পরে
দেখা দিয়ে যেয়ো পুন আমার এ ঘরে!

অনুরোধ

ভালোবাসো মনে-মনে! তবু থেকে-থেকে
সেই কথা মুখে বল হেসে,
বাহু বাঁধি কটি-তটে বুকে মাথা রেখে
মাঝে-মাঝে বড় কাছে এসে।
ভালোবাসি জানো সখা? তবু অভিমান
কর তুমি আমার উপরে,
ডাকি শত প্রিয়নামে আকুল পরান
তা না হলে বুঝাব কি করে?

নিষেধ

গেয়োনা গো তুমি গেয়োনা অমন করে
ও-দুটি আঁখিতে ভরি করুণ মিনতি
চেয়োনা মুখের 'পরে!
কিবা মোর আছে যা তোমার নাই
যা তোমারে দিলে আমি সুখ পাই,
কি বুঝাতে চাহি ভাষা নাহি মিলে,
তবুও হে সখা, তুমি না বুঝিলে
নয়নে সলিল ঝরে!
ওগো এসো তুমি, এসো গো দুয়ার ছেড়ে
দূর হতে মিছে ডাকো, কাছে হতে সব তুমি
নিয়ে যাও কেড়ে,
ব্যথায় ব্যথিয়া করো আপনার
পলকে ছিনিয়া লহগো সংসার.
ভিখারির কাজ নহে বিশ্বজয়,
হও মহারুদ্র অনম্য অভয়
কাঙাল সাধনা ছেড়ে।

মানভঞ্জন

মনের কথাটি বুঝিলনা হায়,
অবোধ বঁধু সে মোর ;
যাহার করেতে রাখিটি বেঁধেছি
এ নব-জীবন-ডোর।

বড় অভিমান করেছিল আজ,
শুনিয়া সোহাগ-ভাষ ;
"মানিক" বলিয়া কেন ডাকি তারে
"বন-ফুল" মৃদু-হাস?

কেন গো বলিনা "অসীম অম্বর"?
"সাগর-পরিধি ধরা"?
"বিপুল-বিশাল উজল-তপন"?
"শশীষে পীযূষভরা"?

কেন গো বলিনা বিশ্বের-সোহাগ
"নবীন বসন্ত মাস"?
যাহার চরণ-পরশ-আভাষে
ফোটে কোটি ফুলরাশ?

অসীম আকাশ, তপন-চন্দ্রমা
বিশাল ধরণীখানি,
সুকোমল ছোট বুকের মাঝারে
কেমনে রাখিব আনি?

"মানিক" করিয়া রাখিয়াছি তাই
বুকের বুকের মাঝে,
পরশ-পাথর চিরজীবনের,
বাসনা-বিরাগে লাজে।

আকাশ, ধরণী, তপন, চন্দ্রমা,
নিখিল বিশ্বের ধন ;
আমার মানিক আমারি কেবল
বড় সুখ সঙ্গোপন!

বিশ্বের সোহাগ বসন্তে কি কাজ
অনন্ত সুন্দর হলে?
কোটি-লক্ষ ফুলে কেমনে বহিব
মোর দুটি করতলে?

সকল বসন্ত তাইতো গড়েছি
একটি কোমল ফুলে,
সোহাগে রাখিতে করপুট-মাঝে
কপোলে-অধরে-চুলে!

মনের কথাটি বুঝিলে এখন?
পাগল, আপনহারা!
বুকের মাঝারে আছে যেই জন
সেইতো সকল বাড়া।

ভূষণহীনা

হায় তার ম্লান বেশ, মলিন অধর,
সীমন্তে সিন্দুর নাহি রিক্ত দুটি কর :
কণ্ঠে নাহি রত্নমালা, নীলাঞ্জনরেখা
ঘন নেত্র-পক্ষ্মজালে, অলক্তের লেখা
চরণপল্লব হতে ধৌত বহুদিন!
শুধু শুক্লাম্বরখানি বর্ণ-রেখাহীন
আছে সারা অঙ্গ ঘিরে ; অয়ি সীমন্তিনি,
তোমার অনেক আছে কঙ্কণ-কিঙ্কিণি ;
রতন-ভূষণ কত, নব রক্তাম্বর,
ললাটে চন্দনলেখা, তাম্বুলে অধর
রাঙা সারাদিন, শুধু তার বক্ষ-মাঝে
পরশ-পাথরখানি সদাই বিরাজে,
অন্তর-বাহির তাই কর্ষিত কাঞ্চন
সে অঙ্গে ভূষণ আর নাহি প্রয়োজন।

মেঘ ও রৌদ্রে

কভু বর্ষা, কভু আলো, একেলা বসিয়া
শুধু তোমারেই ভাবি, রহিয়া-রহিয়া
সুখাকুল স্মৃতিখানি কাঁপি বক্ষ-মাঝে
আমারে উতলা করে, অশ্রুজল বাজে
ব্যাকুল নয়ন-কোণে ; সাধ যায় গানে
সে ব্যথা ফুটায়ে তুলি সকরুণ তানে
পাঠাই শ্রবণমূলে ; হায় যদি ভুলে
এ পথে দাঁড়াও আসি আঁধার অকূলে
ধ্রুবতারাসম!—যবে আলো ওঠে জেগে
পরান উতলা হয় মিলন আবেগে
দরশের তরে ; যবে মেঘ নেমে আসে
বাতাস দুরন্ত হয়, আঁধার আকাশে
চাহি প্রাণ ওঠে কেঁপে ; হৃদয় উন্মনা
শতবার কেঁদে কহে আজ আসিও না।

সুখ

শরতের দ্বিপ্রহর সুন্দর-নির্মল,
সুনীল আকাশ-ময় কিরণ তরল,
স্নিগ্ধ ঘরখানি মম নিভৃত-নির্জন,
তোমারি স্বপন ছিল নয়ন ভরিয়া,
তোমারি প্রতীক্ষাভারে কম্পিত করিয়া
হৃদয় জানাতেছিল বিজন-বেদন!
যেমনি মুদেছি আঁখি ক্ষণিক নিদ্রায়,
প্রিয়তম তুমি-আমি নিঃশব্দ চরণ,
উন্মুখ অধরে রাখি সুচির চুম্বন
মুগ্ধ জাগরণ আনি লুকালে কোথায়!
আমি ছিনু যতক্ষণ ব্যাকুলহৃদয়,
তুমি ছিলে জীবনের দুরাশা-স্বপন,
ক্ষণিকের শান্তিময় আত্ম-বিস্মরণ
তোমারে আনিয়া দিল সারা প্রাণময়।

বিরহ্-বিধুরা

কতদিন প্রিয়তম, হায় কতদিন,
দীর্ঘজীবযাত্রা-পথে শ্রান্ত-সঙ্গীহীন
চলেছিনু তোমা লাগি, কতদিন শেষে
দোঁহার হইল দেখা পথপার্শ্বদেশে
অস্তমান তপনের স্তিমিত কিরণে ;
আসিল নামিয়া ধীরে অনন্ত ভুবনে
যামিনীর স্নিগ্ধতম শান্তি অন্ধকার,
সন্ধ্যাতারা স্থিরজ্যোতি নির্মল আকার
উদিল গগনমূলে ; তব নেত্র 'পরে
লভিল বিরাম দুটি ব্যগ্র আঁখিতারা,
মঙ্গল-মুহূর্তে সেই চিরদিন-তরে
ক্লিষ্ট চরণের গতি হল গতিহারা !
কাছে লও আরো কাছে, বক্ষের মাঝারে
সে-দীর্ঘ-বিরহ-ব্যথা ভুলাও আমারে।

এখনি

সাঙ্গ না হইতে খেলা এখনি বিদায় ?
তবে কেন মোরে সখা আনিলে হেথায়,
এখনো তো সব খেলা হয় নাই শেষ
এখনো নয়নভরা স্বপন-আবেশ,
কত স্নেহ কত আশা বিকাশ-উন্মুখ
মধুর ললিত-নৃত্যে আজো ভরা বুক !
পল্লবে কুসুম আজি প্রফুল্ল ধরণী
বসন্ত-আকাশভরা শত গীতধ্বনি !
নিতান্তই যদি ওগো লইবে বিদায়
একবার লয়ে চল কুসুম-কাননে,
পরাব মালিকাখানি তোমার গলায়
সুখ-স্মৃতি দু-দিনের রাখিও স্মরণে !
রজনী আসিছে দেখ ঘনায়ে আঁধার,
ঘুম পাড়াইয়া যাও সখা হে আমার !

দুর্বোধ

বুঝিতে নারিনু আমি হায় তোরে মন!
কখনো থাকিস তুই জড়-অচেতন
কঠিন পাষাণসম দুঃসহ-দুর্ভয় ;
তখন বহিতে তোরে নিত্য-নিরন্তর
বক্ষে বাজে তীব্র ব্যথা শ্রান্ত হয় প্রাণ—
আবার কখনো তুই মলয়-সমান
বিচিত্র অযুত বর্ণে কুসুম বিকশি,
প্রত্যেক নিশ্বাসপাতে উঠিস উচ্ছ্বসি
শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ-গানে চারিদিক হতে ;
তখন বাঁধিতে তোরে নারি কোন মতে!

ভাগ্যহীন

ললাটে ছিলনা মঙ্গল-সিঁদুর
কাঁকন বাহুটি ঘিরে,
কণ্ঠ-মালিকা বিরহ-বিধুর
খুলে পড়ে ছিল ছিঁড়ে!

আছিল জীবনে তব স্মৃতিখানি
বেদনা হৃদয়ভরি ;
তাই এতদিন, ছিনু মহারানী
রচন-আসন 'পরি।

ওধারে আসিছে নয়নের জল,
স্মৃতি হয়ে আসে ক্ষীণ,
আজিকে শয়ন মলিন ভূতল
এতদিনে ভাগ্যহীন!

কর্মচক্র

দেবতা ছিলেন মন্দিরের মাঝে—
পূজারি থাকিত ঘরে,
পূজা দিয়ে যেত সকালে-বিকালে,
আসিয়া ক্ষণেকতরে!

সেদিন পূজারি ফিরিছে যখন
সাঁঝের আরতি সেরে,
দেখিল জাগিছে ঘনঘোর মেঘ
শ্রাবণ গগন ঘেরে!

সারারাত ধরে প্রহরে-প্রহরে,
বজ্র পড়িল কত!
হেঁকে গেল বায়ু, কাননে-প্রান্তরে
প্রলয়-পিণাক-মতো!

প্রভাতে পূজারি ফিরিল যখন
সাজিখানি ফুলে ভরে,
দেখিল দেবতা গিয়াছে ভাঙিয়া ;
রয়েছে ধুলায় পড়ে ;

দেবতা ভাঙিয়া পড়ে গেল হায়—
তবু ফুরাল না কাজ!
ভাঙা দেবতারে ভাসাতে সাগরে—
পূজারি চলেছে আজ!

বসন্ত বায়ু

চারিদিকে ঝরে পড়ে বসন্তের ফুল,
আকুল বকুল চাঁপা গোলাপ পারুল,
সমীরণ ধেয়ে চলে যায় ;
সে কভু গাঁথে না মালা

আনমনে সারাবেলা,
পরে না গলায়,
সে কভু রাখে না স্মৃতি
সযতনে নিতি-নিতি
বুকের তলায়,
সে পাগল ছুটিয়া পলায়!
বসন্তের সব স্মৃতি চলে উড়াইয়া,
ধরণীর চারিদিকে দেয় ছড়াইয়া
কত গন্ধ কত পুষ্পদল,
কত বিহগের গান
মধুপের মধুতান
পরশ শীতল।
সহসা সবার মনে
জাগে সুখ অকারণে
জাগে অশ্রুজল
বায়ু ধায় আপনা বিহ্বল।

অপরিচিত

আমার বিজন আঁধার ঘরের
একেলা নীরব সাথী ,
ভাষা কি কখনো ফুটিবে না মুখে
মালিকা দিবে না গাঁথি!
এমনি বসিয়া রব চিরদিন
অন্ধকারে একাসনে,
হাতে-হাতে শুধু পরশ করিয়া
কাছাকাছি দুইজনে!

দেখিতে পাব না তবু মুখখানি
শুনিব না কণ্ঠস্বর?
জানিবে না তুমি মোর আঁখি ঝরে
কেঁপে ওঠে ওষ্ঠাধর!

বসন্ত আসিবে মহা সমারোহে
শরৎ সুন্দর হবে,
আমরাই শুধু বসে রব দোঁহে
সমাহিত এই ভবে।

অশেষ

বসন্তের এ কুলতা
নিদাঘ রাখে ধরে,
শাখায় জাগে তরুণ ফল
মুকুল খসে পড়ে!
গন্ধটুকু ঝেড়ে ফেলে
ঝলে পুষ্পদল,
বর্ণ-গন্ধ-মধুরসে
পূর্ণ হয় ফল!

শরতের এ ব্যাকুলতা
কোথায় এর শেষ!
শূন্য আজি সুদূর নভে
মেঘের নাই লেশ!
কোথা ফুল, কোথা পাতা
রিক্ত তরুগুলি
জীর্ণ-পাতা পৃথ্বী ছায়
উড়ে চলে ধূলি।

ব্যর্থ

আজি এ পরানে যত কথা ফুটে,
শুধু অশ্রু হয়ে পড়ে টুটে-টুটে
বাঁধিতে পারিনা তায়.
শেফালি ফুটিছে কানন-মাঝারে,
রিক্ত তরুশাখে পথের কিনারে
বায়ু করে হায়-হায়!

আজিকে উদাস শারদ আকাশ,
আলোক-আঁধার বিজুলি-বিকাশ
আসে-যায় অনিয়ত ;
বিফলে বাজাও বাঁশি আনমনে
কপোত গাহিছে অদূর বিজনে,
একসুরে অবিরত।

আশাতীত

তোমায় পারিনা ধরিতে, পারিনা ধরিতে,
মনেতে মিশায়ে আপন করিতে
ওরে আকাশের আলো,
তোমায় পারিনা ধরিতে, পারিনা ধরিতে,
যতই বাসিনা ভালো!

তোমায় পারিনা বাঁধিতে, পারিনা বাঁধিতে,
নিত্য-নবীন ছন্দে গাঁথিতে,
ওরে মোর ভালোবাসা ;
তোমায় পারিনা বাঁধিতে, ভাবে রূপ দিতে
তেমন নাহিকো ভাষা!

পরিচয়

তুমি স্বপ্ন কিম্বা সত্য শুধাইছে সবে ;
তুমি কি স্বপ্নেরি মতো মুগ্ধ-মনোহর,
অথবা জাগ্রত সত্য চির-সহচর,
ছিলে কি, রয়েছ তুমি আজো এই ভবে,
আমারে ঘেরিয়া ধরে শুধাইছে সবে ;
কি বলিব নাহি জানি হাসিগো নীরবে!

তুমি কি কেবলি স্বপ্ন মধু-নিশীথের?
শুধু ক্ষণিকের মোহ চকিত চিতের,

দক্ষিণ-পবনে-মেশা ফুলের গন্ধের নেশা,
তুমি কি গো প্রতিধ্বনি কোকিল গীতের?
বসন্তের ফুলবনে শুধু দেখা তব সনে,
চন্দ্রকরে বার্তা আসে তব জগতের,
প্রথম উত্তরবায়ু শান্ত শরতের!

তুমি মোর শুধুই স্বপন!
তবু যেন পড়ে মনে, কবে আধো-জাগরণে
তোমারে দেখেছি গৃহকোণে,
আমার শিয়রপাশে বিজন ভবনে!
তুমি কিগো স্বপ্ন নহ শুধু জাগরণ?
সুখে-দুঃখে শ্রান্তিহীন জীবনের প্রতিদিন
আমার জীবনখানি করেছ বরণ?
তুমি কি সোহাগভরে বুকেতে রেখেছ ধরে
আমার ভ্রমণ-শ্রান্ত কাতর চরণ ;
তুমি কিগো জীবনের একান্ত শরণ?

তুমি নহ চির-জাগরণ!
ক্ষণিক দর্শন তব বিদ্যুতের রশ্মি নব
দূর করে আঁধার স্বপন,
নহ তুমি চির-জাগরণ!

খেলা

প্রেম যদি খেলা হত ভালো হত তবে,
এ জীবন কেটে যেত নিশ্চিন্তে নীরবে
শুধু কল্পনার সুখে, দূরে গেলে তুমি
সংসার হত না মনে শূন্য মরুভূমি,
ব্যাকুল হত না প্রাণ সদা আশঙ্কায়,
সমান মধুর হত মিলন-বিদায়!

প্রেম যদি বসন্তের বায়ুর মতন
দুদণ্ড কাঁপায়ে যেত মোর পুষ্পবন,
বুঝিতে না পারিতেম চঞ্চল উচ্ছ্বাস

হাসি দিয়ে গেল কিম্বা দিল দীর্ঘশ্বাস!
কম্পমান ক্ষণিকের মর্মর গাথায়
সমান মধুর হত মিলন-বিদায়!

প্রেম

প্রেম জ্বলিতেছে সখা, সাগ্নিকের অগ্নির সমান,
নিভৃত অন্তর-কক্ষে পুণ্য শিখা নিত্য অনির্বাণ,
ঊর্ধ্বমুখী একাগ্র সাধনা, জীবনের শ্রেষ্ঠধন
মধু-ঘৃত-ধুপ-গন্ধভার, প্রত্যহের আহরণ
আহুতি তাহারি মাঝে ; দগ্ধ করি সর্ব মলিনতা
নির্মল অঞ্জলিখানি, দিব্য গন্ধে বিস্মিত দেবতা
আগ্রহে সন্নত আঁখি লুব্ধ-ব্যগ্র প্রাণে, নামি আসে
ত্যজি স্বর্গ, দীনতম মানবের দরিদ্র আবাসে।

প্রেম

হায় রে বিপন্ন প্রেম অন্ধ কোন দেশে
শিশু সুকুমার, কোন দেশে অঙ্গহীন,
জন্মাবধি আজীবন এ ধরায় এসে
পরমুখাপেক্ষী তাই তুমি পরাধীন।

পূর্ণতা

নব-বিবাহিত বধূ, মনেতে যাহার
সুগভীর দুঃখ-সুখ নাহি কোন ভার ;
তাম্বুলে, অলক্তরাগে, সিন্দূরে-চন্দনে
কজ্জল নয়নপাতে, অশেষ ভূষণে
বাহিরেতে ভরা ভাব সুন্দর কেমন,
পরিধানে রক্তরাগ দুকূল বসন!

অঙ্গে-অঙ্গে ভূষণের শিঞ্জন মধুর,
প্রতি পদে বাজি ওঠে মুখর নূপুর।
সে যদি বিধবা হয় ভাগ্য যায় টুটে,
চিরজীবনের দুঃখে প্রাণ ভরি উঠে ;
তখন থাকে না অঙ্গে কোন অলঙ্কার,
বর্ণলেশহীন শুভ্র বস্ত্রখানি তার
শূন্য তনুদেহ শুধু ঘেরিয়া যতনে,
সম্বৃত করিয়া তারে রাখে এ জীবনে!

বিকাশ

যাহা কিছু অসম্পূর্ণ, অর্ধ-পরিণত
আবরণ আচ্ছাদন তাহারি নিয়ত!
যতদিন কুঁড়ি নাহি ফুল হয়ে ফুটে
ঘেরা থাকে ততদিন শ্যাম-পত্রপুটে,
মনোমাঝে প্রেম যবে সম্পূর্ণ সুন্দর,
তখনি প্রকাশি তারে ব্যাকুল অন্তর।
বাঞ্ছিত জনের কাছে ; শুধু তার আগে
কভু মুগ্ধ চাহনিতে কভু লজ্জারাগে,
বিহ্বল-জড়িত ভাষে, উৎসুক হৃদয়
মাঝে-মাঝে ভুলে তার দেয় পরিচয়।

স্বভাব

মোর পোষা শ্যামা পাখি আবৃত পিঞ্জরে
আঁধারে পড়িয়া থাকে নিশিদিন ধরে,
বসন্তের শরতের জানেনা বারতা,
শুধু কত গান গায় বলে কত কথা।
তুমি গেছ, এ জীবন আশা-সুখহীন
তবু হাসি, কথা কহি, গাহি কোনদিন!

কাল্পনিক

ভোর হতে নীলাকাশ ঢাকা কালো মেঘে,
ভিজে-ভিজে এলোমেলো বায়ু বহে বেগে,
আমারো পরান তাই অন্ধকারময়
অবসন্ন, আশাহীন, শ্রান্ত অতিশয়!
কিছুই নাহিতো হায় এ বুকের কাছে,
যা কিছু আকাশে আর বাতাসেতে আছে।

দুরাশা

অসম্ভব আশা কভু পূর্ণ নাহি হয়,
তবুও দুরাশা রচি ব্যাকুল হৃদয়
লভে তাহে সুখ ; প্রতি অন্ধকার রাতে
ভাবি বসে, কাল যদি সুন্দর প্রভাতে
সে আসিয়া দেখা দেয়, সে প্রভাত তবে
কি অক্ষয় স্মৃতি-সুখে পরিপূর্ণ হবে!
বিফল প্রভাত যায়, যায় ব্যর্থ দিন,
মুগ্ধ চিত্ত ভাবে, যাক, গেল সুখহীন
সারাটা দিবস, এখনো তো রাত্রি আছে
হয়তো স্বপনে তারে পাব বড় কাছে!

মোহ

সুখ-স্মৃতি আশা ফেলে হায় মুগ্ধ নর,
নিশিদিন ছুটে চলে ব্যাকুল অন্তর
দুরাশার পিছে, দুরাশা যখন যায়
তারি স্মৃতি বুকে লয়ে করে হায়-হায়!

স্বপ্নাতুর

শুধু স্বপ্ন প্রিয়তম জীবন সম্বল ;
সারারাত্রি-সারাদিন নিত্য অবিরল
শুধু ছায়া লয়ে বাস, শুধু সারাবেলা
শূন্য গগনের তলে কুহকের খেলা ;
বিস্ময়ে কাতর প্রাণ, শুধু নিরাশ্রয়
বনান্তরে বসন্তের চঞ্চল মলয়!
নাই গেহ, নাই স্নেহ, নাই কণ্ঠস্বর
নাই প্রিয় মুখখানি অনিন্দ্য-সুন্দর
শ্রান্ত নয়নের শান্তি, আনন্দ-আশ্রয়,
দুঃখ-নিরাশার মাঝে মঙ্গল-অভয়!
ছায়া মিলাইয়া যাক, এসো প্রিয়তম,
অসীম শূন্যতা-মাঝে মূর্তি অনুপম ;
চিহ্নহীন সীমাহীন অনন্ত আকাশে
পূর্ণ পূর্ণিমার চাঁদ যেমন বিকাশে!

ধ্যান

দু-হাতে ঢাকিয়া চোখ,
আঁধারে রয়েছি বসে,
যদি কোন মতে মনের মাঝারে
তোমার ছবিটি পশে!

দু-হাতে ঢাকিয়া চোখ
বসিয়া রয়েছি একা,
রুধিয়া রেখেছি দ্যুলোক-ভূলোক,
তুমি মোরে দেহ দেখা!

আবার কখন খসিয়া পড়িবে
শ্রান্ত দু-খানি হাত,
আলোক পশিবে ঘরে ;
সহসা কখন অশ্রু-সলিলে
আঁখিদুটি যাবে ভরে!

নয়ন মুদিয়া, রুধিয়া পরানে
সব সুখ সব শোক,
আজিকে হয়েছি একা
শুধু একবার ক্ষণেকের তরে
তুমি মোরে দেহ দেখা।

মুক্তি

সন্ধ্যাদীপ তবু নিবিল না!
শেষ হয়ে আসে রাত ঘোচে অন্ধকার,
ম্লান-শীর্ণ আলোটুকু কাঁপে বারম্বার
একান্ত কাতরে, হায় কে নিবাবে তারে
আগ্রহে আপনি উঠি মুখের ফুৎকারে
প্রথম প্রভাতে? এখনি উদিবে রবি
উজলিয়া দশদিশি, নব আয়ু লভি
উল্লাসে আসিবে ছুটে প্রভাত-পবন
চকিতে নিবিবে আলো ফুরাবে জীবন!

আহ্নিক

আমার এ ছোট ঘরে বিছানার পাশে
একখানি ছবি আছে তব,
মধুমাসে তারি কাছে অশোক-স্তবক
রেখে দিই নিত্য অভিনব!
নিদাঘের দীর্ঘ দিনে সাজাই যতনে
নানাফুল নানাবর্ণ হাসি
পলাশ-মল্লিকা-যূথী আরক্ত গোলাপ
কুন্দ আর চম্পকের রাশি ;
বর্ষা এলে তারি নিচে কদম্ব-কেতকী
দোলে ধীরে সারাদিন ধরে,
শরতে রজনীগন্ধা শুভ্র গন্ধরাজ
নিত্য রাখি স্তূপাকার করে!

হেমন্ত যখন আসে, জাগে কুহেলিকা ;
ফুল আর ফোটেনা শিশিরে,
সেদিন তোমারি দান শুষ্ক মালাখানি,
বাঁধি তার চারিদিকে ঘিরে!

অকৃত্রিম

যেদিন প্রথম সেই কতদিন আগে
মোর কাছে লইলে বিদায়,
সুদূর প্রবাসে গিয়ে ভুলে যাও পাছে
ছবিখানি দিলাম তোমায়!
তুমি মোর হাতে তুলে দিলে গুচ্ছ কত
সুধাগন্ধে শুভ্র গন্ধরাজ—
দু-জনের উপহার সে-ফুল সে-ছবি
কাছে মোর রহিয়াছে আজ!
ছবিটির আলোছায়া লুপ্ত একাকার,
মোর বলে চেনা সুকঠিন ;
শুষ্ক ফুলগুলি হতে আজো গন্ধটুকু
একেবারে হয়নি বিলীন!
তোমার সে ফুলগুলি বিশ্ব-বিধাতার
প্রেমপূর্ণ আনন্দ রচনা,
মোর দান, সেই ছবি, শুধু মানবের
প্রাণপণ অক্ষম সাধনা।

দুঃখ-স্বীকার

যে ঘরে পড়িয়া আছে তোমার আসন,
মাটিতে বিছানো যেথা দোঁহার শয়ন,
পুঁথিপত্র স্বপ্ন-সুখ যেথা আছে পড়ে
সে-ঘরে বসিনি এসে কতদিন ধরে!
বড় দায়ে কোন দিন যদি কোন কাজে
আসিতে হয়েছে মোরে সে-ঘরের মাঝে,

কোনমতে চক্ষু বুজে, মুখখানি ফিরে,
দণ্ড-দুয়ে কাজ সেরে এসেছি বাহিরে ;
কতদিন পরে আজ আঁধার-সন্ধ্যায়
আবার শুয়েছি এসে মাটির শয্যায়,
তব কেশে পরিচিত মৃদুগন্ধ হেন
অনুভব হইতেছে উপাধানে যেন!
কেঁপে কেঁপে ওঠে বুক, চক্ষে জল ঝরে
কতখানি ভিজে গেল শয়ন শিয়রে।

ঘুম-ভাঙা

দাঁড়ায়েছ এসে সকালবেলায়
হাসিয়া চাহিছ মুখে,
উদিছে আলোক গগনের গায়
পরান ভরিছে সুখে!
আমিও হাসিয়া চাহিয়াছি ধীরে
তোমার নয়ন-পানে ;
সব পাখিগুলি জাগি ওঠে নীড়ে
ভুবন ভরিল গানে।

বর্ষা-প্রভাত

বর্ষা এলো, প্রিয়তম অসীম অম্বর
সীমাগত পুঞ্জ মেঘে, প্রাতঃসূর্যকর
নিরুদ্যম একেবারে সুখীর মতন,
সুশ্যামল তরুলতা বন-উপবন
মর্মর-সঙ্গীত-মুগ্ধ—পল্লবনিচয়
পবনের আন্দোলনে আজি ছন্দোময়!

সংবাদ

কয়দিন ধরে আজ বর্ষা অবিরত,
আকাশ আঁধার মেঘে হয়ে আছে নত—
দিনরাত অবিশ্রাম বৃষ্টিধারা ঝরে,
নিবিড় মলিন পঙ্কে পথ গেছে ভরে,
একান্ত কাতর মোর নিরাশ্বাস মন—
প্রভাত না হতে আমি খুলি বাতায়ন
চেয়ে দেখি পূর্বাকাশে, উজ্জ্বল কিরণে
তোমার প্রসন্ন মুখ জাগায় স্মরণে—
তোমারি বিরাগ জানি মেঘাচ্ছন্ন দিনে
অন্য বার্তাবহ মোর নাহি এরা বিনে!

সাধ

আমি যে তোমারে চাই শুধুই তোমারে
বিরহে-মিলনে মোর আলোকে-আঁধারে,
আবাসে, প্রবাসে, পথে, শয়নে, স্বপনে
চাই স্নিগ্ধ গৃহ-মাঝে নিভৃতে-গোপনে ;
তোমারি আলোক চাই নয়নের 'পরে
তব স্নেহ-সুধাধারা তৃষিত অন্তরে!
সারা অঙ্গে পেতে চাই ও সুখ-পরশ
নিশিদিন অনুক্ষণ তোমারি দরশ ;
আর চাই তুমি মোরে চাহিবে এমনি
সারাটি দিবস ধরে সারাটি রজনী!

অপ্রত্যাশিত

নবাগত শরতের উদার আকাশে
এই বৃষ্টি ঝরে পড়ে, এই আলো হাসে,
খুলেছিনু বাতায়ন আলোকের তরে,
হেনকালে বৃষ্টি এসে মহা-বেগভরে

ভিজায়ে চলিয়া গেল সর্বাঙ্গ আমার ;
তবুও উঠিয়া আমি রুধি নাই দ্বার।
নিজে হাতে খুলে দিয়ে পিছনের দ্বার
লিখিতেছিলাম বসে, যে আলো আমার
পড়িল মাথায় এসে পিঠে এলোচুলে
নারিনু দেখিতে, ভৃত্য দিয়ে গেছে খুলে
সূক্ষ্ম নীল যবনিকা অলিন্দের ভিতে ,
তারি মধ্য দিয়ে আমি পেতেছি দেখিতে
সমুখে পথের ধারে আশোকের গাছে
কত শ্যাম পাতা, কত ফুল ফুটে আছে।

পরিমিত

শরৎ মধ্যাহ্ন স্নিগ্ধ-নির্মল-সুন্দর,
শ্যাম-মেঘচ্ছায়া কভু দীপ্ত রবিকর
দেখা দেয় ক্ষণে-ক্ষণে, তবু তারি-মাঝে
স্বচ্ছ নীলাকাশখানি প্রশান্ত বিরাজে :
এর বেশি কিছু আমি চাহি নাই আর,
সেমুখের হাসি শুধু এক-এক বার,
তাহারি বুকের ছায়া, আর হে দেবতা
এমনি প্রসন্নচিত্তে নিত্য নির্মলতা।

আশাহীন

হে কল্যাণি, ডালাখানি জ্বালা দীপে ভরে,
আঁধার-সোপানশ্রেণী সমুজ্জ্বল করে ;
ভূষণ শিঞ্জনে করি চৌদিক মুখর
কোথায় চলেছ উঠে এমন সত্বর?
নূতন জামাই আজ আসিতেছে ঘরে
তাই এত আয়োজন বরণের তরে?
আমার ফুরায়ে গেছে বরণের দিন
সকলি সম্বরি আছি গৃহকোণে লীন ;

ক্ষণেক দাঁড়ায়ে, শুধু শুভ হস্তে জ্বালা
একটি প্রদীপ মোরে দিয়ে যাও বালা!

অবশেষ

আজি তোমারি আলোক আমার
সান্ধ্য-আঁধার ভবনে,
তোমারি শান্তি গগন ভরিয়া
তোমারি কান্তি ভুবনে!
তোমারি সোহাগ-পরশ যেন গো
নব-বসন্ত-পবনে!
তোমারি স্নেহ তোমারি স্মৃতি
আমার সকল জীবনে!

প্রেরণা

আকাশে-বাতাসে সে বারতা ভাসে
তুমি যবে মোরে স্মর হে,
তুমি যবে মোরে দেখ ঘুমঘোরে
সহসা চকিত স্বপনে
সহসা যামিনী কহে সে কাহিনী
অন্তর-মাঝে গোপনে
করি অনুভব মিলন-গৌরব
এই মোর চির বিরহে।

পরিতৃপ্ত

সে মোর বুকের মাঝে পরশ-পাথর
আর সাধ নাহি কোন রতনে-কাঞ্চনে,
তাহারি সোহাগ চির-অমৃত-নির্ঝর
আর কাজ নাহি সখি সাগর মন্থনে!

দুইখানি বাহুপাশে সে দিয়েছে ধরা
অনায়াসে গৃহে বসি ব্রহ্মাণ্ড বিজয়,
চরণে লুণ্ঠিত আজি বিশ্ব-বসুন্ধরা,
অনুজ্ঞা-শাসনে কাঁপে আদিত্যনিচয়!

কবে

প্রিয়তম কবে দেখা পাইব আবার?
আবার নিঃশব্দে কবে হৃদয়-দুয়ার
খুলিয়া পশিবে সেথা, হে পরান-নাথ,
তোমার আলোকপাতে কবে অকস্মাৎ
মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠিবে আগার?
সে-আলোকে তন্দ্রারত পাখিটি আমার ;
সহসা জাগিয়া উঠি মহানন্দভরে
পাখা মেলি সচঞ্চল, কলকণ্ঠ স্বরে
গাহিবে উল্লাসে, আজি অন্ধকার ঘর,
নীরব সঙ্গীত ; রুদ্ধ আনন্দ-নির্ঝর,
তুমি এসো, এ-সবারে দেহ নব প্রাণ
প্রিয়তম দেখা দাও ভরিয়া নয়ান!

কেন

প্রিয়তম দেখ চেয়ে ধরণী-আকাশ
কি সুন্দর প্রেমে বাঁধা আছে বারোমাস ;
ভাবের মিলন-মুগ্ধ, কত ব্যবধান
দোঁহাকার দেহ-মাঝে নিত্য বর্তমান!
তবুও আকাশ কভু তিলেকের তরে
ধরণীরে ত্যাগ করি যায় না অন্তরে,
বসন্তে, শরতে, শীতে, নিদাঘ বর্ষায়
অনন্ত-উদার-স্নিগ্ধ সুনীল প্রচ্ছায়
অবিরাম সুমঙ্গল স্নেহস্পর্শ-ভরে
ধরণীরে ঘিরে থাকে দিকে-দিগন্তরে!

মঙ্গল-আশ্রয় তব এ জীবনে মম
কোন প্রান্তে রাখিলে না কেন প্রিয়তম?
কেন চিরদিন-তরে আর্ত-অসহায়
এমন একেলা করে চলে গেলে হায়।

ব্যর্থ

সে যদি কাঁদিয়া গেল দুয়ারে দাঁড়ায়ে
তবে মিছে এ গীত আমার,
সে যদি ফিরিয়া গেল অঞ্জলি বাড়ায়ে
তবে বৃথা ধন-রত্নভার!
যদি না ফিরিয়া এল চাহিয়া নয়নে
তবে মিছে-মিছে আঁখিজল,
যদি কাছে এসে শান্তি নাহি পেল মনে
তবে হায় জীবন বিফল!

অনভিজ্ঞ

শুধু একখানি মুখ অদৃশ্য থাকিলে
কে জানিত এ সুন্দর-উজ্জ্বল নিখিলে
চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা অন্ধকার হবে?
একটি কণ্ঠের স্বর থাকিলে নীরবে,
প্রতি দিবসের কথা কৌতুকের হাসি
শঙ্খের মঙ্গল-ঘোষ, উৎসবের বাঁশি
চিরজীবনের যত আনন্দের ধ্বনি
কে জানিত চিরতরে থামিবে আপনি?

অদৃষ্ট

যেদিন প্রথম তুমি করিলে সোহাগ,
দু-কপোলে দেখা দিল লাজ রক্ত-রাগ,

হাসিমুখে রহিলাম মাথা নত করে
সেদিন দেখিতে তুমি পেলেনাকো মোরে!
আবার যেদিন তুমি মাগিলে বিদায়
চাহিলাম আঁখি তুলে, সে সময়ে হায়
অবোধ-সলিলধারে ভরিল নয়ন,
আর দেখা হইল না তোমার আনন!

অবকাশ

আজ করিব না আমি মান-অভিমান,
হিসাবের খাতা খুলে আদান-প্রদান
লইব না বুঝে, শুধু, আর একবার
করিব পরান ভরি স্মরণ তোমার।

পূর্বরাগ

আজ শুধু বারে-বারে এ পরান-মাঝে
শত সোহাগের কথা তব নামে বাজে,
গলে আসে সারা প্রাণ নির্ঝরের মতো
তোমারে করাতে স্নান স্নেহে অবিরত!
প্রিয়তম, তুমি বুঝি আজ পুনরায়
ভুলিয়া সকল কথা স্মরিলে আমায়?

আবির্ভাব

নীরব আঁধার ঘরে কিসের উৎসব,
সহসা একি এ আলো কি আনন্দরব!
দয়া কি গো এতদিনে হল প্রিয়তম,
আবার দাঁড়ালে হেসে এ দুয়ারে মম।

নিরুপম

তোমার মুখের মতো অমন সুন্দর,
তব প্রিয় কণ্ঠসম হেন সুধাস্বর
এ চোখে দেখিনি কভু, শুনিনি শ্রবণে ;
তোমা ছাড়া আর তাহা পাব না জীবনে!

ব্যাকুল

সুখ যদি দেওয়া যেত ভরিয়া অঞ্জলি
তুলিয়া তোমার হাতে দিতাম সকলি ;
দুঃখে যদি করা যেত পাদোদক-ধার
সকলি দিতাম ঢেলে চরণে তোমার!

দুঃখে সুখ

বাতাসে বাঁধিতে নারি এ-বুকের কাছে
তবু বায়ু আছে বলে প্রাণ মোর বাঁচে,
দূরে হোক. আছ তাই হে জীবনস্বামী
কোনোমতে তবু আজ বেঁচে আছি আমি!

সুখ-দুঃখ

যখন উঠিয়া তুমি আসিতে সোপানে
পদধ্বনি কভু আমি শুনি নাই কানে,
শব্দহীন আগমন মলয়ের মতো—
তারি সনে জীবনের আশা-সুখ যত
আছিল জড়িত হয়ে, অবারিত দ্বার
সমাদরে আবাহন করিত তোমার!
আজিকে যাহারা আসে বরষা পবন
সঙ্গে আনে উপদ্রব কহিয়া বহন.
দূরে থাকিতেই শুনি মহাকলরব
আগে হতে তাই দ্বার রুধিয়াছি সব!

অজ্ঞাত দান

কবে এসে ভেসে গেলে ছায়ার মতন
সে-বারতা আজো নাহি জানে কোনো জন ,
তুমিও নাহিকো জানো—মোর তপ্ত প্রাণ
যেটুকু সান্ত্বনা বহে সে তোমারি দান!

স্মৃতিমুগ্ধ

এমন সুন্দর দিন, কোমল বাতাস,
এমন রবির আলো, সুনীল আকাশ,
আজিকে সকলি মোর বৃথা হল হায়,
পরান নয়ন-জলে পিছে ফিরে চায়!

বিব্রত

মাঝে-মাঝে ভাবি আমি ভুলিব তোমায়,
রুদ্ধ ঘরে বসি ধ্যানে সেই সাধনায়,
হায় সেই ধ্যানে মোর, স্তিমিত আঁধারে
অই মুখ দেখা দিয়ে যায় বারে-বারে।

অভীষ্ট

তোমারে ভুলিতে মোর হলনাকো মতি
এ জগতে কারো তাহে নাহি কোনো ক্ষতি,
আমি তাহে দীন নহি, নহ তুমি ঋণী
দেবতাব অংশ তাও পাইবেন তিনি!

শ্রান্ত

তব হাতে দিব বলে ভোরের বেলায়
কত ফুল তুলেছিনু ভরিয়া ডালায়,
গাঁথা হইল না তবু মালাখানি মোর,
থেকে-থেকে দেখা দিল চোখে ঘুমঘোর
হাত কেঁপে, যত ফুল পড়িল ভূতলে
কুড়ায়ে তুলিয়া নিতে দিন গেল চলে!

বিচ্ছেদ

কাল রাতে তোমারে ভাবিনু যতবার,
অশ্রুধারে ভিজে গেল শিথান আমার—
কোথা তুমি কোথা আমি আর কভু হায়
ফিরে এ বুকের কাছে পাব কি তোমায়?

সন্তুষ্ট

তোমারে দেখিতে আজ পাই না নয়নে
শুধু হেরিতেছি ধ্যানে সুপ্রশান্ত মনে—
নয়ন দেখেনি কভু সুন্দর এমন,
এত দুঃখ, তবু আজ সন্তুষ্ট জীবন।

দ্বিধা

তোমারে ফিরায়ে যদি দেন আর-বার
দেবতারে দিতে পারি সর্বস্ব আমার,
তুমি যে সর্বস্ব মোর তাই বড় ভয়
শপথ রাখিতে শক্তি হয় কি না হয়।

নিরুদ্দেশ

প্রিয়তম, প্রতিদিন এ বিজন ঘরে
এ "বিশ্ববিহীন বিশ্বে" একান্ত অন্তরে
তোমারে স্মরণ করি তোমারি উদ্দেশে
পাঠাইয়া দিই নিত্য অভিনব বেশে
শ্রেষ্ঠ যত চিন্তা মোর, তুমি সে পূজার
কভু কি জানিতে পাও ধূপগন্ধভার?

অনির্বচনীয়

আজ যেন কোনো কথা নাহি বলিবার,
শুধু ভাবে পরিপূর্ণ অন্তর আমার।
আজ অঞ্জলিতে নাই কুসুম-চন্দন
সুগন্ধ এনেছি শুধু করিয়া বহন।

বিসর্জন

এতটুকু ক্ষণিকের সুখ সুকুমার
তারি তরে কি আগ্রহ কত হাহাকার?
সকলি গিয়াছে চলে, অতটুকু হায়
অবোধ শিশুর মতো রেখোনা লুকায়
প্রাণপণে ক্ষীণবল মুঠির ভিতরে—
হাত তুলে সমুখেতে দাও তুলে ধরে
নিষ্ঠুর নিয়তি ধীরে প্রশান্ত হৃদয়ে
সর্ব অবশেষটুকু যাক কেড়ে লয়ে।

অবিচার

নীরবে সহেছি সব বিনা হাহাকার
তাই বলে দুঃখ মোর অতি লঘুভার?
মিলনে চাহিনু মুখে, চক্ষু ছল-ছল
মনে করে গেলে প্রেম হইল বিফল?

অনুশোচনা

হায় মোর ক্ষণিকের সুকুমার সুখ
তুমিতো চলেই গেলে হইয়া বিমুখ,
তবু যত দিন ধরে ছিলে এ-জীবনে
নিশিদিন অবিরত আদরে-যতনে
তুলে রাখি নাই কেন বুকের ভিতরে?
তাই প্রাণে নিত্য ব্যথা চক্ষে জল ঝরে?

অতৃপ্তি

ঘেরিয়া রয়েছে প্রেম আমারে নিয়ত
পরিব্যাপ্ত অন্তহীন আকাশের মতো।
বিরহ-তাপিত তবু এ শূন্য অন্তরে
কোন পরিতৃপ্তি নাই নিমেষের তরে!

নিষ্ফল

সেই মোর প্রিয়জনে কত ভালোবাসা
বেসেছিনু আমি, এ মনের কত আশা
স্নেহ-কোমলতা সঁপেছিনু তারি 'পরে,
আজ সে একটু যেই দূরে গেছে সরে
আর তার পাই না সন্ধান, হত যদি
আকাশ-বাতাস সম নিত্য-নিরবধি
পরিপূর্ণ কাছে-দূরে, তবে হে দেবতা
অনন্ত প্রেমের মোর হত সার্থকতা।

অকৃতজ্ঞ

ভালোবেসেছিলে যারে সে-জন তোমার
হারায়ে গিয়াছে তাই এত হাহাকার?

দুর্লভ রতনখানি বল দেখি হায়
ধূলির এ ধরণীতে কয়জনে পায়?
তোমার দুর্লভ ধনে অকৃতজ্ঞ মন
এ-জীবনে পেয়েছিলে তবু কিছুক্ষণ
নতশিরে তাই শান্ত-পরিতুষ্ট মনে
আনন্দে অঞ্জলি দেও দেবতা-চরণে!

প্রতিদান

নবীন ফাল্গুন যবে
মধুর বাঁশির রবে
জাগালে আমায়,
হাসিতে আকুল করে
মুঠায় আবির ভরে
ছুঁড়ে দিনু গায়!
মধুমাস কেটে গেল
গভীর শ্রাবণ এল
ঘন মেঘে ঘিরে.
আপনি দু-হাতে ধরে
রাখী-খানি বাহু 'পরে
বেঁধে দিলে ধীরে।

সম্বল

আমারে দেওনি তুমি অধিক সম্বল
শুধু লিপি-কয়খান শুধু গুটিকত গান
সুগোল অক্ষরগুলি ভাবে ঢল-ঢল।

শুধু একখানি ছবি বহু পুরাতন
মুছে-মিশে একাকার আলোক আঁধার তার,
কোমল অধরপুট করুণ নয়ন!

শুধু তব অলকের একগুচ্ছ কেশ
আমার লুকানো সুখ   লুকায়ে রেখেছে বুক
আজি তার কোমলতা স্বপ্ন-অবশেষ

আজি দুটি নেত্র মোর ভরা অশ্রুজল
গণিতেছি একা বসে জীবন সম্বল।

চিরাশ্রয়

ক্লেশ-জ্বরে পরিক্ষীণ পাণ্ডুর-কোমল
সুকুমার মুখ হেরি নেত্রে অশ্রুজল
আপনি ভরিয়া আজ আসিছে আমাব,
শুষ্কচিত্ত, অকস্মাৎ গলিত নীহার
শৈল-নির্ঝরিণীসম, উঠিছে ভরিয়া
স্নেহ-নীরে, একদিন তোমারে হেরিয়া
নবীন যৌবন-দীপ্ত দেবতার মতো
অনিন্দিত দিব্যমূর্তি, সম্ভ্রমে আনত
পূজিয়াছি মুগ্ধ প্রাণে—সেদিন হৃদয়
তোমারে পারেনি দিতে এমন আশ্রয়
আপনার মাঝে, বহু বাসনাব ব্যথা
বেখেছিল ভিন্ন করি রচিয়া দূরতা!

চিরন্তন

আজি আর নাহি অশ্রু আকুল নয়নে
সুদীর্ঘ নিশ্বাসপাত নাহি প্রতিক্ষণে,
তবে আজি এ-অন্তরে যে ব্যথা নিয়ত
তাহারো বিরাম নাই মুহূর্তের মতো।

স্মরণ

নিতান্ত নীরস হায় যেদিন জীবন,
একেবারে পরিশুষ্ক দরিদ্র এমন,
সেদিন একান্তে বসি, একেলা রহিয়া
তোমারে স্মরণ করি অন্তর ভরিয়া—
মূর্তি তব, ভাবমুগ্ধ তোমার নয়ন,
তোমার সোহাগ, তব সুন্দর গমন
স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর, এই স্মৃতি-সমাবেশ
পরানে সিঞ্চন করে কারুণ্য অশেষ
রাগিণীর মনোহর আলাপের মতো
গোপনে সৃজন করে সুখ-স্বপ্ন কত!

প্রকাশ

প্রিয়তম, বিশ্বরূপে আজি বিশ্বময়
আমারে দিয়েছ দেখা মোহিয়া হৃদয়!
তোমারে নয়ন ভরি দেখিতাম যবে,
মুখ চেয়ে ভাব তার মহান গৌরবে
সবলে হৃদয় মোর লইত কাড়িয়া,
ভালোবেসেছিনু তারে অধিক করিয়া—
রূপের অতীত ভাব আজি বিশ্বরূপে
উদয় হতেছে যাহা অতি চুপে-চুপে
অন্তরের অন্তস্তলে, সেইভাবে আজ
বিমুগ্ধ করিছ মোরে হে হৃদয়রাজ!

দুর্বল

দুর্বল বুঝেছি তোর হৃদয়ের কথা,
দুর্লভ হারায়ে গেছে তাই শুধু ব্যথা?
আর কেহ পাছে তারে খুঁজে ফিরে পায়
তাই তোর এত ভয়, এত হায়-হায়!

অজ্ঞাত

তোমারে নয়নভরি দেখিতাম যবে
জানি নাই অদর্শনে এত ব্যথা হবে!
সঞ্চিত আগ্রহে আজি দিন-রজনীর
দর্শনলোলুপ হৃদি বিহ্বল-অধীর!

বিপন্ন

আজিকে সান্ত্বনা আর নাহিকো কোথায়,
আকাশে-বাতাসে কিম্বা শ্যামল ধরায়!
বিমুখ হয়েছে আজি আপন অন্তর
তুমি দয়া করো নাথ করুণা-সাগর!

ব্রত

সাজাইয়া ধূপ-দীপ-নৈবেদ্য সম্ভার
হৃদয় বসেছে মোর পূজায় আবার,
হায় অন্ধ, সম্মুখেতে দেবসিংহাসন
শূন্য পড়ে, হে ব্যাকুল, বৃথা অন্বেষণ—
এ জনমে আর তাহা পূর্ণ নাহি হবে,
তবু যতদিন তুমি আছ এই ভবে,
পূর্ণ আয়োজন করি এমনি নিষ্ঠায়
ধ্যানমুগ্ধ প্রতিদিন বসিও পূজায় ;
এই শুধু কাজ এবে তব জীবনের
আনন্দ-গৌরব-শান্তি তোমার মনের!

অভেদ

উভয়ে সমান মম সুখ-দুঃখ আর
তুমি মোর দুঃখ তুমি সুখ সে আমার,

তুমি চির-বরণীয়, তাই এ অন্তরে
সুখ-দুঃখে বরিয়াছি তুল্য সমাদরে!

যাচনা

হে দুঃখ আমারে তুমি তিলেকের তরে
একাকী ফেলিয়া কভু যেও না অন্তরে ;
প্রিয়-বিরহিত আমি, তুমি না রহিলে
বাঁচিতে নারিব আর এ শূন্য নিখিলে।

আশা

যে মিলন অসম্পূর্ণ রহিল জীবনে
পূর্ণ তাহা হবে পরে অজানা ভুবনে
এই আশে আছি বুক বেঁধে, তাই যবে
সন্ধ্যারবি অস্ত যায় একান্ত নীরবে,
বিরহকাতর শ্রান্ত হৃদয়েরে বলি
হে আর্ত আশ্বস্ত হও, অই গেল চলি
দিবস মিলন-হীন, দেখ আনিয়াছে
প্রিয় সম্মিলন আরো একদিন কাছে।

আশা-ভঙ্গ

গেছে সারা দীর্ঘ-দিন গ্রীষ্ম নিদারুণ,
সন্ধ্যা দেখা দিল ধীরে প্রচ্ছায় করুণ
তপ্ত গগনের ভালে, আছিনু বসিয়া
শ্রান্ত দেহে একাকিনী, সহসা আসিয়া
শীতল পবনোচ্ছ্বাস ঘেরিল আমারে,
চমকি কম্পিত হিয়া, চাহিনু দুয়ারে
তুমি এলে ভাবি, দেখিলাম শূন্য ঘর
বাহিরে সঘন মেঘে আঁধার অম্বর!

শুভলগ্ন

আকাশে সঘন মেঘে গভীর গর্জন
শ্রাবণের ধারাপাতে প্লাবিত ভুবন ;
ওকি এতটুকু নামে সোহাগের ভরে
ডাকিলে আমারে তুমি? পূর্ণ নাম ধরে
আজি ডাকিবার দিন, এ হেন সময়
সরম-সোহাগ-হাসি-কৌতুকের নয়।
আধার অম্বব পৃথ্বী পথ চিহ্নহীন ;
এল চিরজীবনের পরিচয়-দিন।

হায়

হায় সুখ যবে চলে যায়
দিন কাটে শুধু স্মৃতি লয়ে,
প্রিয়জন লইলে বিদায়
প্রাণ থাকে মৃতসম হয়ে।

সুখ শুধু এতটুকু অংশ জীবনের,
প্রিয়জন সর্বস্ব তাহার ;
সুখ গেলে এ জীবনে তবু দিন কাটে
প্রিয় গেলে প্রাণে বাঁচা ভার।

আবিষ্কার

সব সুখ সব স্মৃতি করিয়া চেতন
অপূর্ব হিল্লোল-ভরে বহিছে পবন,
এতদিন প্রিয়তম অলক্ষিতে বুঝি
নিত্য সত্যটুকু মোর পাইয়াছ খুঁজি!

মুগ্ধ

যখনি সুগন্ধ-শুভ্র উত্তরীয় পরে
তুমি এসে দেখা দাও আমাব এ ঘরে
অমনি একত্রে আসি বসন্ত-শরৎ
অকস্মাৎ পূর্ণ করে আমার জগৎ!

সন্নিকট

কোথা আকাশের চাঁদ তাবি ছবিখানি
বুকে করে বয়েছে সরসী,
কোথায় সুদূর মেঘ আর্দ্র কবে ধরা
স্নিগ্ধধারা সলিল বরষি।
কত ঊর্ধ্বে রহিয়াছ ওগো অতুলন
তবু ভালোবেসেছি তোমায়
কত দূরে ছিলে তবু তাপিত জীবন
ধৌত হল তব করুণায়।

অভিন্ন

স্মৃতি আর স্বপ্ন দুই ছায়া-সহচর
ঘেরিয়া থাকিত মোরে নিত্য-নিরন্তর
আনন্দে-আদরে, এক গেলে আর এসে
জড়ায়ে ধরিত বুকে কত ভালোবেসে!
আজ দেখি, আর তারা নাহি দুইজন
স্মৃতি সেও স্বপ্ন হয়ে গিয়াছে কখন!

অশ্রান্ত

দিন আসে দিন যায় চঞ্চল চরণ,
শুধু আজ গতিহীন অবসন্ন মন!
তবুও বিরাম নাই, চলেছে সমান
প্রতি দিবসের কাজ আদান-প্রদান।

চিরসঞ্চিত

ফিরে এসো ফিরে তুমি এসো একবার,
হে উদার-দানশীল হে রাজা আমার,
কত দিয়াছিলে তুমি তব দানভারে,
ব্যাকুল করিয়া ছিলে দরিদ্রজনারে—
কিছুই পারিনি দিতে আজ এসো, হায়,
সঞ্চয় করেছি যাহা দিব তা তোমায়।

চিরসুন্দর

একা বসে বসে ভাবি স্বপ্নমুগ্ধ মতো,
সেই সে সুন্দর মুখ, দৃষ্টি স্নেহনত,
সুকোমল কণ্ঠস্বর সেই সুকুমার
প্রিয়তম অতুলন সোহাগ তোমার।
কুসুম যেমন বুকে রাখে গো সুবাসে
তেমনি রাখিতে তুমি মোরে বক্ষপাশে—
কতদিন চলে গেছ আঁখির বাহিরে
কত ছবি মুছে গেছে নয়নের নীরে,
আজো তবু সারধন দৃষ্টির মতন
এ চক্ষে জাগিছে তব মূর্তি-অতুলন।

চিরমঙ্গল

যে দুঃখ-মাঝারে স্থির তোমার আসন
সে দুঃখ সুখের বেশি, নাহি প্রয়োজন
অন্য সুখে প্রিয়তম, যে দুঃখ নিয়ত
তোমার স্মৃতিরে দগ্ধ সুবর্ণের মতো
করিছে নির্মলতর সুন্দর-শোভন,
সেই ভালো, অন্য সুখ চাহেনাকো মন।

চিরসঙ্গী

ওগো তুমি দূর নহ হৃদয়-নিহিত
কত-না আশ্বাস-সুখ করো সঞ্চারিত
অবিরাম জীবন-মাঝারে, প্রতিদিন
মোর ভগ্ন-ভ্রষ্ট-ছিন্ন-সম্পূর্ণতাহীন
ব্যর্থ-ত্যক্ত হতাশ্বাস হৃদয়-মাঝারে
সুন্দর-সম্পূর্ণ করি তোল আপনারে ;
দীর্ণ মেঘ আকাশের চন্দ্রের মতন
পরিপূর্ণ সুমঙ্গল উজ্জ্বল শোভন।

চিরসুখ

হে অদৃশ্য হে সুদূর সুন্দর আমার,
পরম আকাঙক্ষা তুমি অন্তর-মাঝার,
তোমাপানে লক্ষ্য রাখি শান্ত-নম্র হিয়া
বিরহ-অতৃপ্তি-দুঃখ চলেছি বহিয়া—
দূর তীর্থযাত্রীসম মহাশ্রান্তি-ভার
চলেছি বহিয়া যেন আনন্দ অপার!

চিরদুঃখ

দীর্ঘ রাত্রিশেষে জাগি প্রথম প্রভাতে
যবে মনে হয় নাথ তোমাতে-আমাতে
আর হইবে না দেখা, অমনি তখন
সাধ যায় ঘুমে পুন হয়ে অচেতন
সকল বিরহ-ব্যথা সব দুঃখভার
চকিতে ভুলিয়া যাক হৃদয় আমার!

চিরসুদূর

যেখানে রয়েছ তুমি হে মোর সুদূর,
সেথা মোর হৃদয়ের একান্ত বিধুর
মুহূর্ত বিরামহীন আর্ত-আকুলতা
বহন করে না কিগো কোনোই বারতা,
কোনো অনুভূতি কোনো চকিত চেতনে?
এ জড়-জগতে ক্ষীণ নিশ্বাস পতনে
স্তব্ধপ্রায় অতি মৃদু কাকলি-আভাষে
যে নিত্য-নূতন ঊর্মি উঠে নীলাকাশে
অশেষ তাহার কার্যগতি অন্তহীন।
হায় হৃদয়ের মোর নিত্য নিশিদিন
ব্যথিত স্পন্দন শুধু, এই কাতরতা
ইহারি নাহিকো দেব কোনো সার্থকতা!

চিররহস্য

হে প্রেম রহস্যময় মনে হয়েছিল
ভালোবাসিলেই বুঝি তোমার জটিল
কুহকের আবরণ যাবে মুক্ত হয়ে
বুঝিব সকলি, কি কুশল অভিনয়ে
বিরহের-মিলনের সব অঙ্কগুলি
সাঙ্গ হল একে-একে, আজো তবু ভুলি
অন্তহীন অভিনব তোমাব লীলায
সুখের মিলন সেই—আর আজি হায়
এ তীব্র বিরহ-ব্যথা, তবু তারি মাঝে
কেমনে সে মিলনের আনন্দ বিরাজে
সেই তৃপ্তি, সে আগ্রহ, সেই নেত্রনীর
সেই সে অপূর্ব দুঃখ, শান্তি সুগভীর।

বিচ্ছেদ-কাতর

তোমারে পড়িছে মনে আজি বারম্বার,
তবু সে স্মরণে হায় হৃদয় আমার
দিতেছে না সাড়া, আঁধারে পাখির মতো
পড়ে আছে নিরানন্দ কাকলি-বিরত—
যেদিন আবার মোর সমগ্র হৃদয়
স্নেহে-প্রেমে-স্মৃতিসুখে ব্যাকুলতাময়
চেতন চঞ্চল হবে সজীব-মুখর
সেদিন মিলন নব, ভরিয়া অন্তর!

মিলনানন্দ

রাত্রে ভেঙে গেলে ঘুম একেলা আঁধারে
নিদ্রাহীন নেত্র মুদি ভাবিগো তোমারে,
তখন থাকে না সখা, দেশের-কালের
কোন ব্যবধান-জ্ঞান, দেহের-মনের
নাহি রহে কোন ভেদ, তখন তোমারে
হৃদয় ভরিয়া যেন পাই একেবারে!
সে দুর্লভ মিলনের আনন্দে আমার
দুটি চক্ষু ভরি অশ্রু ঝরে বারম্বার!

অন্তহীন

তোমারে যে ভালোবাসি শেষ কোথা তার?—
ক্ষুদ্র নদী বহে আসি ব্যগ্র দ্রুতধার
দূর-দূরান্তর হতে সমুদ্র-মাঝারে
সম্পূর্ণ সমাপ্ত করি দেয় আপনারে
একেবারে বিসর্জন,—আনন্দ অপার!
বহিয়া চলেছে শুধু এ প্রেম আমার,
নিতান্ত নিঃশেষ সেই সমাপ্তি কোথায়?
অগাধ-অকূল সিন্ধু তুমি কোথা হায়!

শেষ কথা

অন্তিম দিনেতে যবে আত্মীয়-স্বজন সবে
শেষ সজ্জা করাবেন মোর,
নীরব বুকের কাছে দেখিবেন রহিয়াছে
তব কেশে গাঁথা এক ডোর।

সেদিন হে প্রিয়তম তুমি এসো গৃহে মম
শেষ দেখা দেখে যেয়ো তব
যেইদিন শুভক্ষণে মরণের আগমনে
পুরাতন হবে অভিনব!

প্রত্যক্ষ

জানি আমি প্রিয়তম ও দেহ নশ্বর,
প্রতিভা-প্রদীপ্ত তব নয়ন ভাস্বর
জানি নির্বাপিত হবে মৃত্যুর পরশে,
সৌন্দর্য-সঙ্গম-তীর্থ যে দেহ দরশে
সার্থক বলিয়া মানি জীবন আমার,
জানি তাও হবে শুধু অস্থিপুঞ্জ সার!
তবু ভালোবাসি অই দেহখানি তব,
রমণীর স্নেহ-সাধ নিত্য অভিনব
তৃপ্ত করিয়াছি তারে সেবিয়া চরণ
করি পূজা, পুষ্পমাল্যে করিয়া বরণ
তোমারে মঙ্গলদিনে, দুর্দিনে আবার
মুছায়ে অঞ্চলে তব শোক-অশ্রুধার!
জানি নাথ আত্মা তব অনন্তের সাথী
অকস্মাৎ নিদ্রা ভাঙি তবু কোন রাতি
কাঁদিয়াছি একা ভাবি, ওই বক্ষে টানি
দূর করিয়াছ ভয়, তাই দেহখানি
প্রেমের চরম লক্ষ্য স্বর্গ বলে মানি!

ভাব-মুগ্ধ

অই দুটি করতল ধ্বজ বজ্র আঁকা
সবল কঠিন, মজ্জা-পেশীবলে বাঁকা
দুইখানি দৃঢ়বাহু, উন্নত ললাট,
দীপ্ত নেত্র, বক্ষ যেন বিশাল কবাট,
মহাপুরুষের বীর মুরতি সুন্দর
মূর্তি নয় ভাবরূপে আমার অন্তর
করিয়াছে অধিকার, হেরিছে নয়ন
জনসঙ্ঘ-পরিপূর্ণ সজ্জিত তোরণ
শব্দিত বিজয়বাদ্যে মুক্ত রাজপথ,
তারি মাঝে দৃপ্ত অশ্ব তব জয়রথ
পশিছে অদূরে কণ্ঠে-কণ্ঠে জয়ধ্বনি
বর্ষে পুষ্প-লাজাঞ্জলি আনন্দে রমণী
বাড়ায়ে গৌরব তব, ফিরিতেছ ঘরে
শত্রুজয়ী বীর তুমি বহুদিন পরে।

গৌরব

বহুদূর অতীতের বীরত্ব কাহিনী
লেখা দেখিয়াছি আমি অই মুখে তব
পরন্তপ, শত্রুব্যূহ লক্ষ অক্ষৌহিনী
দমিয়া প্রবল বলে, করি পরাভব
দেশদ্বেষীগণে, ঘরে ফিরিয়াছ যবে
জয়মাল্য শিরে বহি বিপুল গৌরবে
সে-আনন্দ সে-লাবণ্য সে-দৃপ্ত গরিমা
আজিও জাগিছে লয়ে অক্ষয় মহিমা
তোমার ললাট 'পরে, চাহিলে আননে
বারম্বার নিত্যজয়ী পার্থে পড়ে মনে
মনে পড়ে রামচন্দ্রে অতীত ভারত
লয়ে কীর্তি, লয়ে গর্ব, উন্নত স্বাধীন
আত্মত্যাগ-মহিমায় অনন্ত-মহৎ
মূর্তিমান তোমা-মাঝে হেরি প্রতিদিন।

চিরসন্ধি

আর কেন প্রিয়তম, আর কেন দূরে
এসো তুমি বাহুবন্ধে এসো বক্ষ জুড়ে
জীবনের একান্ত নিকটে, বন্ধু মোর
রহস্য-তিমির-রাত্রি হয়ে গেছে ভোর
জাগিয়াছে সুনির্মল উষার আলোক,
শিশিরে পবিত্র ধৌত দ্যুলোক-ভূলোক।
বহিয়া একান্ত শুভ্র-শুক্ল কেশভার
নতশির রাখিয়াছি চরণে তোমার
জীবনের চিরন্তন সন্ধির প্রস্তাব।
বসন্তের বর্ণরাগ, যৌবন প্রভাব
লুপ্ত একেবারে, জাগিয়াছে বক্ষপরে
আনন্দের কুন্দপুষ্প ফুল্ল থরে থরে
শান্ত নভ স্থির জ্যোতি, শুভ্র মেঘস্তর
কাশগুচ্ছে বসুন্ধরা অমল-সুন্দর।

দ্বিধা

পরিব্যাপ্ত নীলিমায় সম্মুখ-আকাশে
নির্মল প্রসন্ন দৃষ্টি সূর্যরশ্মি হাসে
বরদাত্রী অভয়ার মতো, দূরতর
দিগন্ত-সীমায়, ঘন-কৃষ্ণ মেঘস্তর
নেমেছে প্রান্তরে, যেন স্থান নাহি তার
অপার আকাশে, চমকিছে চপলার
বিহ্বল প্রলয় দীপ্তি ত্রস্ত ক্ষণে-ক্ষণে,
উঠিতেছে-পড়িতেছে মত্ত আন্দোলনে
দ্রুমদল, পবনের ভৈরব-আক্রোশে,
চেয়ে আছি ব্যাকুল আগ্রহে, রুদ্ররোষে
মেঘপুঞ্জ আবরিবে মঙ্গল-কিরণ
অথবা আনিবে বর্ষা করুণা-প্লাবন,
হবে ইন্দ্রধনু মিশি হাসি অশ্রুজল
ব্যাপি সীমাহীন নভ স্পর্শি ধরাতল।

চিরবিচ্ছেদ

আজ ব্যবধান শুধু গিরি-নদী পারে
কানন-প্রান্তর-গ্রাম, কে বলিতে পাবে
সহসা আসিবে কবে সেই মহাক্ষণ
বিচ্ছিন্ন দোঁহার মাঝে আনিবে যখন
অনন্তের অন্তহীন বাধা, ধরণীর
স্নেহ, প্রেম, স্পর্শ-প্রীতি হাসি-অশ্রুনীর
জন্মাবধি জীবনের স্মৃতির সঞ্চয়
হয়তো বা একেবারে হাবাবে হৃদয়!
আজিকাব এ দূরতা তবু কোনো দিন
স্মৃতির মোহন-মন্ত্রে হয়ে যায় লীন
একান্ত মিলন-মাঝে, স্মৃতি যদি যায়
অনন্ত বিচ্ছেদ তবে ঘটিবে দোঁহায।

পরিণাম

দুঃখময় এ জীবন তবু প্রিয়তম
হয়নিকো ম্রিয়মাণ এ অন্তর মম
একেবারে, সমীরণ যখনি উচ্ছ্বসি
ঘিরে মোরে, বারম্বার সর্ব অঙ্গে পশি
স্পর্শ করে স্নেহভরে—যখনি আলোক
অভিষেক করে নেত্রে অজস্র পুলক,
অন্তহীন নীলাম্বর মহাশান্তিময়
অশ্রান্ত ধরিযা রাখে অনন্ত-আশ্রয়
দুর্বল মানব 'পরে—দেখায় নিয়ত
নিম্নে তার মেঘচ্ছায়া, ঊর্ধ্বে অবিরত
অক্ষয় আলোকমালা গ্রহ-উপগ্রহ
সূর্য-চন্দ্র-তারকার, দুরন্ত আগ্রহ
বিচ্ছেদের ব্যাকুলতা আসে হ্রাস হয়ে,
আনন্দ চরম সত্য বুঝি এ হৃদয়ে!

সুমঙ্গল

দুঃখ যেন এ জীবনে রয়েছে নিয়ত
পরিব্যাপ্ত অন্তহীন আকাশের মতো,
প্রশান্ত সুদূর, তাহারে করেনি মগ্ন
সিন্ধুর মতন, আন্দোলনে চূর্ণ-ভগ্ন
গ্রাস একেবারে, চাপে নাই বক্ষ 'পরে
বিপুল-বিশাল-স্থির রুদ্ধ স্তরে-স্তরে
তৃণবদ্ধ ধরণীর মতো, রোধ করি
গতিমুক্তি, চিরদিন, সম্পূর্ণ আবরি।
সে আছে অনেক ঊর্ধ্বে বহুতর দূরে
অপার আলোকধৌত, তার বক্ষ জুড়ে
উচ্ছ্বসিত সমীরণ সম্পূর্ণ স্বাধীন
প্রাণে-প্রেমে-গানে-গন্ধে পূর্ণ চিরদিন।

মুক্তির সংবাদ

সুদূর সিন্ধুর বার্তা করিয়া বহন
অধীর আনন্দভরে দক্ষিণ পবন
প্রবেশ লভিল কক্ষে উল্লাস-চঞ্চল
পুঁথিপত্র বেশবাস কুন্তল অঞ্চল
আন্দোলিত উচ্ছ্বসিত বিক্ষিপ্ত-ব্যাকুল
চারিদিকে স্পর্শে তার, অপার-অকূল
ভাস্কর-উজ্জ্বল জল, স্ফুরিত অধীর
তরঙ্গ বিক্ষোভমত্ত, মুক্ত তরণীর
পূর্ণপালে লীলানৃত্যে গমন-সত্বর
দেখা দিল নেত্র 'পরে, পাষাণের স্তর
সঙ্কীর্ণ আবদ্ধগৃহ রুদ্ধ অন্ধতম
মুহূর্তে মিলাল মায়া মরীচিকা-সম!

ব্যাপ্তি

তনুদেহে বন্দী প্রাণ, অনন্ত-অসীম
দাও তারে মুক্ত করি মহারুদ্র ভীম
হে পবন বিশ্বব্যাপী, হে চিরস্বাধীন
ভৈরব প্রলয়ঙ্কর জাগো যেইদিন
দীর্ণ দুর্গ, মুহূর্তেকে পাষাণ প্রাচীর
ধূলিশায়ী, অর্গলিত শত শতাব্দীর
রুদ্ধ লৌহ-সিংহদ্বার দ্রুত অবারিত,—
রমণীর ক্ষীণ তনু পেলব কম্পিত
পরশে পড়িবে টুটে ফুলের মতন,
তারপরে প্রাণ তার সুবাস যেমন
কুড়ায়ে ছড়ায়ে দিও দিকে-দিগন্তরে,
আগন্তুক বসন্তের অন্তরে-অন্তরে
সঞ্চারিয়া অনাহূত আনন্দ নবীন
পুত্র-পুষ্পে গীত-গন্ধে ব্যাপ্ত চিরদিন।

নব-বিকাশ

যেদিন ফুরাবে কাল সাঙ্গ হবে খেলা,
কোন ভাবে দেখা দেবে আমারে একেলা?

গোধূলির সন্ধ্যাকাশে ম্লান রশ্মিজালে
তৃতীয়ার ক্ষীণ চাঁদ গগনের ভালে,
অথবা উষার নব রবির মতন
আলোক-প্লাবন-ধারে ভরিবে ভুবন?

যেদিন ফুরাবে কাল সাঙ্গ হবে খেলা
কোন ভাবে দেখা দেবে আমারে একেলা?

অভিযোগ

তোমা সাথে করিনি তো কভু অভিমান
হে দেবতা কেন হেন কঠিন বিধান?
চিরদিন অনুরত তবু প্রিয়তম
অযথা আঘাতে হৃদে ব্যথা দিলে মম?

নিবেদন

প্রতিদিন এ পরানে যত ব্যথা বাজে
যত অশ্রু ঝরে রাতে অন্ধকার-মাঝে,
সে কথা কাহারে আজ বুঝাইব আমি
তুমি শুধু চেয়ে দেখো হে জীবন-স্বামী!

দুর্বল

প্রভু তুমি দিয়েছ যে ভার,
যদি তাহা মাথা হতে
এই জীবনের পথে
নামাইয়া লই বার-বার,
জেনো তা বিদ্রোহ নয়
বলহীন এ হৃদয়
ক্ষীণ-শ্রান্ত এ দেহ আমার!

উৎসর্গ

হে দেবতা একমাত্র প্রাণ-প্রিয়তম,
গ্রহণ করহে আজ সবটুকু মম!
দুঃখ-সুখ কর তুমি নিঃশেষে শোষণ,
আশা ও দুরাশা যত কর উৎপাটন ;
আজ হতে নিত্য যেন বক্ষে দোঁহাকার ;
এতটুকু ব্যবধান নাহি থাকে আর!

পূজা

হেথায় নাহিকো দেব কোনো আয়োজন
ধূপ-দীপ-গন্ধপুষ্প নৈবেদ্য-সম্ভার,
একান্ত নিভৃতে হেথা তব ভক্তজন
করজোড়ে, মুগ্ধ নেত্রে অশ্রু-জলধার!

হেথা দেখা দিও তুমি ধীরে-সন্তর্পণে
উদাস, বিষাদ-সৌম্য চন্দ্রের মতন,
প্রশান্ত-মঙ্গল-স্নিগ্ধ কিরণ অর্পণে
আনন্দে নির্মল করি সমগ্র ভুবন!

এসোনা এসোনা তুমি অসহ্য-উজ্জ্বল
দীপ্তালোকে লুপ্ত করি বিশ্বের আকাশ,
সহসা ভক্তিরে করি বিস্ময়-বিহ্বল
ত্রস্ত করি প্রেমপূর্ণ আনন্দ-উচ্ছ্বাস!

ভক্তি চাহে শান্ত মনে করিবারে ধ্যান
আনন্দ-মাঝারে প্রেম যাচে অবসান!

দৈবলীলা

ওগো সর্বশক্তিমান, প্রভাবে তোমার
মূক যদি কথা নাহি কয়, অন্ধকার
দূর নাহি হয় যদি অন্ধ নয়নের
তবে কোথা যাব, অসহায় ভুবনের
কার কাছে মাগিব সহায়, হে রাজন!
বহুদিন অন্ধ আছি, এ বিশ্ব-ভুবন
বসন্তের-শরতের নবীন উৎসবে,
নিত্য শুনি সাজিতেছে অপূর্ব গৌরবে
বিচিত্র শোভায় ; আমার আঁখির আগে
সকলি যেতেছে ভেসে, ছায়া নাহি জাগে
শুধু এ নয়ন 'পরে, দূর নাহি হয়
অন্তরের অন্ধকার, ব্যাকুল হৃদয়
আবার গাহিতে চাহে ভাষা নাহি তার
তাই আসিয়াছি নাথ চরণে তোমার!

শাপ-মোচন

তুমি ঘুচাইয়া দাও এই অভিশাপ
জীবনে মরণ খেদ, তোমার প্রতাপ

নিমেষে করুক দূর এই অন্ধকার,
চকিতে উঠুক ফুটে নয়নে আমার
তোমার বিপুল বিশ্ব বিচিত্র-সুন্দর
তব গিরি-নদী-বন-সাগর-অম্বর
তব সূর্যালোক, নাথ, তব রজনীর
চন্দ্র-তারা-নীহারিকা, তোমার সমীর
নবীন আশ্বাস ধীরে করুক সঞ্চার
মৌন-মূর্চ্ছাহত প্রাণে জাগুক আবার
বিস্মৃত-বিহ্বল ছন্দ, প্রণযেব কথা
প্রতিদিন যামিনীর আনন্দ বারতা,
সুখ-সাধ-আশা-প্রেম অভয়-বিশ্বাস
জাগুক আবার মোর আকাশ-বাতাস।

স্বপ্রকাশ

প্রসারিত নীলাকাশ হে নাথ তোমার
অপার প্রসন্ন দৃষ্টি গম্ভীর-উদার,
নিখিল ভুবনব্যাপী এই রবিকর
তোমারি স্নেহের হাস্য নির্মল-সুন্দর ;
আজি এই বসন্তের প্রথম মলয়
তোমারি নিশ্বাসপাতে পুণ্য-গন্ধময়!
বিচিত্র বনশ্রী এই শ্যামল-কোমল
হে সৌম্য-সুন্দর-কান্ত তব বক্ষতল
সুশীতল ছায়াপ্লুত, নিত্য-নিরন্তর
শোকের সান্ত্বনা নাথ জীবন-নির্ভর।

অন্তরতম

সর্ব-চরাচরে ব্যাপ্ত তুমি অন্তহীন
বিপুলা এ ধরিত্রীর ভূধর-বিপিন
সপ্ত মহাপারাবার, অসীম অম্বর
পরিপূর্ণ করি তুমি আছ নিরন্তর
জানি সে বারতা, তবুও হে মহীয়ান

সদা মনে হয় মোর, ত্যজি সর্বস্থান
নিত্য-সঙ্গোপন মোর অন্তর-নিভৃত
সেথায় অধিক কবি আছ বিরাজিত!

দেবদূত

তোমার সাম্রাজ্য হতে হে মহারাজন,
মঙ্গল-সংবাদ যবে করিয়া বহন
আসে তব রাজদূত নিভৃত অন্তরে
সে সংবাদ নাহি জানে অন্য কোনো নরে!
সহসা কেমনে তব আকাশে-পবনে
তব পত্র-পুষ্প-তৃণে তপন-কিরণে
চন্দ্রকরে, অরণ্যের মর্মর ভাষায়
সে বার্তা মুহূর্তে যেন বিস্তারিয়া যায়
দিক হতে দিগন্তরে চরাচরময় ;
তারা কি পেয়েছে নাথ তব পরিচয়
অধিক করিয়া, রহস্য তোমার তাই
তাহাদের কাছে কভু লুক্কায়িত নাই!
তাই যবে ভালোবাসে হৃদয় তোমারে
আপনি তোমারে খোঁজে বিশ্বের দুয়ারে!

চিন্ময়

বহুদিনে যে বেদনা অন্তর হইতে
মানবের স্নেহহস্ত পারেনি মুছিতে,
সে বেদনা, অকস্মাৎ দূরে চলে যায়
উষার আলোক হেরি, কুসুম ভুলায়
বহু নিরাশার কথা, দক্ষিণ পবন
নবীন ফাল্গুন দিনে করি আলিঙ্গন
সর্ব দেহ সর্ব মনে করে সঞ্চারিত
নূতন জীবনস্রোত, মেঘে আবরিত
স্নিগ্ধকান্ত সুগভীর শ্রাবণগগন

শ্রান্ত জীবনেরে করে আনন্দ-মগন
বিপুল আশ্বাসে ; তব অন্তহীন প্রাণ
জলে-স্থলে সর্ব বিশ্বে মোর মর্মস্থান
আছে পূর্ণ করি, তাই চরাচরময়
যে ভাব যখনি জাগে বোঝে তা হৃদয়!

অন্তরঙ্গ

সর্বাশ্রয়, রাত্রে যবে এ বিশ্বভুবন
ঘুমায় আরামে, আমি নিঃশব্দে তখন
আসি নাথ তব কাছে, কিরণ-সিঞ্চিত
অম্বর-ললাটে তব করি নিমজ্জিত
দুটি মুগ্ধ নেত্র মোর চাহি অনিমেষে ;
তোমারি মাটিতে নাথ তব পাদদেশে
এ শ্রান্ত ললাট রাখি পড়ে থাকি আমি,
সর্ব দেহে-মনে মোর হে জীবনস্বামী
অনুভব করি তব স্পর্শ-সান্ত্বনার,
মনে হয় যেন এই বিশাল ধরার
ত্যাগ করি সর্বভার, কত স্নেহভবে
একেলা আমারে শুধু আছ বক্ষে করে!

শুভদৃষ্টি

আজি এই পূর্ণিমার সম্পূর্ণ আলোকে,
কি স্নিগ্ধ কৌতুক-হাস্য দ্যুলোকে-ভূলোকে,
তরুলতা-তৃণ-গুল্ম কাননে-প্রান্তরে
কতনা ইঙ্গিত নব, কি আনন্দভরে
উৎসবের আয়োজন, উৎসব প্রাঙ্গণ
সমুজ্জ্বল করি নাথ একান্ত শোভন
নিত্য-কাল-বরণীয় তুমি এলে হেসে ;
পূর্ণ শুভ দর্শনের মঙ্গল নিমেষে
সঙ্কোচে আনত হল সলজ্জ নয়ন!
হল না দোঁহার নেত্রে সম্পূর্ণ মিলন।

অপূর্ব আনন্দ শুধু সর্ব দেহ ভরি
হল সঞ্চালিত, ব্যাকুল-বিহ্বল করি
কাঁপিতে লাগিল বক্ষ অধীর স্পন্দনে
কবে নিঃসঙ্কোচে নাথ সুপ্রশান্ত মনে
চাহিতে পারিব মুখে, কবে প্রেমময়
তোমারে একান্তভাবে লভিবে হৃদয়।

বরণ

নিত্য বরণীয় কান্ত, অম্বর প্রসর
তোমার ললাট আজি অধিক সুন্দর
তারাপুঞ্জ-কিরণ তিলকে, হে শোভন
সুগন্ধ উত্তরী তব বিশ্বের পবন
কাঁপিছে পুলকভরে, দাঁড়ায়েছ আজ
ব্রহ্মাণ্ড উজ্জ্বল করি হে হৃদয়রাজ,—
আমার বরণমালা, এ প্রেম আমার
সমর্পি দিলাম নাথ চরণে তোমার!
অগণ্য নক্ষত্রালোকে দিক্‌বধূগণ
করেছে মঙ্গলাচার পূর্বে সমাপন।

সম্প্রদান

আমার আঁখির পরে স্থির রাখ নাথ
তোমার সুন্দর আঁখি, এ অভিসম্পাত
সঙ্গীহীন নির্জনতা দাও দূর করি
তব প্রেম-দৃষ্টিপাতে, দেহ তুমি ভরি
এ শূন্য হৃদয় মম স্মৃতির সঞ্চয়ে
তাহা হলে আজ হতে এ বিশ্ব-নিলয়ে
রব সেই সঙ্গসুখে, যেথা যাব আমি
তোমারি প্রণয়লেখা হে জীবনস্বামী
জাগি রবে নয়ন সম্মুখে, হে সুন্দর
তুমি যদি থাক চিত্ত ভরি নিরন্তর

তাহা হলে আজিকার শূন্য-সঙ্গীহীন
মরুসম বসুন্ধরা, হবে নিশিদিন
পরিপূর্ণ শোভাসুখে, বন্ধু-প্রিয়জনে
নিত্য-নব-উৎসবের শুভ আয়োজনে!

অপরিতৃপ্ত

আজিও তোমার প্রেমে মুগ্ধ আমি নাথ,
চাহি নিত্য-রাত্রিদিন থাকি সাথ-সাথ,
পান করি আঁখি হতে আনন্দ-অমৃত
প্রত্যেক নিমেষ ভরি, করি সঞ্চারিত
অপূর্ব বিদ্যুৎবেগে অজস্র ধারায়
উদ্বেলিত সুখস্রোত শিরায়-শিরায়
মোর সর্ব দেহ-মনে তোমার পরশে ;
এই তো ক্ষণিক নব-মিলন-হরষে
পূর্ণ হইয়াছে নাথ অন্তর আমার,
এখনি আমারে তুমি হায় বারম্বার
বোল না চলিয়া যেতে জনতার মাঝে
এ বিপুল সংসারের নিত্য-নব-কাজে!
পরিতৃপ্ত হলে মন তব বিশ্বে পশি
আপনি সাধিব কাজ প্রেমে মহিয়সী!

প্রত্যাদেশ

তবু যাব, এই যদি তোমার আদেশ
রব দূরে কর্ম-মাঝে, প্রত্যেক নিমেষ
সহিব বিরহ তব, সাঙ্গ করি লয়ে
সারা দিবসের কাজ পশিব আলয়ে,
বহি সে পূজার ডালি রাখিব চরণে।
নিস্তব্ধ নিশীথে যবে অনন্ত গগনে
জাগিবে অগণ্য তারা অনিমেষ-আঁখি,
আমি তাহাদের সনে জাগিব একাকী
সারারাত্রি ত্বরাহীন তোমার সেবায় ;

আর তো হবে না যেতে বধূ যথা যায়
নিশাভোরে গৃহকাজে কাতর হৃদয়ে
সুখ-নিশীথের শুধু স্মৃতি প্রাণে লয়ে।
হে দুর্লভ, নিত্যকাল জানি আপনারে
সে বিরহ শেষে তুমি দিবে গো আমারে!

ব্যাকুলতা

তুমি মোরে কি দিয়েছ কাজ, প্রাণতম?
যাব লাগি প্রতিদিন মনে হয় মম
নিতান্ত নিষ্ফল, কোন আরাধনা লাগি
রাত্রিদিন হৃদয়েতে ব্যথা থাকে জাগি
অবিরাম, নিত্য আমি নম্র-নিষ্ঠাভরে
করি প্রতিদিবসের কাজ, অকাতরে
সহে যাই, সব ব্যথা সকল নিরাশা,
একান্ত সাধন-ধন স্নেহ-ভালোবাসা
তাও তো চাহি না আর, তবু এ অন্তরে
কোনো শান্তি নাই, আরতির শঙ্খ-স্বরে
প্রতি সন্ধ্যা চরাচরে করিছে জ্ঞাপন
দিবসের শান্তিপূর্ণ পূজা সমাপন!
আমি শুধু শান্তিহীন কাতর হৃদয়ে
দিন মোর বৃথা গেল বলি ভয়ে-ভয়ে!

প্রতীক্ষা

তোমার পূজার লাগি কেমন করিয়া
কি করিব আয়োজন, কোন ধন হতে
তোমারে হৃদয়নাথ রেখেছি বঞ্চিয়া
তাই নিত্য ভয়ে মরি, তাই কোনোমতে
ব্যাকুল হৃদয় মোর শান্তি নাহি মানে,
দ্বিধাহীন বাণী নাথ উৎসুক পরানে
আপনি জাগায়ে তোল, সর্বস্ব আমার

চন্দন-কুসুম মোর নৈবেদ্য-সম্ভার
প্রীতি মোর স্মৃতি মোর সঙ্কল্প-স্বপন
মহানন্দে পদপ্রান্তে করিব অর্পণ।
দৃষ্টি দাও আঁখি 'পরে নূতন আলোকে,
নূতন জীবন-বল করহ সঞ্চার,
আদেশ-সঙ্কেত হেরি দ্যুলোক-ভূলোকে
আনন্দে অনন্ত পথে চলিব আবার!

চিরশূন্য

তোমার অসীম শূন্যে জাগে গ্রহতারা,
সৌরভে-আনন্দে মুগ্ধ-মত্ত-দিশাহাবা
অঙ্গে বহি নিখিলের স্নেহ-আলিঙ্গন
ছুটে আসে উচ্ছ্বসিত অনন্ত পবন
মুহূর্ত বিরামহীন, তাই শূন্য তব
শূন্য নহে কভু ; সে যে নিত্য-অভিনব
আনন্দ-সাগর, আমি শুধু আছি নাথ
মহাশূন্যতায়, নিমেষ কিরণপাত
নাহিকো হেথায় কোনো ক্ষীণ আলোকের,
রুদ্ধ অন্ধকারে দ্যুলোকের-ভুলোকের
কোনো বার্তা নাহি, স্তব্ধ-অচেতন প্রাণ
ভুলিয়াছে সুখ-আশা স্মৃতি-সুখগান।

আকর্ষণ

কাড়িয়া লয়েছ মোর অলক্ত-অঞ্জন
রক্তিম অম্বর দীপ্ত কাঞ্চন-ভূষণ
কাড়িয়া লয়েছ মোর গর্ব যৌবনের
আনন্দে-বিস্ময়ে মুগ্ধ প্রিয় নয়নের
প্রসাদ-দর্শন, হায় লইয়াছ কাড়ি
চিরজীবনের সুখ, তবু সর্বহারী
এ প্রাণ তোমারি পানে ধায় বারম্বার
তোমারে না পেলে শান্তি নাহিকো আমার!

প্রেমিক

প্রেমের রাজত্ব তব হে মোর দেবতা!
শক্তিরাজ-দণ্ড তব করি উত্তোলন
করনি প্রচার তাই আপন ক্ষমতা,
তাই দাঁড়াইয়া আছ করুণ-নয়ন
একান্ত আর্তের এই সম্মুখে আসিয়া
রয়েছ প্রতীক্ষা করি ; তোমার আশ্রয়
আপনি মাগিবে যবে, বাহু পসারিয়া
তুলে লবে বক্ষে তারে দিবে বরাভয়!

চিরানন্দ

হে রাজন, এ সংসারে সুখ যারে বলে
তাহা তুমি দাওনি আমারে, দৃপ্ত বলে
কাড়িয়া লয়েছ তার সর্ব আয়োজন
মুহূর্তের মাঝে, তবু তো আমার মন
পার নাই অসুখী করিতে, আপনি সে
তোমার অসীম কান্ত নীলাম্বরে মিশে
তব চন্দ্র-সূর্যালোক, বসন্ত-পবন,
তব ছায়াপথপ্রান্তে গ্রহ অগণন,
সুন্দর ভুবন তব, অপার সাগর
নিত্য-অভিনব ঋতু ভূধর-নির্ঝর,
অন্তহীন সৌন্দর্যের সমুদ্র মন্থিয়া
আনন্দ সঞ্চয় করি এসেছে ফিরিয়া—
বহুদূর-তীর্থযাত্রী ভক্তের মতন
ফিরিল নির্মাল্য বহি—পরিপূর্ণ মন!

মিলন-মহিমা

মুহূর্ত-দর্শন তব হে প্রাণ-বল্লভ
অবারিত করি দেয় নিত্য-মহোৎসব
তপনের, পবনের, নভ-নীলিমার

অনন্ত দিগন্তস্পর্শী ধরণীসীমার,
পত্রপুষ্প-তৃণাঙ্কুর ফলের-শস্যের
পতঙ্গের, বিহঙ্গের, মেঘ-মৃদঙ্গের
বিশ্বপথে তীর্থ-যাত্রা মানব-সঙ্ঘের
নিত্য জয়-জয় ধ্বনি, উল্লাস-উচ্ছ্বাস,—
সে শুনে কেমনে সহে রুদ্ধ গৃহবাস
পুঞ্জীভূত অন্ধকার, বদ্ধ সমীরণ
দূষিত কলুষ, মুক্ত লুপ্ত কর আবরণ?
টানি লও হে দয়িত তব আলিঙ্গনে
নিখিল আনন্দলোকে অনন্ত ভুবনে!

কৃতজ্ঞতা

জনম-মুহূর্ত হতে বহু বর্ষ ধরি
যে-আনন্দ যে-করুণা করিয়াছ দান,
বিশ্বে তব বিশ্বনাথ মুগ্ধ-নেত্র ভরি
যে-সৌন্দর্য-সুধাধারা করিলাম পান
একটি জীবনে মম কি সাধ্য আমার
শুধিব সে মহাধনে? হে দীন-বৎসল
জন্ম তুমি দিও মোরে দিও বারম্বার
এই ধরণীর বক্ষে, যেথা উৎস জল
উৎসারিয়া অনুদিন আকাশের পানে
ঢালে পাদোদকধারা তোমার চরণে
যেথা ঋতুচয় নিয়ত ফিরিয়া আনে
বিচিত্র কুসুমে-ফলে নিখিল-ভুবনে
পূজার অঞ্জলি, নিত্য যেথায় বাতাস
অশ্রান্ত বন্দনাগানে পূরিছে আকাশ।

পরিচয়

তুমি যে সুন্দর তাহা দেখিনু নয়নে
নয়ন ভুলানো এই তোমার ভুবনে,
তুমি যে অসীম তাও জেনেছি হৃদয়ে

আপনার হৃদয়ের প্রেমের বিস্ময়ে ;
করুণা-সাগর হয়ে তবু ন্যায়বান
বুঝিলাম দেখি তব এ বিশ্ব মহান,
উচ্চনীচ ভালোমন্দ যেথা নির্বিচার
ভুঞ্জে অবারিত দান আলোক-আঁধার
জল-বায়ু-পুষ্পফল তব বনচ্ছায়া
নীলকান্ত আকাশের সীমাহীন মায়া,
জরা-মরণের চির অমোঘ বিধান
সম্রাট দরিদ্র 'পরে নিয়ত সমান!

ভিক্ষা

তুমি তো কৃপণ নহ, দেখি প্রতিদিন
লহ যার এক বিন্দু শোধ তার ঋণ
অবারিত প্লাবনের অজস্র ধারায়—
নিদাঘের শুষ্ক নদে দেও বরষায়
পূর্ণ করি কূলপ্লাবী সলিল-সম্ভারে
হেমন্তের নগ্নতরু পত্রপুষ্পভারে
নবীন-সুন্দর হয় বসন্ত-বিকাশে,
রবি অস্তমান যবে অনন্ত আকাশে
শোভে সমুজ্জ্বল আভা তারা অগণন—
সর্বস্ব সম্বল মম জীবনের ধন
নিয়ে গেছ, শূন্য করি সকল সংসার ;
বহুদিন হল গত হে নাথ তোমার
আজিও হল না দয়া, উৎসুক পরান
ভিক্ষা মাগে আজি তব মহা-প্রতিদান।

প্রার্থনা

কোথা তুমি জীবনের অনন্ত-নির্ভর,
আজিকে আশ্বাস দাও অন্তর ভরিয়া,
বল নাথ, ব্যথা-শ্রান্ত দু-দিনের পর
তুমি মেরে বক্ষ-মাঝে লইবে তুলিয়া।

যেদিন জীবন শেষে আসন্ন আঁধারে
লুপ্ত হবে ধীরে-ধীরে বিশ্ব-চরাচর,
অন্ধ নয়নের 'পর তব রশ্মিধারে
জাগিবে নবীন সৃষ্টি অসীম-সুন্দর ;
সেইদিন, অনাদৃত প্রেমখানি মম
যদি দিতে যাই হাতে সলজ্জ হৃদয়ে,
তাহ্‌লে কি হাসিমুখে হে অন্তরতম
কৃতার্থ করিবে মোরে তারে তুলে লয়ে?
সে যে নির্মাল্যের ফুল তাই মনে-মনে
বড় ভয় পাই তারে সঁপিতে চরণে!

চিরনির্ভর

তুমি এসেছিলে মোর বক্ষের মাঝারে
অতি ক্ষীণ সুকুমার নবনী-কোমল,
জীবন মন্থিত মোর স্তন্যসুধাধারে
লভিতে জীবন প্রতিদিন, নব বল
করিতে সঞ্চয় অঙ্গ প্রতি অঙ্গ ভরি ;
অসহায় দুর্বলতা কাতর-ক্রন্দন
অর্থহীন মধুহাস্য মহাশক্তি ধরি
আমারে নূতন করি করিল গঠন ;
আমার এ ক্ষুদ্র প্রাণ আকাশের মতো
ছাড়াইয়া ধরণীর সীমারেখা যত
গেল দূর-দূরান্তরে, অনন্ত আশ্রয়
জাগিল আমার মাঝে, বুঝিনু তখনি
কেমনে দুর্বল বিশ্ব নিতান্ত নির্ভয়
অসীমের পথ ধরি চলেছে আপনি!

পুণ্য ক্ষয়

তোমারে যে পেয়েছিনু দেবের প্রসাদ
জন্মান্তের পুণ্যফল, স্বর্গের সংবাদ,
সে পুণ্য হয়েছে ক্ষয় গিয়াছ চলিয়া,

ধরণীর ধূলি-মাঝে একেলা ফেলিয়া—
কোথা আলো, কোথা আশা নন্দন-সৌরভ?
মুহূর্তে মিলায়ে গেছে সকল গৌরব!

বিপন্ন

আমার অনন্ত ব্যথা ছাড়া পেতে চায়
অর্থহীন-অর্থভরা অজস্র ভাষায়!
তবুও যখনি কিছু বলিবারে যাই
অশ্রুজলে কোনো কথা খুঁজিয়া না পাই!

পাষাণ

এক বিন্দু অশ্রু যদি ফেলি কভু আমি
অমনি বন্যার মতো আসে দ্রুত নামি
অনন্ত শোকের মোর অবাধ প্লাবন
ভাঙিয়া ধৈর্যের বাঁধ ভাসাইয়া মন।
তাই আছি স্তব্ধ জড়পাষাণের মতো
প্রবল উৎসেব মুখ রুধিয়া নিয়ত!

সান্ত্বনা

আর রুধিব না তোরে রে অশ্রু আমার,
অবাধে নামিয়া আয়, সুপবিত্র-ধার
বিধাতার পাদ-ধৌত মন্দাকিনীসম ;
ভাসিয়া চলিয়া যাক সর্ব দর্প মম
স্বার্থ-শোক দুঃখ-জ্বালা ঐরাবতপ্রায়—
তীর্থ হোক এ জীবন তোমার কৃপায়!
স্পর্শে তব সঞ্জীবিত হউক আবার
বহুদিন প্রাণহীন যত চিন্তাভার!

নিরাশ্রয়

হে আমার ক্রীড়াশীল চঞ্চল-সুন্দর,
জীবনের একমাত্র আনন্দ-নির্ঝর
পার্শ্বে তব আছিলাম বিছাইয়া প্রাণ
নিদাঘের তাপ-শীর্ণ তৃণের সমান।
তোমারি অমৃত-স্পর্শ স্নেহের শীকরে
শুষ্কমূল উঠেছিল জীবনেতে ভরে ;
মাতা বসুমতী তাই স্নিগ্ধ বক্ষে তাঁর
গাঁথিয়াছিলেন ধীরে জীবন আমার!
তুমি গেছ, সে জীবন নিয়েছ হরিয়া,
শুষ্ক-শীর্ণ আছি পুন ধূলিতে পড়িয়া ;
চঞ্চল-উদাস বায়ু নির্বিচারভরে
যেথায় উড়ায়ে ফেলে, সেথা থাকি পড়ে!

চিরস্মৃতি

তোমারে সবার চেয়ে বেসেছিনু ভালো
তাই তোমাহীন আজো তব মুখ-আলো
এ বিশ্বেরে করিছে সুন্দর নেত্রে মম—
অস্তগত তপনের স্বর্ণরাগসম
সন্ধ্যার আকাশে, সুকুমার কান্তি যার
রাখে পরাভব করি মহা-অন্ধকার!

চিরগৌরব

যে গৌরব প্রাণাধিক দিয়েছ আমারে
'মা' বলিয়া ডাকি, সেকি ব্যর্থ একেবারে?
অকস্মাৎ বৈশাখের কাল-ঝটিকায়
নগ্নতরু ভ্রষ্ট পুষ্প-ফল, তবু হায়
ছায়া নাহি ছাড়ে তারে, তাপদগ্ধ-জন
খর রৌদ্রে কভু আসি লভয়ে শরণ!

হতভাগ্য

তুমি যতদিন ছিলে, আছিল জীবন
সুমঙ্গল একখানি গৃহের মতন!
সজ্জিত প্রভাত পুষ্পে সন্ধ্যা-দীপ-জ্বালা
প্রচ্ছায় প্রচ্ছন্ন, ধৌত আনন্দে নিরালা ;
আজ তাহা রাজপথ, বাধাবন্ধহীন
পড়ে আছে অবারিত ধূলিতে বিলীন ;
নাহিকো প্রতীক্ষা কারো, নাহি আয়োজন,
উৎসব-উদ্যোগ আজি সবি বিস্মরণ!

নির্বাণ

এত শিশুমুখ, এত স্নেহের বচন
এ রুদ্ধ হৃদয়দ্বার করে না মোচন,—
সেথায় পশে না আর কোনো হাসি-গান
কোনো আলো, কোনো ছায়া, সকলি নির্বাণ।

অপ্রত্যয়

এখনও হৃদয় মোর মানে না প্রত্যয়,
এমন বিশাল এই মহা-বিশ্বময়
খুঁজিয়া কোথাও আর পাব না তোমারে,
এবারের মতো সব ব্যর্থ একেবারে!
ছুটিয়া চলেছি তাই পাগলের-প্রায়
নিত্য নব-নব দেশে ব্যাকুল আশায়,
অকস্মাৎ কোনোদিন যদি কভু আসি
"মা" বলে জড়ায়ে ধরো সর্ব দুঃখ নাশি!

শুভদৃষ্টি

যেদিন রে প্রাণাধিক বাছনি আমার,
নবীন উন্মুক্ত দুটি নয়ন তোমার

আমার নয়নে রাখি উঠেছিলে হাসি
নব-পরিচয়ে, সর্ব অকল্যাণ নাশি
অপূর্ব আনন্দলোকে সেদিন প্রথম
জীবনের শুভদৃষ্টি, সার্থক জনম!

নূতন সৃষ্টি

দুঃখ দেবতার দান, তার যত ব্যথা
দীর্ঘশ্বাস-অশ্রুজল আর্ত-কাতরতা
লুকায়ে রেখেছি তাই তাঁহারি কারণে,
আঁধার মনের মাঝে অতি সঙ্গোপনে।
সেই অন্ধকার-মাঝে আছি আশা ধরে
তাঁহারি নয়নজ্যোতি কিছুকাল পরে·
আমারে নূতন করি করিবে সৃজন,
মহাপ্রলয়ের শেষে পৃথ্বীর মতন!

চিরস্মৃতি

হায় চলে গেলে তুমি, জাগিবে স্মরণে
তোমার করুণ স্মৃতি—সন্ধ্যার গগনে
গাঢ় রক্তরাগ সান্ধ্য তারকার মতো—
রজনীর অন্ধকার ঘনাইবে যত
আচ্ছন্ন ছায়ার মাঝে নিঃশব্দে-নীরবে
দণ্ডে-দণ্ডে দীপ্তি তার সমুজ্জ্বল হবে।

অনুযোগ

হে ধরণী সর্বংসহা জননী সবার
কত বহিতেছ তুমি সুদুর্বহ ভার
পাপ-তাপ-লাঞ্ছনা-প্রমাদ-নির্যাতন
অভ্রভেদী শৈলশ্রেণী নিবিড় কানন

তরঙ্গ-গর্জনমত্ত সাগর দুর্বার—
নিষ্কলঙ্ক-নির্দোষ-সুন্দর-সুকুমার
কিশোর বালক, হায় শুধু সহিল না
তারি ভার তোরে, তাই অধীর উন্মনা
একান্ত দুরন্ত ঝড়ে খসাইয়া তায়
মুহূর্তেকে নিরুদ্দেশ ফেলিলে কোথায়।

সাধনা

বক্ষে তব বক্ষ দিয়ে শুয়ে আছি আমি
হে ধরিত্রী জীবধাত্রী, নিত্য-দিনযামি
মাতৃহৃদয়ের মোর ব্যাকুল স্পন্দন
প্রবাসী সন্তান-লাগি, নিয়ত ক্রন্দন
তারি লুপ্ত স্পর্শতরে, করি দাও লয়
বিপুল বক্ষের তব মহাশব্দময়
অনন্ত স্পন্দন-মাঝে, শিখাও আমায়
সে পুণ্য-রহস্যমন্ত্র যার মহিমায়
প্রত্যেক নিমেষে সহি বিয়োগ-বেদন
লক্ষ-কোটি সন্তানের, প্রশান্ত বদন
তবু ফুটাতেছ ফুল, জ্বালিছ আলোক
উজলিয়া রাত্রিদিন, দ্যুলোক-ভূলোক।

চিরজন্মহীন

আর জন্মিবে না তুমি মানবের ঘরে,
আর কারে মা বলিয়া সুধা-কণ্ঠস্বরে
ডাকিবে না, ধন্য করি নারীজন্ম তাব,
কচি-কিশলয়-রাঙা অধরে তোমার
আনন্দ নিমীলনেত্রে করি স্তন পান
অপূর্ব পুলকসুখ করিবে না দান
আর কোনো নারীবক্ষে, কচি মুষ্টিখানি
সুগোল কাপোলে রাখি আধস্ফুট বাণী
অমিয় কাকলিভরে কহি বারম্বার

চাহিবে না কারো মুখে, ঘুমাবে না আর
কারো বক্ষে মাথা রাখি নিতান্ত নির্ভয়
তুমি রবে শুধু মম স্মৃতি-মধুময়!
যে সুখ আমারে দিলে যে দুঃখ আবার
জন্ম-জন্ম রহিবে তা কেবলি আমার।

নবজীবন

দুঃখ মোর আছে বলে কৃপাপাত্র দীন
কোরনাকো মনে, যখন ফুরায় দিন
নিবে আসে আলো, সূর্য যান অস্তাচলে
লুপ্ত করি অর্ধবিশ্ব তিমিরের তলে—
সেই মুহূর্তেই পুন অদৃশ্যে-সুদূরে
শব্দহীন আয়োজনে অন্য অর্ধ জুড়ে
নব-প্রভাতের নব-মঙ্গল-কিরণ
আনন্দে উজ্জ্বল করে আঁধার গগন!
নিবেছে সকল আলো বিশ্ব অন্ধকার
নির্জন-উদাস, শুধু অন্তরে আমার
করিতেছি অনুভব জাগিছে মিহির
রশ্মি যার উজলিবে অন্তর-বাহির।

বর্ষশেষ

গেল বর্ষ গেল পুরাতন!
হিমবায়ু তিরোধান স্বপ্নসম অবসান
বসন্তের সুখের স্বপন,
রাঙায়ে ধরণীতল ঝরিল অশোকদল
হোরিখেলা হল সমাপন!
ফুটায়ে আমের গুটি মুকুল পড়িল লুটি,
মধু তার সার্থক জীবন।

অস্ত গেল বর্ষ পুরাতন,
চৈতালী শস্যের ভার ক্ষীণপ্রাণ সুকুমার
গোধূলির কিরণ যেমন,
ধরার বুকের 'পরে আজিকে লুটায়ে পড়ে
বিছাইল বিরাম-শয়ন,
শূন্য মাঠ শস্যহীন সুদূর দিগন্তে লীন
ঝঞ্ঝাশেষে সিন্ধুর মতন!

যাবে বর্ষ, আসিবে নূতন,
দীক্ষার আদেশ দিয়ে চলিল বিদায় নিয়ে
চৈত্র-শেষ সন্ধ্যার তপন,
শশ্মসানে বাজে ঢাক, বলে আজি পড়ে থাক
ক্ষণিকের তুচ্ছ আয়োজন!
সর্বত্যাগী মহেশ্বর বিষাণে পূরিয়া স্বর
ডাক আজি দেন ঘন-ঘন!

বসুন্ধরা করি যোগাসন,
বসিতে হইবে ধ্যানে, রুদ্ধ করি দু-নয়ানে
উন্মীলিয়া ললাট-নয়ন,

আলোক-আলোক বলে   কমল ফুটিবে জলে,
ফলে হবে অমৃত-সিঞ্চন,
দূরতর-দিগন্তরে   দেখা দিবে স্তরে-স্তরে,
নব মেঘে নবীন জীবন।

নববর্ষ

হে নূতন বর্ষ, তুমি যূথিকার কোরকেরপ্রায়
কোন সুকুমার সুখ, সঙ্গোপন-নিরুদ্ধ-হিয়ায়
রাখিয়াছ নাহি জানি, দিগন্তের দূরান্ত সীমায়
অভিনব জলদ-সঞ্চারসম কোন ঝটিকায়,
কোন বজ্র-বিদ্যুৎ দহন, কোন দুরন্ত বর্ষণ
গম্ভীর নিঃশব্দ হৃদে অন্ধকারে করিছ পোষণ
নাহি জানি। তবু এসো হে অজ্ঞাত, হে রুদ্র ভীষণ,
এসো দেবতার দূত, সমাদরে তোমার আসন
পাতিয়াছি হৃদয়মন্দিরে, আজিকে উন্মুক্ত দ্বার,
মঙ্গল রচনা-মালা কিশলয় আশার সম্ভার,
স্মৃতি-ধূপে সুধাগন্ধ, আলিম্পন মুগ্ধ বাসনার,
শোভে পূর্ণোদক ঘট অভিষেক আনন্দ-আধার!
অতিথি প্রসন্ন হও, শুভদৃষ্টি তোমার নয়নে,
সুদূর-অতীত-সুখ ফিরাইয়া আনুক জীবনে।

কালবৈশাখী

নটরাজ, সাজিলে কি তাণ্ডব-নর্তনে?
আন্দোলিয়া দ্রুমদল, গম্ভীর গর্জনে
বাজাইয়া প্রলয়-পিনাক ঝটিকার?
ওড়ে ধূলি, ঘোরে পত্র ; ছিন্ন-লতিকার
প্রাণপণ আগ্রহের একান্ত বন্ধন ;
জ্বালামুখী বিদ্যুতের অসহ্য দহন,

পাংশু পুঞ্জীভূত মেঘে আচ্ছন্ন অম্বর!
ভয়ার্ত বসুধাবক্ষে কাঁপিছে ভূধর ॥
উঠিতেছে-পড়িতেছে উত্তাল স্পন্দনে
সিন্ধুবক্ষে লক্ষ ঊর্মি ব্যাকুল ক্রন্দনে
তোমার চরণ বেষ্টি ভুজঙ্গের মতো!
উদ্যত অশ্বত্থ-শাখা জটা-সমুদ্ধত,
জাগিছে ঈশানকোণে রক্ত ভয়ঙ্কর
তোমার ললাটদীপ্তি ওগো দিগম্বর!

বিজয়ী

আজিকে হৃদয় পুন এসেছে ফিরিয়া বক্ষে মম
সগৌরবে, বিশ্বজয়ী অশ্বমেধ তুরঙ্গমসম
জয়পত্র ললাটে বাঁধিয়া, আজ সাধ্য নাহি আর
বাঁধিয়া রাখিতে তারে সঙ্কীর্ণ এ অঙ্গনে আমার
কোনমতে, যে পেয়েছে আত্মবিজয়ের মহানন্দ
অমৃতের আস্বাদন, নির্মুক্ত সে, কোনো বাধাবন্ধ
নাহি রহে কোথাও তাহার, সে যে পবনের মতো
বিশ্ববন্ধু, সিন্ধুর মতন দৃপ্ত উদ্যোগী নিয়ত,
নির্মল-আলোকপ্রায় প্রসারিত গগনে-ভুবনে
অসীম আকাশসম পরিব্যাপ্ত অনন্ত জীবন।

অবাধ

ভালোবাসি খুলে দিতে দ্বার,
আবাহন করিতে আদরে
প্রভাতের আলোক অপার,
সমীরণে পুষ্প-গন্ধভার ;
নিখিলের ঘরে-ঘরে, সারা দিবসের তরে
ঘুম-ভাঙা হৃদয়ের চেতনা-সঞ্চার,
ভালোবাসি অবারিত দ্বার!
ভালোবাসি হৃদয়-উদার,
বাধাহীন যে পথে নিয়ত

স্পর্শ আসে বিশ্ব-দেবতার,
নিশিদিন যেথা অনিবার
মানবের দুঃখ-ব্যথা সুখ-আশা আকুলতা
সহজে খুঁজিয়া পায় স্নেহ-অধিকার,
সমদৃষ্টি ব্যাপ্ত মমতার।

অপার্থিব

কালো মেঘে হানিয়া বিজুলি,
কে তুমি চলিয়া যাও পরান আকুলি?
ওগো মোর আকাশের আলো,
তোমারি লাগিয়া হায় বিশ্ব হল কালো ;
অগ্নিহোত্র নিশিদিন জ্বলিতেছে শ্রান্তিহীন
হায়, আমি তাও গেছি ভুলি,
তোমা লাগি সুদুর্লভ ক্ষণিক বিজলি!

ওগো মোর স্বর্গ-পারিজাত!
ত্রিদিব সৌরভবার্তা দিলে অকস্মাৎ!
শ্যামল নিকুঞ্জে বসুধার
শত পুষ্প নিশিদিন ফোটে অনিবার!
বকুল-যূথিকা-বেলা-ভূচম্পক সারাবেলা
ঢালিতেছে সুরভি-প্রপাত,
ব্যর্থ সব, তোমা লাগি স্বর্গ-পারিজাত!

প্রেম

ওরে প্রেম, ওরে সঙ্গোপন,
অগাধ সাগর-জলে কোথায় আছিস ফলে
শুক্তি মাঝে মুক্তার মতন
দরিদ্রের আশাতীত ধন!

শুভ লগ্নে দুর্লভ নিমেষে,
দূরতম স্বর্গ ছাড়ি স্বাতীর অমৃতবারি

অশ্রুর সমুদ্রে পড় এসে,
অতুলন সৌন্দর্যের বেশে।

বিশ্বমাঝে ত্রিদিবের সার—
প্রাণপণ সাধনায় যে তোরে খুঁজিয়া পায়,
অতলের তল মিলে যার—
মর্ত-জন্ম সার্থক তাহার।

সুখ

ওরে সুখ, ওরে সুকুমার,
কচি-মুখে ক্ষণিকের খেলা দেয়ালার,
এই কান্না এই হাসি সজল শেফালিরাশি
নিমেষ পরশ-ভর সহেনাকো যার,
বুকে আলো টলমল শিশির উষার!
ওরে সুখ, ওরে অকারণ,
আঁধারে নয়ন মুদি দেবতাবরণ!
খুঁজিয়া কেহ না পায়, নাহি মিলে সাধনায়
হারালে তখন বুঝি কেমন রতন,
সঙ্গোপন কামচারী, স্বপ্ন-সম্মিলন!

সীতারাম

কনকে-শ্যামলে মিলন-মধুর
নবীন শরৎ-প্রাতে,
প্রবাসী রাঘব এলে কি ফিরিয়া
প্রেয়সী জানকী সাথে?

সোনার কিরণ ধরে না আকাশে
ছড়ায় ধরণীতলে,
শ্যামলের শেষ দেখা নাহি যায়
আঁখি যতদূর চলে!

হরিৎ ধান্যশীর্ষ আজিকে,
হিরণে ভরিয়া ওঠে ;
সরিষা ফুলের সোনার আঁচল
দিগন্ত পরশি লোটে !

ঘরে-ঘরে শুনি শুভ শঙ্খ বাজে
বাঁশি আগমনী গায়,
ধূপের স্নিগ্ধ পুণ্য-সুবাসে
ভুবন ভরিয়া যায় ॥

মহাভারতী

পুঁথিপত্র বন্ধু নাহি আজ সাথে
ভাবিয়াছি একবার,
পড়িব লিখন নীলাম্বরপাতে
পুরাবৃত্ত সমাচার !

শুনিব পবনে ভুবনবাহিনী
পুণ্য ভাগবৎ গান,
পড়িব পৃথ্বীর পুরাণ-কাহিনী
শ্যামশষ্পে দিনমান !

শুনিব ঝর্ঝর বাদল বর্ষণে
মেঘের মাদল রবে,
বজ্র-বিদ্যুৎ অস্ত্র ঘর্ষণে
করকাতাড়িত ভবে,

মহাভারতের সমর-উল্লাস
শ্রীহরির শঙ্খনাদ,
শরশয্যাপরে ভীষ্মের নিঃশ্বাস
অভিমন্যু পরমাদ !

ঋতু-পর্যায় জানাবে শোভায়
অবতার-জন্মকথা,

শ্যামের শ্যামল তনুর ছায়ায়
রাধিকা-মাধবীলতা!

রুদ্র-নিদাঘে রৌদ্র যবে জ্বলে
তীব্র পরশুর মতো,
পরশুরামের ব্রহ্মাতেজবলে
পৃথ্বী হবে পরাহত!

করুণাধারায় প্লাবিয়া ধরায়
বারি ঝরে বরষার,
করুণাআধার মনে পড়ে তাঁর
যিনি বুদ্ধ অবতার!

নির্মল-উদার শান্ত-সংযত
শরতের নীলাম্বর,
দেখাবে রামের তপস্বীর মতো
ত্যাগ-রিক্ত কলেবর!

কুয়াশা ঝাঁপিয়া আসিবে হিমানী
অশ্রুপ্লাবিত বুকে,
কৌরবজননী অন্ধরাজ-রানী
গান্ধারী আবৃত-মুখে!

স্তব্ধ সংগ্রাম সাঙ্গ অভিনয়,
জীর্ণ পত্র মরমরে,
মহাপ্রয়াণের জানাবে সময়
রাজ্যধন তুচ্ছ করে।

বর্ষাসন্ধ্যা

মেঘের দোলায় চলে মঘবান
গোধূলি লগনে বিয়ে,
ইন্দ্রধনুর চাঁদোয়া খাটান
অস্ত-কিরণ দিয়ে ;

বরুণের সাথে চলেছে পবন
বরের মিছিল নিয়ে,
হয়েছে মিতালি জন্ম-কলহ
সুখেতে ভুলিয়া গিয়ে!
আজি সুলগনে বসুধার সনে
দেব বাসবের বিয়ে!
রঙিন মেঘের নিশান উড়ায়ে
ছোটে দিকপাল-সবে!
বাজায়ে মাদল চলেছে জলদ
ঘন গুরু-গুরু রবে,
আতসবাজির তুবড়ি-খেলায়
বিজুলি-কাজল নভে,
দধীচির দান দীপক জ্বালায়ে
যাত্রা করেছে সবে,
বসুধার সনে বাসবের আজ
মিলন অমোঘ হবে!

ঝর-ঝর জলে বাজিছে ঝাঁঝর,
পবনে সানাই বাজে,
বনমর্ম্মর উর্মিসাগরে
তাল রাখে মাঝে-মাঝে,
হাতে লয়ে "ছিরি" অস্ত-ভানুর
সন্ধ্যা যে এয়ো সাজে,
দাঁড়াল মাথায় তারকা-প্রদীপ
দিকতোরণের মাঝে,
বসুধারানীর প্রাসাদ-দুয়ারে
শঙ্খ শতেক বাজে!

মেঘদোলা হতে নেমে আসে বর,
থামিল পতাকীদল,
উজল-অযুত আঁখি-তারকায়
শোভে মণ্ডপতল,
মাতৃকা-সবে শ্রীআচার করে
গ্রহদীপে সমুজল,
পবন-বরুণ দিল সরাইয়া
লাজবাস, ধারাজল,
মর্ত্য-অমরে শুভদৃষ্টি করে
সাক্ষী ত্রিদশ-দল।

মহাশ্বেতা

চন্দ্রশেখরে ধ্যান করি সদা
হৃদয় জ্যোৎস্নামাখা,
জগতের ছবি রজত-গিরির
শুক্ল কিরণে আঁকা ॥
হৃদয়ের আর বাহিরের আলো
শুভ্র করেছে দেহ,
শিব-সোহাগিনী সুরধুনী-ধারা
জীবনে ঢালিছে স্নেহ ॥
সুপ্তিমগন দীর্ঘ রজনী
জাগিয়া সুপ্তিহীন,
অতুল শান্তি, সঞ্চিত ধন
বক্ষ-মাঝারে লীন!
তপোবন-তরু মৃদু-মর্মর
বিহগ-কাকলিগীতি,
আজিকার দিনে সেদিনের সুর
জাগায়ে তুলিছে নিতি,
যে-রাগিণী কাঁপে বীণাতন্ত্রী-মাঝে
নিশার সমীরপ্রায়,
নিত্য প্রেমের বেদনা সে বহে
নিত্যকালের পায়।

মহাশ্বেতার প্রতীক্ষা

অমার আঁধারে জ্যোৎস্না-আলোকে
জাগিতেছি সেই উষার লাগি,
সঞ্জীবনী যার কিরণ-পরশে
পুণ্ডরীক মোর উঠিবে জাগি!
জাগ্রত দিবার জাগরণ-মাঝে
ধেয়ানে মুদিত আকুল আঁখি,
সমাধি-বধির শ্রবণে আমার,
পশে না কি গাহে দিবসে পাখি,
স্বপন-নিশায় জাগরণ মম,
অনাদিকালের তারকা-সাথে,

চির-অনির্বাণ প্রেমের লিখন,
লিখিছে যাহারা অনন্তপাতে,
যারা জানে সীমা অস্ত-তপনের,
উদয়-লগন কখন আসে,
নিখিল আকুল পরিমল লয়ে
মুদ্রিত কমল জাগিয়া হাসে!
তাই একাকিনী নিশীথ তিমিরে
তারকার সনে মিলায়ে আঁখি,
নব-চেতনার আগমনী-আলো
দেখিব আশায় জাগিয়া থাকি।

অকৃতজ্ঞ

বক্ষ চিরে রত্ন লই, পয়োনিধি মন্থন করিয়া
শুক্তি হতে মুক্তা আনি কেড়ে, লৌহফালে বিদারিয়া
সুকোমল শ্যামতনু তব, হেলায় হরিয়া লই
অন্ন-পান ক্ষুধা-পিপাসার, জননী করুণাময়ি,
তোরি বক্ষে যত্নভরে চাপাইয়া পাষাণের ভার,
হর্ম্য-গৃহ-রঙ্গালয়, অভ্রভেদী দেবতার পূজাব
মন্দির নির্মাণ করি, ছিঁড়িয়া বাসকসজ্জা তব
হাসিয়া রচনা করি বসন্তের পুষ্পে অভিনব
প্রণয়ের সুকুমার বাসর-শয়ন, নিশিদিন
তবু হায় ধেয়ে চলে যায় প্রাণ দূর-সীমাহীন
অই আকাশের পানে, পাখি যেথা পাখা মেলি ধায়

কেশবের শ্যাম-চরণ বাহিয়া
গঙ্গা যেন গো ঝরে,
বিস্তারি জটা ব্যোমকেশ তারে
হরষে মাথায় ধরে!

কলুষমোচন বরাভয় তার
শুভ্র-কোমল করে,
কঙ্কাল-কায় ভস্ম-ধুলায়
চিরসুন্দর করে।

জ্যোৎস্নায়

জ্যোৎস্না-যামিনী ধরণীতে আজ অমিয়া প্লাবন করে,
ঘুমভাঙা মোর পরান-শিশুরে রাখিতে নারিনু ঘরে!
দিব্য-আলোকে ধৌত নয়ন আজি তার অনিমেষ
অমরাবতীরে দেখেছে সে যেন, মর্ত্য-নিশার শেষ ;
দেখেছে নয়নে অলকানন্দার চির-আনন্দধারা,
পরশে যাহার নিমেষে জীবন সকল পিপাসাহারা।

সুদূর

কত না যামিনী তোমারি লাগিয়া
চোখে ঘুম নাই মোর,
শূন্য-শয়নে একাকী জাগিয়া
ঝরে নয়নের লোর ॥

দয়িত সুদূর, ছাড়ি পরবাস,
এসো এ বুকের কাছে,
সহজে যেমন অতনু-বাতাস,
জীবন জড়ায়ে আছে!

উত্তরী হয়ে চাঁদের কিরণে,
ঘেরিয়াছে ধরণীরে ;
অমনি অমল মৃদু-পরশনে,
আমারে লহ গো ঘিরে ॥

উৎকণ্ঠিতা

মনে হয় শুনি চরণ-শব্দ
অই বুঝি শ্যাম আসে?
সে বরতনুর অগরু গন্ধ
অতনু-মলয়ে ভাসে!

ওলো দে তুলিয়া মাথার উপরে
সুনীল আঁচল মোর,
অলকে মালতী, বাহুতে কাঁকন,
গলায় ফুলের ডোর,
কটিতে মেখলা করিয়া পরা গো
অপরাজিতার হার,
ব্যর্থ নহে এ সাধনা আমার
জানিয়াছি এইবার!

ওই শোনা যায় মরমর গান
মাধব আসিছে জানি,
ওঠে শিহরিয়া দূর্বা-কোমল
তরুণ উরসখানি,
চূত শাখা হতে পীত উত্তরী
লুটায়ে পড়িছে ভূমে

গুঞ্জরি কথা কহিছে মধুপ—
পুষ্প-অধর চুমে,
কুঞ্জ-তোরণে বাঁধ আজি তোরা
রাঙা অশোকের ফুল,
সারিকা আমার সাড়া পেয়ে তায়
হরষে পুলকাকুল!

অই দেখা যায় মুরতি তাহার
নয়নে পড়িছে ছায়া,
এ নহে সুদূর নীলিমার লেখা
এ নহে স্বপন-মায়া!

কায়া নিয়ে আজ এসেছে দয়িত
এসেছে বড় সে কাছে,
অধর হইতে বাঁশরী নামায়ে
হাসিয়া চাহিয়া আছে!
কুঞ্জ-দুয়ার খুলে দে, খুলে দে,
অঞ্জলি দিব পায়ে,
আলোকে নয়ন ভরিয়া দেখিব
যে ছিল পরানছায়ে।

কলহান্তরিতা (বর্ষাপ্রভাত)

ছড়ায়ে কবরী এলায়ে অঙ্গ
আঁচলে আবরি সজল মুখ,
এ কোন লক্ষ্মী আকাশে শয়ান
আজি সাগরের ত্যজিয়া বুক?

সুন্দর-শ্যাম লুটায়ে পড়েছে
আজিকে তাহারে চরণে ধরে,
নিখিলের চির-সাধনার ধন
মিলনের লাগি মিনতি করে।

মাথার উপরে অনন্ত যাঁর
অযুত ফণার ছত্র ধরে,
কুণ্ঠিত আজ সে রাজমহিমা
লুণ্ঠিত হায় অবনী 'পরে!

বিরহিণী (নিদাঘ)

কৃশ কায়া, যেন ছায়া, ভূতলে শয়ান ;
রুক্ষ কেশ শুষ্ক বেশ তৃষিত নয়ান,
অঙ্গরাগ অনুরাগ চিত্তে নাহি আর
সঙ্গোপনে তপ্তবনে ঝরে পুষ্পভার,
সুপ্তিহীন নেত্র দীন নাহিকো কজ্জল,
অগ্নিঢালা দীপ্তিজ্বালা আকাশ পিঙ্গল!
কেশভার বদ্ধ তার একবেণী-ধরা,
লুপ্ত ছায়া মেঘমায়া, উষ্ণ বসুন্ধরা।
উর্ধ্বনেত্র, অহোরাত্র ব্যগ্র দরশন,
চাতকের, পথিকের ভিক্ষা, বরিষণ,
শূন্যে হায় অসহায় মনোরথ চলে,
কোথা তারা পথহারা বায়ুবেগবলে!
প্রিয়-আশে স্বীয় পাশে নাহি রহে মন,
ধরণীর সিন্ধুনীর পরশে গগন!
বাতায়ন ছাড়ি মন সিংহদ্বারে ধায়

অনিবার দূতাকর আসে পূর্ব-বায়?
ধূসরিত বিলম্বিত উত্তরীয় তার,
ছায়াদান করি মান রাখে বসুধার,
দিগন্তে অনন্তে বাজে সুদূর দুন্দুভি
আকস্মিক মাঙ্গলিক উষার সুরভি।
প্রতীক্ষায় তিতিক্ষায় কাটিল বিরহ
জীবনের মিলনের এল সমারোহ!
ঝরঝর মরমর কলকল তান,

গঙ্গা

(মির্জাপুর)

জটার সোহাগচ্যুত বিষণ্ণ জাহ্নবী
চলে ধীরে শ্লথ-তনু, নাহি আজি আর
ঊর্মি-উচ্ছ্বসিত ক্ষিপ্র ফেনশুভ্র ছবি,
মুখর কল্লোল-গাথা হাস্য-পারাবার
আজি ম্লান-গঙ্গাজলী শাড়িখানি তার
গৈরিকে রঞ্জিত, শুধু দু-সন্ধ্যায় রবি
রক্ত-রুদ্র নামাবলী পরায় দুবার
আহ্নিকের বেলা, বসুধার বন্দী কবি
সমীরণ, তারি স্তুতি গাহে অনিবার।
ধৈর্য ধর চল দেবি, সঙ্গমের পথে
শুভ্র বেলাভূমে দেহ করিয়া বিস্তার
দিক্‌বাস, নীল কণ্ঠ, ক্ষুব্ধ বক্ষ হতে,
ভাসায়ে ভুজঙ্গ-ভূষা, মহেশ তোমার
পথ চাহি যেথা দিন যাপে কোনোমতে!

সমুদ্রের প্রতি

তোমারে মন্থন করি কি মিলিবে আজ
লবণাম্বু নিধি? শুধু ভাবিতেছি তাই,
লক্ষ্মী গেছে, চন্দ্র নাই, সর্ব পুষ্প-লাজ

মন্দার নন্দন-বনে, উচ্চে কোন ঠাঁই
উচ্চৈঃশ্রবা নিরুদ্দেশ, দিগন্তে বিলীন
ঐরাবত, ধন্বন্তরী সুধাপাত্র নিয়ে
অন্তর্ধান সে কোন সুদূর লোকে, ক্ষীণ
প্রতিধ্বনি, মানবের বেদনা বহিয়ে
পশে না যেথায়, ইন্দুনিভ শঙ্খ, তাও
বৈকুণ্ঠে প্রবাসী, হায় উর্বশীর খেদে
আক্ষেপে আপনি পৃথ্বী ভাঙিবারে চাও!
মন্থন সার্থক মানি, একবার সেধে
নিয়ে এসে যদি, মুক্তাময়ী বারুণীরে
মিশায়ে লইতে পারি জীবনের নীরে!

উদ্বোধন

সমুদ্রের প্রত্যাখ্যাত শঙ্খের মতন
পড়ে আছি তীরে,
নিতান্ত নীরব গীতি মুদ্রিত জীবন
বহিতেছি ধীরে।
সঙ্গীতের অন্তহীন-সিন্ধুতল হতে
আসিয়াছি আমি,
সে অনন্ত-ছন্দোগাথা মোর মর্মপথে
বাজে দিনযামী!
এসো যোদ্ধা এসো মোর নির্ভয়-প্রণয়ী
দুই হাতে ধরে,
মূক-চিত্তে তূর্যনাদ দৃপ্ত বিশ্ব-জয়ী
দাও তুমি ভরে,
জাগিয়া বিস্ময়ভরে, জাগাই আমার
স্তম্ভিত সংগীত
প্রত্যেক জীবনকণা ভুলি তন্দ্রাভার
আনন্দ-স্পন্দিত
উদার একাগ্র কণ্ঠে করুক প্রচার,
অতলের সামগান গভীর-অপার!

প্রোষিতভর্তৃকা

নিদ্রা নাই নিদ্রা নাই নয়নে আমার
হে প্রবাসী তোমা লাগি, হায় অচেনার
বেদনা জনমে পরিচিত গৃহদ্বারে,
বাতায়ন আশঙ্কায় কাঁপে বারে-বারে,
কেঁদে ওঠে সৌধ-ছাদ, নিভৃত পিঞ্জরে
জাগে পিক ভগ্ন-তন্দ্রা-বিজড়িত স্বরে
ভুলিয়া কাকলি-গাথা, কি গাহে প্রলাপ!
নিঃশব্দ প্রাঙ্গণে ডরি কার অভিশাপ
চঞ্চলা হরিণী, অন্ধকার করি দূর
খণ্ড কৃষ্ণপক্ষ চাঁদ বিরহ-বিধুর
আসে ক্ষীণ যক্ষের মতন, স্বপ্নে কার
ভগ্নতট পঞ্জরের মাঝে একবার
গঙ্গা হাসে ম্লান হাসি, প্রিয় সে কোথায়
নিরুদ্দেশ বহুদূর কোন্ অজানায়?

মধুমিলন

পূর্ণাতিথি আজি, নির্বাসন অবসান
চন্দ্রোজ্জ্বল-নীলাম্বরে সোনার বিমান
চলে অলকার পথে, প্রশান্ত আকাশ,
আবেগচঞ্চল গঙ্গা অধীর-বাতাস!
গেছে জাগরণে বহু তিমির-শর্বরী
ব্যর্থ কত কোজাগর-শুক্লা-বিভাবরী
কত বসন্তের সন্ধ্যা শারদ-প্রভাত,
দীপ্ত মধ্যাহ্নের কত আলোকপ্রপাত
নিস্তব্ধ নিদাঘে, হায় শূন্য পথ চাহি
বিদ্যুৎ-বেদনা বক্ষে, অশ্রুজল বাহি
কত বর্ষা হয়েছে নিষ্ফল, ম্লান-দীন
হতেছিল ধ্রুব-দীপ্তি জ্বলি বহুদিন!
লগ্ন শুভ সম্মিলন চিত্রা-চন্দ্রমার,
পুষ্পাকীর্ণ ছায়াপথে মাধব আবার!

হরশিঙার

(শিউলি)

শিবের শুভ্র দেহের মাধুরী
গৌরী অধর অশোক-লাল,
মিশায়ে সে কোন নিপুণ চাতুরী
বিরচিল তোরে হর-শিঙার!
তাই তোরে দিয়ে গাঁথি না মালিকা
তুলে নাহি দেই কাহারো গলে,
দেবতার লাগি শারদ-উষায়
অঞ্জলি শুধু নয়নজলে!

কর্ণ

(১)

মাতৃবক্ষ-পরিত্যক্ত অভাগা সন্তান
হায় কর্ণ! শৌর্য-রাজ্য-যশো-ধনমান
কিছুতে ছিল না তৃপ্তি বিরহ-বিধুর
তব শূন্য হৃদয়ের, হাহাকার দূর
হয় নাই কোনো দিন, হায় অভাজন
মাতৃস্তন্যপীযূষ-বঞ্চিত, অনুক্ষণ
তৃষাতুর বক্ষে তব তাই ঈর্ষানল
জ্বালিয়াছে দীপ্ত বহ্নিশিখা অচঞ্চল
মরু-মরীচিকাসম, অব্যর্থ সন্ধান
তাই ব্যূহমুখে তব হিংসাক্ষিপ্ত বাণ
অভিমন্যু-হৃদয়ের তরুণ রুধির
পিতামহ গঙ্গাসুতে, উদ্যত স্বাধীন
ন্যায়বাক্যে বাজাইলে প্রলয়-বিষাণ ;
দক্ষ-যজ্ঞ-নাশকারী ধূর্জটি-সমান!
অনিলের মতো, তব আত্মবিস্মরণ—
মাতা-ভ্রাতা যত্নে সেবি তৃপ্ত আমরণ।

বাসক-সজ্জা

শিরীষে নতুন পাতা সবুজ-সবুজ,
নরম গোলাপি ফুল দুলিছে সেথায়,
ছুঁইতে মাটির বুক আরক্ত-অবুঝ
বলরাম-চূড়া শুধু ঝরে পড়ে যায়!

দুলালী দোলনচাঁপা কি তার সোহাগ,
কোনোখানে পাতা নেই খালি ফুলে-ফুল,
হেরিয়া ব্যাকুল তার ক্ষেপা অনুরাগ
হাসিয়া আকুল রাঙা গোলাপ-পারুল!

সুনীল অপরাজিতা সে যে অতুলন,
কে কবে মানাতে তারে পারিয়াছে হার,
সমানে বরষ ভরে ফুটেছে যখন
আকাশের মতো রাখি বরন-বাহার!

বসন্তের সাড়া পেয়ে আসেনি ছুটিয়া
সে ছিল শীতের দিনে কুসুম পূজার,
বরষার তীক্ষ্ণ তীরে পড়েনি টুটিয়া,
নিদাঘ পারেনি নিতে মধু কলিজার!

শিহরি শিহরি অই ফুটিল কামিনী,
নীরবে সুষমা খোলে রঙন-কাঞ্চন
মানে না দোহাই তারা শাস্ত্রের কাহিনী
বাসন্তী পূজার রাখে সবে আকিঞ্চন!

অশোক-চম্পার বুকে লাগায় কুঙ্কুম,
খাঁটি হয়ে ওঠে সোনা শুধু নহে কাঁচা,
রুদ্র আরাধনা হবে ছুটে যাবে ঘুম,
হৃদয়ে অক্ষয় আলো তাই নিয়ে বাঁচা!

মুগ্ধবোধ

পাণিনি আনিনি আজ শুধু মুগ্ধবোধ!
শিশুকালে ছিল যাহা ভরিয়া হৃদয়
নূতন শিখিতে হায়, হয় বাক্‌রোধ,
স্মরিতে অভ্যস্ত পাঠ শুধু জাগে ভয়!

গুরু তুমি বহু জ্ঞানী, পাণিনি-অমর
বেদান্ত বিপুল-বপু করিয়াছ গ্রাস,
ব্রাহ্মণ, পুরাণ, বেদ, সাংখ্য ও শঙ্কর,
জরঠ জঠরে জীর্ণ মুনি বেদব্যাস!

সাধিয়া সকাম শাস্ত্র আজিকে নিষ্কাম,
নটরাজে মগ্ন মন ছাড়িয়া নাটিকা,
"ছন্দোবন্ধ গ্রন্থগীত" সকলি বিরাম
ললাট-নয়নে হেরি দেবী ললাটিকা!
শিখাও নূতন বাণী তবে আর-বার—
মুগ্ধ হয়ে স্তব্ধ হওয়া সাধনা যাহার।

কথা কও

কথা কও, কথা কও, দূরান্তরবাসী,
তোমার কণ্ঠের সাড়া সমীরণে আসি
জাগাক নিদ্রিত বনে মর্মের রাগিণী,
ঝিল্লিতান মধুপের মাধবী-কাহিনী,
প্রজাপতি ইন্দ্রধনু-পক্ষ সঞ্চালিয়া
অস্ফুট কোরক-কানে আসুক বলিয়া
নব-অভিনব কথা, তন্দ্রা পরিহরি
আরক্ত কপোলদল জাগুক শিহরি,
অবারিত হৃদয়ের পরিমল-ভার,
ব্যাপ্ত হোক বক্ষভরি নিশীথ-দিবার!

ওগো নিশ্বসিয়া দাও তোমার সংগীত
নীলিমায়, শূন্য পথ কর তরঙ্গিত
সমবেদনায়, রাত্রি জাগি ভৃঙ্গরাজ
বৈতালিকসম গাহি মম স্বপ্নমাঝ
আনুক মোহিনী, তপ্ত দিবস ভরিয়া
কপোত করুণ-গানে দিক সঞ্চারিয়া
ছায়ার মায়ার মোহ, অনন্ত-প্রসারি
ভাবনার দাবদাহ ধেয়ানে নিবারি!

বর্ষা-নান্দী

আকাশের তাপদগ্ধ ললাটের 'পরে
কে তুমি গো স্নেহময়ী বিছাইলে ছায়া,
ধরণীর তৃষা-শুষ্ক পাণ্ডুর অধরে
ঢালিলে সলিল-ধারা কে গো মহামায়া!

আকাশ-আশ্রিত মোরা, ধরার সন্তান—
তাপশীর্ণ তৃষাতুর ব্যাকুল-হৃদয়,
পরান ভরিয়া দাও সে স্নেহের দান,
সে স্নিগ্ধ-শ্যামল ছায়া জীবন-আশ্রয়!

আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে

ওগো আষাঢ়ের প্রথম দিবস, মুক্তির মায়াপুরী,
সঙ্গোপন আজ রহিল না কিছু নিখিল-ভুবন জুড়ি,—
জলধির মনে লুকায়ে যে ছিল বাষ্প-রহস্যময়,
ভরি ওঠে মেঘে, উরস চিরিয়া ঢালে বারিবিন্দুচয়!
ধরণীর বুকে নীরবে লুকানো কোন বীজ কবেকার,
অঙ্কুরে জাগে, রোমাঞ্চে কহে মর্মবারতা তার!
কালো নীরদের আনত নয়নে কে জানিত ছিল ঢাকা,
বিদ্যুৎ-শাণিত দীপ্ত কটাক্ষ অসির মতন বাঁকা!
সহসা হানিয়া হাসিয়া কাটিল অজানার সব জাল,
ব্যক্ত নভের মুক্ত কপাটে অবারিত মহাকাল!
গুহাকন্দরে ফাটলের ফাঁকে, কাননে তরুর মূলে,
লতায়-পাতায় গাঁথা ছিল গান সে কথা আছিনু ভুলে
শুধু ঝর-ঝর বরষা-বীণার শুনি মল্লার-তান
কাকলি জাগিল কলসংগীতে, ভুবনে ভরিল গান!
পবান উতলা আজিকে ভাঙিতে কায়ার এ কাবাগার,
আকাশে-বাতাসে-ছায়ায় মিলাতে মুক্ত মানস তার!

ব্যর্থ

আকাশে ধূসর মেঘ, বৃষ্টি নাহি হয়,
ফুকারি কাঁদিয়া শুধু ফিরিছে পবন,

তপনের নাহি তাপ, কুসুম-নিচয
শিহরি জড়াতে চায় পাপড়ি-বসন!
সাধ্য কোথা? কেঁপে মরে শীতের বাতাসে,
বহু যতনের তনু মাটিতে লুটায়,
সুগন্ধ ভাসিয়া যায় প্রাণের হুতাশে,
দলগুলি উড়ে চলে কে জানে কোথায়?

দুর্দৈব

আরো আলো আরো প্রেম এই অনিবার
একান্ত কামনা শুধু প্রাণের আমার,
তবু দেখা দেয় মেঘ ঘেরিয়া আকাশ,
লুপ্ত করি চন্দ্র-তারা-তপন-প্রকাশ।
তবু নামে বৃষ্টিধারা দুরন্ত-দুর্বার
রুদ্ধশ্বাসে মগ্ন করি পুষ্প-সুকুমার।

চিরগত

তীরের মতন তূর্ণ ; অন্তর ছাড়িয়া
আমার সকল চিন্তা গিয়াছে উড়িয়া
তোমারি সন্ধানে, হায় ফিরিবে না আর
শূন্য বক্ষ-তূণ পূর্ণ করিয়া আবার!

चम्पा ও পাটল
১৯৩৯

ভ্রষ্ট লগ্ন

গ্রীষ্মদাহে পিঙ্গল আকাশ!
নীলিমা পুড়িয়া হায়, পুরানো তামার-প্রায়
কলঙ্কের দিতেছে আভাস।
বসন্তের ঝরা পাতা, আজিও তোলেনি মাথা,
শীর্ণ তরু কঙ্কালের মতো
দুর্ভিক্ষে ভিখারি হেন, হাত বাড়াইয়া যেন
দাঁড়াইয়া পঞ্জর-আনত।
বহুদিন বৃষ্টি নাই, ধরণীর বক্ষে তাই
দূর্বা আজি শুকানো বাকল।
চৈত্র না যেতে হায়, সারা আকাশের গায়
ভস্মরাশি ভরিল কেবল!
বায়ু আসে ঝাপটায়, পাখাদুটি ঝাপটায়
বাঁধা পাখি ব্যথায় যেমন,
দূর দিগন্তের কূলে, কালো মেঘ ওঠে দুলে,
যেন তারি বুকের কাঁপন!
তাহারি নখের ঘায় আকাশে ছড়ায়ে যায়
বিজুলির বাঁকা রাঙা আলো,
একবার অকস্মাৎ, ফোঁটাকত বৃষ্টিপাত,
যেন তপ্ত শোণিত ছড়ালো!
ঝটাপটি বার-বার খসিল বাঁধন তার,
বাতাস উড়িল ডানা মেলে,
বুকের পালক যত, দিকে-দিকে অবিরত
ধূসরে আকাশ ছেয়ে ফেলে।
সাঁঝের পোড়ানো বুকে, এল চাঁদ ম্লান মুখে,
আলোর পুলক কোথা তার?
মেঘের তরাসে সারা, বায়ুবেগে দিশাহারা,
চিত্রা যে আসেনি আজি আর!

পরিণাম

আজিকার দুরন্ত নিদাঘ
ঘনচ্ছায়া শ্রাবণের গাহে পূর্বরাগ।
তপ্ত-ব্যগ্র পবন বাহিয়া
সুদূর অদৃশ্য হতে বিরহীর নির্বাসিত হিয়া
ফেলিছে নিঃশ্বাস,
অকস্মাৎ আনিছে আভাস
উদ্বেলিত জলস্থলে মিলনের সুদূর আশ্বাস।
মর্মরিছে বন-উপবন,
পুঞ্জ-পল্লবের বুকে স্পন্দন সঘন!
দাবদগ্ধ গোষ্ঠের প্রান্তর,
শীর্ণ নদী-নীরধারা, অবারিত তটের পঞ্জর,
তপঃক্লিষ্ট-প্রায়,
ঊর্ধ্বমুখে নির্ভীক আশায়
চেয়ে আছে বরাভয় বরষার স্থির প্রতীক্ষায়।
আজিকাব এ দুঃসহ তাপ
বাম দেবতার যেন দুষ্ট অভিশাপ!
তারি তলে অলক্ষ্যে-নীরবে
অনিবার আয়োজন চলিতেছে অবিরত ভবে,
রসবিন্দু লয়ে,
তৃষ্ণাতুর নিখিল-নিলয়ে,
সান্ত্বনার মধুচক্র ভরি তুলি সুধার সঞ্চয়ে।
আষাঢ়ের প্রথম দিবসে,
ত্রিলোক-আলোকবেগ পড়ে যাবে ধ্বসে,
স্নিগ্ধ-মুগ্ধ-মন্থর অম্বরে,
বরদ বারিদপুঞ্জ দেখা দিবে মন্দ-মন্দ স্তরে,
বনের কঙ্কাল,
প্রান্তরের পাণ্ডু তৃণজাল,
শুষ্ক নদী, বর্ষণপ্রসাদে পাবে নব আয়ুষ্কাল।
জীবনের তুষানল-ব্রত
আপনারে ক্ষয় শুধু করা অবিরত,
কি তাহার পূর্ণ-পরিণাম?
আবর্জিত বস্তুস্তূপ, কিম্বা সেই শূন্যের বিরাম,
যেথা ভরি উঠে
বিন্দু-বাঁধা বন্ধনেরে টুটে,
সিন্ধুর করুণা-সার আকাশের নীল নেত্রপুটে?

১৫।৫।১৬, ২রা জ্যৈষ্ঠ

স্বপ্নের মতন

স্বপ্নের মতন তবে গেল ভেসে তোমার প্রণয়?
আকাশের বর্ণচ্ছটা দেখিবার, লভিবার নয়!
ফুলের সুরভি-শ্বাস, ক্ষণিকের ক্ষীণ অনুভূতি,
ভ্রমরে ভোলাতে পথ নিমেষের সবিনয় স্তুতি!
সায়াহ্নের সন্ধিক্ষণ এ আলোক হইল না পার,
আনি চন্দ্রকরস্নাত নক্ষত্রখচিত অন্ধকার।
জন্ম নাহি দিল ফলে বন্ধ্যা ব্যর্থ এই পুষ্পপ্রাণ,
আনন্দের-মিলনের জন্ম-জন্ম রাখিয়া সম্মান!
অকাল বসন্ত শুধু? পল্লবের অবান্তর কথা?
অশক্ত বহিতে বক্ষে দীর্ঘ দাহ নিদাঘের ব্যথা!
বর্ষারে বরণ করি, সম্বরিয়া ক্লিষ্ট পুষ্পদল
শরতে করিতে দান মধুস্বাদ বীজগর্ভ ফল।
হেমন্তের মধ্যপথে পথভোলা মলয়ের মতো,
বনানীরে সহসা উদ্‌ভ্রান্ত করি পুন দূরগত।

তিনধারিয়া, ২৯।৫।১৬

কামিনী ফুলের গাছ দুয়াবের ধারে,
ঘন পল্লবের ভারে ভরা একেবারে।
কবে এল নবীন যৌবন,
সে কথা তখনো তার জানে নাই মন।
শ্যামবাসে বাঁধি বুক ছিল মূক হয়ে,
ফুলভাষে মনো-আশা ওঠে নাই কয়ে!
দিনে-দিনে ভরে-ওঠা সুধা-চাঁদখানি,
বহু অমানিশীথের বহি মর্মবাণী,
আকাশের নীলিমা-সাগরে,
ধীরে বাড়াইয়া মুখ হরযের ভরে,
আলোকের শতদল করি উন্মীলন,
দেখা দিল প্রভাতের পদ্মের মতন!
সুদূর সে আকাশের আলোর পরশে
কামিনী শিহরি উঠি, জাগিল হরষে,
কি সৌরভে ভবে গেল মন!
অজানারে জানাইতে করে আয়োজন,

ফুটায়ে কোমল-শুভ্র কুসুম-আবলী
প্রতি পর্ণপুটে তার ধরিল অঞ্জলি!
প্রভাতে ডুবিল চাঁদ ; সুনীল আকাশ,
রাঙা হয়ে বেদনারে করিল প্রকাশ,
কামিনীর সারা অঙ্গ ভরি
পুলকের ফুলসাজ কাঁপে থরথরি,
খুলিয়া পেলব প্রাণ, বিলায়ে সৌরভ,
অমল ফুলের দল ঝরে গেল সব!

২৮।১১।১৭

এল শীত, ঘিরে কুয়াশায়,
বরণের ব্যবসায়
পড়ে গেল ছাই,
ধূসরের অধিকার, লাল-নীল নাই আর,
ম্লান মুখে কাঁদে ধরা তাই!
সবুজের বসবাস ছিল যেথা বারোমাস
আজি সেই দেবদারু দীন,
খালি গায়ে হিম বায়ে কাঁপে সারাদিন!
নেড়া গাছ যেন ভাঙা খাঁচা,
পরান-পাখিটি কাঁচা
সবুজ পাখায়
উড়ে গেছে কোন দেশ, কুলায়ের অবশেষ
পড়ে শুধু করে হায়-হায়!
ডালপালা বাঁকাচোরা, শুকানো বাকলে মোড়া
ঝড়ে উড়ে চলে যাবে বলে
দিন নাই রাত নাই অনিবার দোলে!
ফুলবন আজিকে উজাড়,
ঝুম্‌কো ফুলের ঝাড়
দোলে না সোহাগে,
কামিনী সে অভিমানে চলে গেছে কোন্‌খানে,
কাঞ্চন প্রবাসী তার আগে।
মাধবী-মালতী-বেলা চলে গেছে ভেঙে খেলা,
উদাসিনী হয়েছে পারুল,
ফোটে না তাম্বুলরাগ দাড়িম্বের ফুল।
পলাশের অনল কোথায়!

গোলাপের আলতায়
ধুইল শিশিরে,
সোনার বরণ চাঁপা, পাতার তলায় চাপা,
একে-একে মরে গেল কিরে?
বর্ণ-গন্ধে প্রাণ ভরা ললাটে চন্দন পরা
করবীরা নিয়েছে বিদায়,
"কুসুম ফুলের রং" আর না বিকায়!

২৬।১।১৮

রূপের পরশ দিয়ে ছুঁয়েছিলে মন,
(সাজায়ে বরণডালা আপনার করে)।
শুভক্ষণে তুমি মোরে করেছ বরণ
অশোক কিংশুক-রাগে, চম্পক-কনকে,
অপরাজিতার নীলে, জবা অলক্তকে,
চূতমুকুলের পীতে, পল্লব-প্রবালে।
কাঞ্চনের আকিঞ্চনে, শিমুলের লালে,
নবাঙ্কুর স্নিগ্ধশ্যামে, দাড়িম্ব হিঙ্গুলে,
বরণের ভঙ্গিমায় অরুণ অঙ্গুলে
কেড়ে নিয়ে গেল মন , হল পরিচয়,
প্রণয়ে জাগিল প্রাণ তোমাতে তন্ময়!

তুমি জাগাইলে দীপ তারায়-তারায়,
ঢালিলে সুরভি-বারি বাদল-ধারায়,
সূক্ষ্ম ঊর্ণাতন্তুসম কুহেলিকা-জালে
টেনে দিলে লাজবাস শুভদৃষ্টিকালে।
হেমন্তের দীর্ঘ রাতে নিস্পন্দ তিমির
আনিল নিকট করি সুদূর বাহির,
স্থির হল আঁখি শুধু তোমারি নয়ানে।
পুলকিত কিশলয় বসন্তের গানে
অকস্মাৎ মুখরিয়া ফুলের বাসর,
আপন করিলে সরমের অবসর।
দিলে না আমারে তুমি এতটুকু আর,—
সেই হতে এ মিলন তোমার-আমার।

৪।২।১৮

আজ শুধু ইচ্ছে করে আপনার মনে একা বসে
যে ব্যথা উঠেছে জমে, কত রাতে কত না দিবসে,
ভাসাইয়া দিই তারে একেবারে অশ্রুর প্লাবনে।
সে সাধ পূরে না মোর ; অশ্রু যেন এবার জীবনে
নিঃশেষ হইয়া গেছে, আছে পড়ে প্লাবনের শেষে
ম্লান-ভগ্ন জীবনের চিহ্ন যত, দীনহীন বেশে!
ধারাহীন বক্ষে তার, অবারিত তটের পঞ্জরে
কত ভাঙাচোরা ঘট, নিভানো প্রদীপ স্তরে-স্তরে,
ঝরা ফুল, ছিন্ন মালা, জীর্ণশোভা শিথিলবন্ধন,
অসহায় অতীতের গতিহীন বিফল বেদন!
শ্রান্ত চোখে চেয়ে আছি, সমাহিত বেদনার ভারে,
গতি নাই, মুক্তি নাই, শক্তি যেন নাই একেবারে!
গলিত-পতিত-ভ্রষ্ট পর্যুসিত ব্যর্থ উপচার,
এ দিয়ে হয় না পূজা কোনোদিন, কোনো দেবতার!
ওগো দেবতার মেঘ, দেখা তুমি দাও দিগন্তরে,
প্রলয়-গর্জনে ঢালো বৃষ্টিধারা স্তব্ধ চরাচরে,
প্লাবনে বিপ্লব আনো, পল্বলে বহুক স্রোতোধারা,
আকর্ষণে ভেসে যাক নিশ্চেতন সব গতিহারা।
তারপরে পলি-পড়া নূতন চেতন-তটতলে
মুঞ্জরিত শস্যের মঞ্জরী যত কনকে-শ্যামলে
মর্মরমুখর মুখে, ব্যাপ্ত করি যোজন-যোজন,
রচিবে নূতন অর্ঘ্য, আনন্দের পূজা আয়োজন!

১।৫।১৮

এই হল জীবন-সম্বল

এই হল জীবন-সম্বল,—
গুটিকত ছবি আর খানকত চিঠি।
যে কথা ভুলিব বলে মনে বাঁধি বল,
তুলির পরশে আঁকা প্রাণহীন দিঠি,
তাই মোরে ভুলায় কেবল!

ভাবিব না, ভাবি যেই কথা,
এ-কাজে সে-কাজে ফিরি, পড়ে শুধু চোখে

অনিমেষ নয়নের বাঁধা আকুলতা!
যাহা নাই, তারি লাগি পলকে-পলকে
একা আমি, চলে যাই কোথা!

চোখে মোর ভরে আসে জল,
আলোক মিলায়ে যায়, ছায়া আসে ঘিরে,
একেলা ঘরের কোণে বিছায়ে আঁচল,
চিঠিগুলি কোলে তুলে দেখি ফিরে-ফিরে,
মূর্তি ধরে অক্ষরের দল!
হেসে কেউ শুয়ে পড়ে কোলে,
কেউ আসে অভিমানে চক্ষু ছলছল,
কাঁপে ঠোঁট, চায় মুখে কথাটি না বলে,
ভুল করা, ভুল বোঝা, তারি প্রতিফল
দিয়ে যায় প্রতি পলে-পলে!

কবেকার ভুলে-যাওয়া ব্যথা
আবার নতুন হয়ে ভরে উঠে বুকে,
কবেকার সোহাগের সুধার বারতা,
সহসা সম্বিৎহারা করি দেয় সুখে!
ভুল হয় আজিকার কথা!

হায় ভুল, কি তার জীবন!
চমক ভাঙিয়া যেতে লাগেনাকো দেরি,
দিনের আলোক-জ্বালা জাগ্রত ভুবন,
কে পারে স্বপন দিয়ে রাখিবারে ঘেরি?
অতীত যে আশাতীত ধন!

১৫।৫।১৮

সে আজ গিয়াছে

সে আজ গিয়াছে!
সকল ব্যথার তার হল অবসান।
নীলাকাশ হয় নাই ম্লান,
দিনের চোখের আলো হেসে চেয়ে আছে,
পাখির গানের সুর খাটো নয় তিল-পরিমাণ।

রয়েছে সকলি
তবু আমাদের আজ নাই কতখানি!
স্তব্ধ হল সে মুখের বাণী,
সুখে-দুঃখে গড়ে-ওঠা সুর ; গেল চলি
স্পর্শ-হাসি,—কেন গেল, কোন্ কাজে,
কিছুই না জানি!

ঘরখানি তার
যত্নে গড়ে-তোলা যেন পাখির কুলায়—
অনাদরে ভরিবে ধুলায়!
আদরের এটি-সেটি, পরশে তাহার
যারা লভেছিল প্রাণ আজ হতে জড় পুনরায়।

টানা দুটি আঁখি,
চাঁপার বরণ মুখে, ভাবে ঢল-ঢল
কত সুষমার ছবি দিয়ে গেল আঁকি
সরমে, সোহাগে, হাসে, আর দিয়ে চোখভরা জল!

ফুলের মতন
কোথায় উঠিলে ফুটে আজি কোন্ লোকে?
প্রভাতের প্রথম আলোকে,
তোমারে বেসেছি ভালো, করেছি যতন,
বিদায় দিলাম, হায়! অসময়ে জলভরা চোখে।
রেখে গেলে মনে,
অনিন্দ্যমাধুরী ছবি, শুভ্র-সুকুমার।
আজ হতে এ চোখে আমার
যত সাদা ফুল ফুটে উঠিবে কাননে,
অমল-কোমল শোভা ফুল্ল তবে গৌর তনুয়ার ॥

১৬।৫।১৮

আনমনে চেয়ে থাকি, দিন চলে যায়,
আলোর সাগরতীরে, কালো রেখা পড়ে কিনারায় ॥
ছায়া ঘিরে আসে, বাতাসে-বাতাসে কাঁপে তার মায়া
ব্যথার বেদনা শুধু পায় না সে কায়া ॥

হায়! ভাষা নাই, কেমনে বুঝাই মোর ভালোবাসা,
সে যে কোনখানে তার বাঁধিয়াছে বাসা!
কোন দেবদারু শাখে, কোন শৈল-নিঝরের ধারে,
ভোরের পাখির গানে, নিশার আঁধারে,
নীরব নীড়ের মাঝে, কোথা নিরুদ্দেশ,—
খুঁজে-খুঁজে গেল দিন, নিদ্রাহীন নিশা হল শেষ!

৩।৬।১৯

আলোকের ইতিহাস আকাশের পাতে
লেখা নাহি থাকে,
ধরণী ধরিয়া তারে বুকে করে রাখে,
পত্রপুষ্পে ছত্রে-ছত্রে প্রতিদিন-রাতে,
রেখায়-রেখায় লিখে রাখে বিবরণ,
প্রতি ঋতুসম্রাটের জীবনমরণ!

বসন্তে অশোকলিপি হয়ে যায় লেখা
বনে-বনান্তরে,
নিদাঘের অবদান ফলের অন্তরে,
সরস মধুর-ধারে দেয় ধীরে দেখা,
তীক্ষ্ণ-তীব্র কিরণের দীপ্ত অভিযান
রাখে ভরি প্রতি বীজে চির-অভিজ্ঞান।

বরষার দুঃখকথা বহিছে কেতকী
উৎকীর্ণ কাঁটায়,
ক্ষতচিহ্ন রোমাঞ্চিত কদম্বের গায়,
নীরস নিরাশাফলে বহে হরিতকী,
কুটজের ছিন্নদল ঝরিছে কুণ্ঠায়,
বকুল আকুল হয়ে ভূতলে লুটায়!

যেদিন বসেন রবি নব রাজপাটে
বিজয়ী শরতে,
শুভ্র মেঘধ্বজা বহি নীলাম্বর পথে,
সে বারতা প্রচারিতে ধায় পথে-ঘাটে
কমলসুগন্ধী স্নিগ্ধ-সুমন্দ পবন,
শেফালিকা আলিম্পনে সাজায় ভুবন!

হেমন্তের স্বর্ণশীর্ষে হিল্লোলে-হিল্লোলে
চলে বার্তা তার,
ধরার সীমান্ত ছাড়ি দিগন্তের পার,
পূর্ণ তটিনীর তটে কাশগুচ্ছ দোলে,
রবিশস্য কাঞ্চনের অঞ্চল বিছায়,
গ্রামপ্রান্তে প্রান্তরের-কান্তারের ছায়।

শীত লেখে কুন্দ-শুভ্র পুষ্পের পাতায়,
শেষ কটি কথা,
বিজয়-ঘোষণা নয়, বিদায়-বারতা,
পীতপত্রে পাণ্ডুলিপি লিখে দিয়ে যায়
বসন্তের নিমন্ত্রণ, শেষ কটি ফুলে
বিদায়ের বরাভয় রেখে যায় তুলে!

চলেন অশ্রান্ত রবি অনন্ত অম্বরে,
রথচক্র তাঁর
লেখে না পথের 'পরে চিহ্ন আপনার.
অজস্র কিরণধারা নিত্য ঝরে পড়ে
বসুধায় ; চন্দ্রমার আনন্দের দান,
তরুলতা তৃণগুল্মে জোগাইছে প্রাণ!

তাই তার ইতিহাস বসুধার বুকে,
বনের অন্তরে,
তৃণপুঞ্জে, কুসুমের লাবণ্যের স্তরে,
খনির মানিক-দীপে, তটিনীর মুখে
মুখরিত গীতভাষে, চিত্রিত-অঙ্কিত
দিকে-দিকে, যুগে-যুগে চিরসঞ্জীবিত!

১৮।৬।'১৯

কবে এই ভালোবাসা, মনে বেঁধেছিল বাসা
কে লিখেছে ইতিহাস তার!
যতদূরে যেতে পারে, মন সে জানার পারে
দেখে চিহ্ন তারি বারতার!
জানা নাই তিথি-ক্ষণ, কেহ লেখে নাই সন,

ফাল্গুনে কি চৈত্রে দিন দেখা,
সহসা পড়িল চোখে, নাই আর কোন লোকে
হেমন্তের পাণ্ডু-পত্রলেখা!

বনের অন্তরতলে, অনলের মতো জ্বলে
আশোকের অরুণ কিরণ,
কণ্টকের কুণ্ঠা ভুলে, শিমুল প্রদীপ্ত ফুলে,
রক্তরাগ করে বিকিরণ!
চম্পার অকম্প বুকে পশিয়াছে মনোসুখে
রাশি-রাশি সুরভি-সম্ভার,
চূত মুকুলের পাত্রে ভরিয়াছে একরাত্রে
বসন্তের সুধার ভাণ্ডার!
তারপরে বার-বার মর্ম্ম-মাঝে অভিসার
স্বপ্নে লেখা কান্ত-পদাবলী,
তারপরে সব দেখা তারি রসাঞ্জনে লেখা
বিশ্বছবি নবীন কেবলি!

তার ইতিবৃত্তখানি বহে চিরন্তনী বাণী
দিগন্তেও নাহি হয় শেষ,
নীলাম্বরে দিকে-দিকে তারার অক্ষরে লিখে
রাখিয়াছে চক্ষের নিমেষ!
বিশ্বের নিঃশ্বাসবায়ু বহে তার পরমায়ু
বসুন্ধরা বক্ষের বেদন,
উচ্ছ্বসিত পারাবার ছন্দোভরে বার-বার
অতলের আনে আবেদন!

বসন্তের পুষ্পগন্ধে বসন্তে তিলক-ছন্দে
বেজেছিল কোন্ এক ক্ষণে ;
তার সেই আগমনী আশার পরশমণি
সঙ্গোপনে ছুঁইল জীবনে!

বিশ্বপথে সেই হতে চলেছে অবাধ স্রোতে
নূতনের যাত্রা-অফুরান,
অতীত নাহিকো যার কোথা ইতিহাস তার
চিরনব ভবিষ্য-পুরাণ!

২৬।৬।১৯

সূর্যাস্ত

বেগুনি মিশেছে লালে, কমলা-জর্দায়,
মেঘমালা চাদরের একটি ফর্দায়
দুনিয়ার সব রং হাসে ; জাফরান,
আসমানী, তারি পাশে ধূসরের টান!
হিঙ্গুল-হলুদ-কালো-আবীর-সিন্দুর,
কুসুমফুলের বৃষ্টি ছেয়ে বহুদূর!
সোনালি দিয়েছে দেখা ঝালরের শেষে,
চলে নব-অনুরাগী মিলনের বেশে!

গুটানো আছিল দূরে শতরঞ্জখানা
বিছানো হয়েছে জুড়ে আকাশ-সীমানা,
তারি 'পরে আকাশের রংপরী যত
গুলাল কুঙ্কুম-ফাগ খেলে অবিরত,
লাল মোলায়েম হল গোলাপি আভায়,
মিলনের পূর্ববাগ স্বপনে লোভায়!
রংগুঁড়ি ঝরে পড়ে নীলাম্বর হতে,
আনে কনে-দেখা আলো ধরণীর পথে!

কাজলের মতো কালো পরদার আড়ে,
চাঁদমুখ উঁকি দিয়ে যায় বারে-বারে,
দিনমণি দিবসের রাজ-অধিরাজ
ফিরান আলোকরথ, নাহি সহে ব্যাজ ;
অরুণ দিলেন ছেড়ে সপ্তঅশ্ব তাঁর,
সপ্তবর্ণে ছেয়ে গেল আকাশ-অপার,
তপন করেন ত্বরা শুদ্ধান্তপ্রবেশ—
ফুরালো রং-এর খেলা, এল দিনশেষ!

২০।১০।২০

স্তব্ধ, অশ্বত্থের সারি পথ দুইপাশে,
সারা বারোমাসে
দিনরাত দেখে আনাগোনা,
দিবানিশি পদশব্দ শোনা,
নিশিদিন গতিহীন নিরুদ্ধ আবাসে ॥
এদের নাহিকো গতি, তবু আছে মন,
সত্বর-গমন,

দূরান্তের পাখি বসে বুকে,
কত গান গায় মনোসুখে,
বাঁধে বাসা, আসে ঘরে মিলন-লগন ॥
মুকুল মুঞ্জরি ওঠে, পুষ্পরাগ জাগে,
নব-অনুরাগে,
পেলব পল্লব উঠে গাহি,
আন্দোলিত শাখামুখ চাহি,
কামনায় কার লাগি কিবা বর মাগে!
জানে আকাশের আশা, বার্তা তপনের,
—দূর স্বপনের,
রহস্য যে নহে অজানিত,
নক্ষত্রের বাণী অবারিত
বসন্তের শরতের শুভ সন্ধিক্ষণে।
মর্ত্য-মৃত্তিকার মূক ধমনী বাহিয়া,
—স্নিগ্ধ-স্তন্য দিয়া,

যুগে-যুগে জোগায় জীবন,
বাষ্প-বহা বারিধি-পবন,
অতল-তরল স্নেহে ভরি দেয় হিয়া।

তাই সহে কারাবাস, বৈতালিক-গাথা
পুলকিত পাতা
গেয়ে ওঠে প্রহরে-প্রহরে,
কিশলয় চিত্ত লয় হরে,
বর্ষে-বর্ষে বরমাল্য নিত্য হয় গাঁথা।

পাটনা ১৮।৩।২৯

কবে করেছিলে ফুলদোল, হে মাধব
গোপিকারমণ! কোন যুগে?
আজো মানবের মন সে মধু-উৎসব
ভোলে নাই। শীত-ত্রাস ভুগে
প্রকৃতি যেমনি ছাড়া পায়, মলয়-সমীর
বাজায় পাতার বাঁশিখানি।
বুকে যেন ছোঁয়া লাগে হরষ-মণির,
নরনারী লাজভয় কিছু নাহি মানি,

রাঙা করে দুপ্‌টা-চুনেরি,
বাঁশরি বাজিয়া ওঠে, বাজে জয়ভেরি,
বসন্তের, পাগল করিয়া যত কুসুমপল্লব ॥

পথে-পথে বাজে বাঁশি, বাজিছে কাঁসর,
করতাল খরতালে বাজে,
তারি সনে মানবের মুক্ত-কণ্ঠস্বর,
গেয়ে বলে—আর সব বাজে,
এ জীবনে যৌবনের শুধু এই শোভন উৎসব
একেবারে পুরোপুরি খাঁটি,
গাও গান, নেচে চল, ভাইবোন সব,
আজ মোরা শুধু নরনারী, লব বাঁটি
জীবনপাত্রের যত সুধা,
মিটাব মনের তৃষা, তনুর এ ক্ষুধা,
পূর্ণ পূর্ণিমার রাত্রে বিছাইয়া ফুলের বাসর ॥

২০।৩।২৯

পাকুড়ের সাজের বাহার,
সবুজ পাতার বোঝা, সোনা দিয়ে ধোয়া,
বসন্তের দিবার দীপালি,
দিনমান শিখাসম খালি
কাঁপিছে সমীরে ॥

কোন্ দরদির ছোঁয়া
বুকের বীণার তারে তার
বাজাইছে রাগিণী-বাহার,
গমক-মূর্ছনা আর মীড়ে ॥

সারাদিন শুধু চেয়ে আছি,
মেটে না পিপাসা তবু আঁখির আমার,
তার কাছে কিবা আমি যাচি,
কোন্ বাণী মর্মবারতার?
বহু বরষের
বলি আঁকা, বাঁকা তনু, নয় সেতো বাসবের ধনু,
তবু কেন হিয়ার মাঝার,
এত বর্ণ তপ্ত পরশের?

পুরানো এ তনু পুনরায়,
হবে কি নূতন? সে রহস্য জানিবার
কার কাছে কি আছে উপায়?
সে কথা ভাবি না একবার ॥
মনখানা কভু
তাজা যদি হত ফিরে, নিত শৈশবের তীরে,
ফিরায়ে আনিত বাণী তার,
ধন্য মোরে মানিতাম তবু ॥

২৪।৩।২৯

পাটল

আমি যদি কাঁদিতাম, হে বিধাতা!
পৃথ্বী তব ভেসে যেত জলে,
বহ্নিসম দীর্ঘশ্বাসে, দীপ্ত দাবানলে
নীলিমার কূলে-কূলে শ্যামলিমা ছাই হত জ্বলে!
দেওয়া ধন কেড়ে নেওয়া, সেতো রীতি নয়,
বড় নিন্দা সে যে—
তবুও দিইনি অভিশাপ,
হাসিয়া উদাস নেত্রে বলেছি শুধু যে
—হায় মনস্তাপ!

যার আছে এত ধন, সেও কেন এমন কৃপণ?
আমরা দরিদ্র, দিতে এর চেয়ে করি প্রাণপণ।

আমি যদি দেখাতাম বুক চিরে,
কত সুখ পেয়েছি ধরায়,
অসীমের সংখ্যাহীন নক্ষত্রেরা
আলোকের অজস্রধারায়
অবিরত চলে যেত নেচে,
অযুত বাসবধনু, তপনের তপ্তবর্ণ ছেঁচে,

যে ছবি আঁকিত, তার তুলনা কোথায়?
তাই বলি অযাচিত আনন্দে-ব্যথায়,
হিসাবের হয়নিকো কোন গরমিল—
অশ্রুর ফটিক মোর আলোকের মতো অনাবিল!

ইডেন হস্‌পিতাল। ১৬।২।২৯

হল যে ঘরের শেষ, এ মোর নূতন দেশ, পথ তবু নয়,
পরিচিত ধরণীর ফুরায়ে এল যে তীর, নব-অভিনয়।
বন্ধু, প্রিয় পরিজন, ছিল যারা প্রয়োজন,
আজ চলে গিয়াছে তাহারা,
এল নামগোত্রহীন ভাই ও বহিন দীন,
জীবনের নূতন পাহারা।
চোখে ভরি স্নেহ-আলো, শুধায় আছতো ভালো?
দেয় পথ্য এনে ;
ঔষধের তিক্ত স্বাদ, মানি নাকো পরমাদ,
লই ভাগ্য মেনে!

দেবতা-প্রসাদসম, অনবদ্য খাদ্যে মম
সবারি সমান অধিকার,
নিখিল অতিথিবেশে, কাছে এল ভালোবেসে,
আত্মপর বল কেবা কার?

হীনতম যার কাজ, সেও কাছে বসে আজ,
কয় দুখ-সুখ
নয়নের শুধু নয়, পরানের পরিচয়, ভরি দেয় বুক!

স্নিগ্ধ বায়ু নিশীথের, স্পর্শ যেন তুষিতের,
আকুল-উতলা বার-বার
তাপিত মুখের 'পরে, ব্যথিত বুকেরে ধরে,
ছুঁয়ে যায়, অবাধ দুয়ার!
দিনরাত আলো আসে, তপনে-তারায় হাসে,
পাখি বলে কথা,
চিল মারে পাক্‌সাট, কাক বলে ষাট্‌-ষাট্‌,—
বোঝে যেন ব্যথা!

চড়াই চটুল-মন, আসে-যায় অগণন,
সারাদিন গায় আর নাচে,
শালিক সে সাবধানী, বলে তার সাধা বাণী,
অতিশয় খুশি মনে বাঁচে।
সমুখে অশোক গাছ, নাই ফুল নাই নাচ,
নাই শিহরণ,
রয়েছে ধেয়ান ধরে কবে যাবে স্পর্শ করে
সে রাঙা চরণ!
আকাশের একখণ্ড, পল-অনুপল-দণ্ড,
দিন আব ত্রিযামা রজনী,
অনিমেষ আঁখি তার কভু বহে বাষ্পভার,
কভু হাসে শুভলগ্ন গণি।
এরি মাঝে আনাগোনা, চরণের ধ্বনি শোনা,
কত কণ্ঠস্বর
কত হাসি কত গান, বাঁকা নয়নের বাণ,
প্রেম-অবসর।
চলেছে কাজের ধারা, লাজলজ্জাভয়হারা,
নিদ্রাতন্দ্রাবিরামবিহীন,
ব্যথাতুর মৃদু বাণী, ভীত দীর্ঘশ্বাসখানি,
মায়ের প্রতীক্ষা অনুদিন।
সহসা চকিত করি, চিন্তা-ক্লেশ-ভয় হরি,
শিশুকণ্ঠ জাগে,
অমরার তীর হতে, বার্তা এল মর্তপথে
নব-অনুরাগে।
চৌদিকে জাগিল সাড়া, দীর্ঘ দুঃখ হল সারা,
আনন্দমুরতি মরি-মরি,
কচি এতটুকু মুখ, নবনীকোমল বুক,
অমৃতের পাত্র দিল ভরি।

১৮।২।২৯

দেখিলাম, কিবা দেখিলাম দৃশ্য অপরূপ,—
অসংখ্য স্ফুলিঙ্গমালা, জ্যোতিষ্কের দীপ্তিঢালা
উৎসারিল ত্যজি ভস্মস্তূপ!
নবজীবনের কণা, অসাধ্য তাদেরে গনা,
চলিয়াছে মৃত মুখ ছাড়ি,

আলোকসাগর 'পরে, মুহূর্তে মুরতি ধরে,
অবিরত পড়িছে আছাড়ি!
আঁখির প্রদীপ ছাড়ি, দৃষ্টিশিখা সারি-সারি,
উধাও উড়িল নীলাকাশে,
ওষ্ঠ হতে রক্তরাগ, দিল নব-অনুরাগ,
অরুণের তরুণ বিকাশে!

ঘন-কালো ভুরুদুটি, উড়াইল একমুঠি
অমার আঁধার রজনীতে,
নীলপক্ষ-নীলিমায়, অসীমের মহিমায়,
ছুটে চলে আপনারে দিতে!
অমল-দশন-পাঁতি, যেন জোছনার ভাতি,
সহসা মিলাল চন্দ্রালোকে,
ওষ্ঠতটে যার দেখা, ক্ষীণ আলোকের রেখা,
ঠাঁই তার ধরে না ভূলোকে!
যে মুখ চোখের 'পরে, দুটি ছোট হাতে ভরে
বারে-বারে ধরেছি সোহাগে,
অনিমেষ আঁখি দিয়ে নিমেষে নিমেষে পিয়ে,
পরান ভরেছে অনুরাগে,
আজ সে অসীমে ছাড়া, সকল সীমানাহারা,
আজ সে যে আশার অতীত,
তবুও বিস্ময় মানি, চিত্তবলে অনুমানি
সে মোর ভরিল চারিভিত।

ইডেন হস্‌পিতাল। ১৮।২।২৯

আজ কেহ নহ মোর, একদিন আছিলে সকলি
প্রাণের গানের মোর প্রথম কাকলি,
জেগেছিল তব মুখ চেয়ে,
কিশোর উষার স্বচ্ছ নীলাকাশ ছেয়ে,
নব-উদয়ের তব অরুণ-আলোক,
পূর্ণ করেছিল মোর দ্যুলোক-ভূলোক ॥

আজ তুমি কেহ নহ, বাহুর আকুল বন্ধ-হারা,
কোন্ সুদূরের পথে, আঁখির পাহারা

সেথা আর নারে পঁহুছিতে।
আমাব স্পন্দন-হারা চিতে,
স্পর্শে তব জাগে না লহরী,
কাপোল আবক্ত-রাগে ভরি,
নেত্রালোকে বার্তা নাহি বহে ;
মর্মবাণী ভুলেও না কহে ॥

আজ তুমি কেহ নহ ; চকিতের দীর্ঘশ্বাসে ক্ষীণ
বিদায়ের বাণী তব কোথায় নিলীন,
উদাসী নয়ন চেয়ে বলে,
সাম্রাজ্যবিহীন রাজা যায় আজ চলে,
লুণ্ঠিত মুকুট-দণ্ড, রতন-ভূষণ,
প্রাসাদ-তোরণ রুদ্ধ শূন্য সিংহাসন।

তাবাবাস, রাত্রি ৩টা। ২২।২।২৯

বড় সাধ ছিল তোর,
গেঁথে নিয়ে মুক্তাডোর,
পরাইয়া দিয়ে যাবি গলে।
সে সাধ হয়নি মিছে,
রেখে দিয়ে গেলি পিছে,
অন্তরের শুক্তির অতলে ॥
সে যে ধোয়া স্বাতীজলে,
তারি আলোখানি জ্বলে,
হাসি হয়ে অধরে-নয়নে,
শেখায কত যে শ্লোক,
কত ছবি দেখে চোখ,
ভরে সাজি ফুলের চয়নে ॥

এবার সে মালাখানি তোরে আমি দেবো আনি
চুমা দেব ও-রাঙা অধরে
দু-হাতে জড়ায়ে ধরে বুকে তুলে নেব তোরে
বাঁধা রবি চিরদিন ধরে ॥

তারাবাস। ২৬।২।২৯

তরুণ-তনুর পরশ তোমার,
তৃষিত এ বুক মাগে,
মুখখানি তব হেরিতে আবার
বার-বার সাধ জাগে!
মোর জীবনের বুকের পাঁজরা,
দেহের শোণিত-ধারা,
নাড়ী-ছেঁড়া ধন, যৌবন-জরা,
তোরি মাঝে সব হারা ॥
কেমনে সহিল এ দীর্ঘ বিরহ,
হিয়ার এ হাহাকার,
হাসির আড়ালে অশ্রু অহরহ,
বেদনার কারাগার ॥
শোনা যায় আজ মুক্তিবিষাণ,
ভোলার ডমরু বাজে,
বরাভয়দাতা জাগিল ঈশান
চিরবিস্মরণ-মাঝে ॥

তারাবাস। ২৭।২।২৯

তোর মুখ চোখে করি অধরে হাসিটি ধরি
বুকেতে বেদনা,
কেটে গেল কতকাল, অপরূপ ইন্দ্রজাল
করিয়া রচনা।
ভাবিয়াছি একমনে, এবার ব্যথার সনে
পরিচয় শেষ,
লাজভয় নাহি আর, অমত্ত এ স্বাধিকার,
নাই দুঃখলেশ।
আজ দেখি আঁখিজলে কে যেন পড়িছে গলে,
বলে করজোড়,
আর নয়, নয় আর, সহেনাকো এত ভার,
কেন এত জোর?
ধরণীরে বুকে ধরে কাঁদিবারে দাও মোরে,
কোরো না নিরোধ,
যত দুঃখ, যত ব্যথা, মূক যত আকুলতা,
বাসনা অবোধ।

সবাই আসুক ঘিরে,		সবাই আনুক ফিরে,
আবেদন তার,
হিয়ার সুথির হ্রদে,		লীন মগ্ন কোকনদে,
সুরভি-সম্ভার,
দিক বায়ু ছড়াইয়া,		বুকে তার জড়াইয়া
অন্তিম আকুতি,
হবে সিদ্ধি সাধনার		পরানের আপনার,
বাঞ্ছিত মুকুতি ॥

তাবাবাস। ১।৩।২৯

বালিকা আছিনু প্রথম বয়সে,
কিশোরী-তরুণী পরে,
যৌবন-মণির মোহন পরশে
নারী চিরদিন-তরে।
সেই প্রসাধন, সেই বেশবাস,
সুরভিত করা ঘন কেশপাশ,
চোখে-মনে লাগে ভালো,
কিছুতে ঘোচে না মনের গহনে
তরুণ দিনের আলো ॥
চিকুর-চাঁচর আজ নহে আর,
শ্রাবণ-মেঘের মালা—
শারদশেষের জলদ-বিথার,
শুভ্র-তুষার-ঢালা।
বেণীটি বাঁধিতে তবু অনুরাগ,
কপোলে ছোঁয়াতে লোধ্র-পরাগ
জাগে যদি কভু সাধ,
তাম্বুল-রাগে রাঙা দুটি ঠোঁট—
গণিনাকো অপরাধ।
কাজলে আঁকিতে শ্রান্ত আঁখির
বাঁকানো পলক কভু,
নখ-অরুণিমা করিতে গভীর,
অলস-প্রয়াস তবু।
নয়নে ও মনে ভালো লাগে আজ,
মুকুর-বিলাস নয় বৃথা কাজ,

সরম মানি না তায়,
শঙ্কর লাগি উমার সাধনা
স্মরণ সে বিধাতায় ॥

বালিকা আছিনু প্রথম বয়সে,
কিশোরী-তরুণী পরে,
যৌবন-মণির মায়ার পরশে
নারী চিরদিন-তরে।
সেই প্রসাধন, সেই বেশবাস,
সুরভিত করা ঘন কেশপাশ,
চোখে-মনে লাগে ভালো,
কিছুতে ঘোচে না গোপন পরানে
তরুণ দিনের আলো ॥

তারাবাস। ১।৩।২৯

প্রভাত অরুণালোকে চেয়ে স্তব্ধ দূর আম্রবনে,
মনে হয় কি রহস্য রেখেছে গোপনে
শিকড়ে-শাখায়-পত্রে মুকুল-মালায়।
প্রাণের অস্ফুট অর্ঘ্য, পূজার থালায়
এখনো দেয়নি তুলে ধরে
জেগে আছে প্রহরে-প্রহরে,
প্রতীক্ষিয়া শুভলগ্ন, অঙ্গে আর [illegible]।

অকস্মাৎ একদিন বসন্তের প্রমত্ত পবন,
আলিঙ্গনে আন্দোলিয়া বন-উপবন,
ফুটাইবে মুকুলের অর্ধস্ফুট হাসি,
স্পর্শের রহস্যমন্ত্রে সৌরভের রাশি
দেবে খুলি, মুকুলে গুটিকা,
তরুশীর্ষে যৌবনের টিকা,
সর্বাঙ্গে ভরিবে তার রসাল প্লাবন ॥

আমিও তেমনি আছি অন্তরের চির-তরুণিমা
প্রতীক্ষিয়া, স্পর্শে যার সকল ম্লানিমা
দূর হবে একেবারে ছাড়ি দেহমন,
ইন্দ্রাণীর তনুদেহে অনন্ত যৌবন।
নিশীথের সে কি নিদ্রাসম,

অথবা সে দিবা দীপ্ত-তম?
চিত্তলোকে চেতনার জাগ্রত মহিমা!

পাটনা। ৮।৩।২৯

তারকার মালা,
তোরা যে আলোক-ঢালা
আকাশের প্রেমের আখর,
এক কথা ফিরে-ফিরে বলা,
যে বাণী অনন্তকাল অজয়-অমর,
তারি শ্লোক, চারু-চিত্রকলা ॥

তোমার-আমার ভালোবাসা,
ঝড়ে-দোলা বিহগের বাসা,
কখন খসিবে কেবা জানে?
ক্ষণিকের কয়খানি গান,
রেখে যাব অভিজ্ঞান,
যে কদিন কাটিল এখানে ॥
এ গানে বিষাদ বিদায়ের
যদি জাগে, তাই মেনো ঢের।
মিলনের বাণী নাই বলে
কোরোনাকো তুমি অভিমান,
নিশিগন্ধা নির্মাল্য-সমান,
অমলিন ধোয়া অশ্রুজলে ॥

পাটনা। ১১।৩।২৯

জীর্ণপাতা রাঙা হয়ে ঝরে,
অরুণ যেন সে কিশলয়,
শুধু তার তনুতট ভরে
দেখা দিল প্রদোষ-প্রলয় ॥
গান তাই গেছে ভুলে, কথা কোথা মন খুলে,
কোথায় ভোরের হাসি তার?
কোমল কঠিন হল হায়, কঠোর একক অসহায়,
মূকবর্ণে সহে মর্মভার।

কচিপাতা সবুজ-সবুজ,
ভোরের যে ভরাট জীবন,
মনভরা শৈশব নাবুঝ
মাতায়ে তুলেছে সারা বন ॥
চিকন-কোমল পাতা, কত হাসি কত গাথা,
কত তার সুখের নাচন,
রবিকর করেছে মিতালি,
হাওয়া এসে দোল দেয় খালি,
বলে পাখি আশিস-বাচন ॥

পাটনা ॥ ১৪।৩।২৯

পাতিয়া

পাতার মতন লঘু তনুখানি,
হালকা উধাও মন,
পাতারি মতন মরমর বাণী
উচাটন যেন হল সারা বন!
মুখখানি শ্যামলিয়া,
কাজলে কোমল আঁখি,
মনে হয় কি যেন বলিয়া,
উড়ে যাবে ভুরু-পাখি ॥

তনুদেহে তার মাধবের ছোঁয়া,
সারা মনখানি আলো দিয়ে ধোয়া,
অসীমা ডেকেছে তারে ;
বাঁধনের বাধা খুলে আসে আধা,
মানেনাকো সীমানারে ॥
ওঠে গান গেয়ে, ছুটে চলে ধেয়ে,
ধরা দিতে নাহি চায়,
কে যেন বাঁশিতে
কাছেতে আসিতে
ডাকে দূর বনছায়!

পাটনা। ১৪।৩।২৯

এই দেহখানি
এরে আমি সমাদর মানি,
বিধাতা গড়েছে এরে বহু স্নেহে কত না যতনে।
তোমরা যে কাঞ্চন-রতনে,
কত করে রাখ মঞ্জুষায়,
দস্যুভয়ে হয়ে যাও সায়,
তার চেয়ে মূল্য এর
কম কিম্বা আরো বেশি ঢের,
একবার দেখো বিচারিয়া,
দিয়ে থাকে যদি বিধি মানুষের হিয়া ॥
তনুদেহ—তুলনা কোথায় পাবে তার,
নিখিল যে মানিয়াছে হার,
কুন্দ-কোকনদ-চম্পা-কমলের কলি,
প্রভাতের বিহগের প্রথম কাকলি,
চমরী-চামরগুচ্ছ, শিখীর কলাপ,
বসন্তের কুসুমের বর্ণের প্রলাপ,
শেষ হয়ে, হল না যে শেষ।
প্রণয়ী ফেলিতে নারে নয়ন-নিমেষ,
চক্ষে দেখে আকাশের অসীম নীলিমা,
রবি-শশী-তারা যেথা লুণ্ঠিত মহিমা,
জানায় প্রণতি,
চরণ-নখরে চন্দ্র স্তুতি করে
বিনম্র মিনতি ॥
সে যে শুধু বস্তু নয়,
নয় শুধু অনুর সমষ্টি,
সে যে চিরপ্রাণময়,
অতনু-অতুল তনুযষ্টি ॥
ভালোবেসো, দেবতা-দেউলসম কোরো সমাদর,
হেলার পদার্থ নয়, ব্যাধির আকর,
নবদ্বার নরক সে নয়,—
অনুপম, বিধাতার পরম-প্রণয় ॥

রেডিয়াম হসপিতাল। পাটনা। ১৫।৩।২৯

দু-দিনের এই ঘর, এরো পরে মায়া,
এর পরিসর, আর এর আলোছায়া।
দুয়ার অবর্ণ শুভ্র, শ্যাম-বাতায়ন,

মন হতে স্নেহপুষ্প করিল চয়ন ॥
সুমুখে অলিন্দ শুভ্র, মর্মরমণ্ডিত ;
পুষ্পের মণ্ডনে মনোহর,
দিবসের রবিকর,
নিশীথ-চন্দ্রিমা,
আলো বর্ণ ঢালে ধবলিমা,
মঙ্গলের আলিম্পনে লাবণ্যে নন্দিত ॥
উন্মুক্ত চত্বরপাশে, অনিন্দ্য-অম্লান,
সারাদিন রবিকরে করে ধারাস্নান
মুখে যেন হাসি নাহি ধরে,
তারার আলোকে শশীকরে
সারে তার সান্ধ্য-প্রসাধন,
সৌন্দর্যের পরম সাধন।
চন্দ্রের চন্দনে শুভ্র ভাল,
পুষ্পরাগে প্রফুল্ল কপোল,
যেন সে রহিবে চিরকাল
কম্পপত্রে অলকের দোল ॥

পাটনা। ১৭।৩।২৯

আজিও হল না ম্লান অন্তরের স্মৃতিদীপখানি,
আজো বাজে মনোমাঝে সেই তব মধুমাখা বাণী,
মনশ্চক্ষু হেরে তব তরুণ-কোমল অরুণিমা,
তুমি ভরেছিলে মোর জীবনের প্রত্যেক অনিমা ॥
সেদিন যৌবন ছিল এ জীবনে তোমার-আমার,
কত অকথিত কথা, দিবারাত্রি শুক্লা ও অমার,
সব হয় নাই বলা, বসন্তের রাগিণী-বাহার
শুনে গেলে, শুনাইলে! এই শুধু হল উপহার ॥
নিদাঘ মরিল জ্বলে, শ্রাবণের বিপুল প্লাবন,
ব্যর্থ-বিদ্যুতের দ্যুতি, সুরভিত কেতকীর বন।
রোমাঞ্চিত নধর-নিটোল নীপ করপুট তব
গন্ধ ও পরাগস্পর্শে করিল না স্নিগ্ধ অভিনব ॥
আজ নেমে আসে শীত, উত্তরের মন্থর পবন,
কাশের হিল্লোলে ভরে আকাশের অন্তিম স্বপন,
মনে জাগে তব মুখ, অধরের শুচিশুভ্র হাসি,
বিদায়ের করুণিমা, চকিতের অশ্রুজলরাশি ॥

২২।৩।২৯

নিবিবার আগে দীপ জ্বলিল আবার,
ঘুচাইল সঞ্চিত আঁধার।
ঘরের কোনায় মুকুর প্রকাশে আপনায়,
মধুর মুখের হাসি, কুঞ্চিত কুন্তলরাশি,
গৌর তনুয়ার
তরুণ-বঙ্কিম রেখাবলী
দেখাইল উরস উজলি ॥
মৃদু-নম্র-সুকুমার রক্তিম অম্বর,
সেদিনের স্মৃতির বাসর
অযত্নবিস্মৃত, পরিত্যক্ত ব্যথায় নিভৃত,
যেন সে বসন্তশেষ অশোক-লাবণ্যলেশ
বিষণ্ণ কেশর,
সুরভি-সম্পুট দিল খুলে,
মুক্তি এল গহন-অকূলে ॥

২৩।৩।২৯।

ভয় নাই, ভয় নাই, অনন্ত-অভয়—
মাভৈঃ মন্ত্রের পাঠ,
মাভৈঃ তন্ত্রের নাট,
হেরি আজ চরাচরময়।
অসীম-অশেষ নভঃ পথচিহ্নহীন
পান্থ সে বিহগ ক্ষীণ,
তনুদেহ লঘু পক্ষদুটি, পালকের একমুঠি,
অনন্ত-অম্বর সন্তরিয়া,
সেও চলে ; কহে তরু, শাখা আন্দোলিয়া—
শিবঃ পন্থা লগ্ন-অনুকূল,
যাও যাত্রী, হবেনাকো ভুল।।
অগাধ-অতল-মত্ত মহাপারাবার,
ক্রুদ্ধ ঊর্মি ফেনমুখ,
তরঙ্গে উত্তাল বুক,
বিপ্লববিক্ষুব্ধ অনিবার,
তারি পরে নেচে চলে তনুগাত্রী তরী,
দারুদেহ নির্ভয়ে সম্বরি।
নাবিক বাহিয়া যায় তারে,
বায়ু কহে বারে-বারে,—

যাত্রা তব হবে না নিষ্ফল,
ধ্রুবতারা চিরস্থির, দীপ্তি-অচপল,
পথের সন্ধান তারি কাছে,
আশীর্বাণী নেত্রে ভরি আছে ॥

২৩।৩।২৯

এ জ্যোৎস্না যামিনীর রহস্যের কথা,
সাগর সে জানে আর জানে তরুলতা।
অলকায় পরিহরি, মর্ত্যলোকে অবতরি,
বনে-বনে বলে তার মনোব্যথা,
দেয় কোরকের মুখে,
পাতাটি তুলিয়া ধরে বুকে,
লতারে জড়ায় বক্ষ-বাসে,
নীরবে সবারে ভালোবাসে ॥
বন্ধ্যানারী, বক্ষে তার স্নেহপারাবার,
সারাদিন করে তোলপাড়,
নিশীথের নিভৃতে-নীরবে
নেমে আসে, নিদ্রামগ্ন যবে
নিখিল-ভুবন,
স্নেহ দিয়ে স্নিগ্ধ করে মন ॥
মেলে না মানস-সঙ্গী তার,
বক্ষে যার ব্যাকুলতা, তবুও অপার
প্রশান্তি যে চিত্তে জানিয়াছে
পদে যার অর্ঘ্য আনিয়াছে
শান্তিহীন শত-শত স্রোতস্বিনীধারা।
তাই যবে চিত্ত আত্মহারা,
সমুদ্রের তীরে,
নেমে আসে ধীরে-ধীরে,
আলোর বীণাটি কোলে তুলে,
শুনায় সে নিপুণ আঙুলে
মনের অন্তরতম কথা—
জানে ব্যর্থ হবেনাকো ব্যথা ॥
যতদিন, যত ক্ষণ, যত দণ্ড থাকি,
মুহূর্তের তরে আমি নইতো একাকী।
বিশ্বব্যাপী দেবতার প্রাণের পরশ,

আমার অন্তরতলে সঞ্চারে হরষ।
আলো মোরে স্পর্শ দেয়, বায়ু কথা বলে,
নিশার তিমিরপথে যে তারকা জ্বলে,
বাণী তার অনির্বাণ। আরো আছে কত,
সুদূর শৈশব হতে নিত্য ও নিয়ত,
যত কথা, যত ছবি, যে স্মৃতিসম্ভার
রচি দিল চৈত্য-মঠ অন্তরে আমার ;
আকাশে হারায়ে গেল যত স্বপ্ন মম,
দেবতার অনবদ্য পুষ্পবৃষ্টিসম,
অসীম ব্যাপিয়া আজো গন্ধ তার ভাসে,
বসন্ত রচনা করে, পুষ্প হয়ে হাসে,
মর্মে মর্মরিয়া যায় গানের আভাস,
কোকিলের কলকণ্ঠে মিলন-আশ্বাস।
তাই থেকে-থেকে মোর আন্‌মনা মনে,
তোমরা ঘরের সঙ্গী ছায়া-ছবি সনে
অভিন্ন হইয়া যাও, স্বপ্ন সত্য হয়,
বাস্তব অস্তিত্বহীন, যেন কিছু নয় ॥

আজি আষাঢ়ের প্রথম দিবস, কবি কালিদাস,
তোমার সুদূর স্বর্গে বসুধার মৃত্তিকাসুবাস
কর কিগো অনুভব? বনান্তের আর্দ্র-সমীরণ
অশরীরী বক্ষে তব জাগায় কি অতীত-স্মরণ?
ঈশানে ধূসর-নীল মেঘমালা নয়ন ভুলায়,
ক্ষণে-ক্ষণে নৃত্যপরা ক্ষণপ্রভা হাসিয়া মিলায়।
সে ছবি কি চোখে পড়ে? ত্রিদিবের ছবি আজিকার
উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা, সুচিত্রলেখার
অম্লান লাবণ্যপুঞ্জ ম্লান করে দিয়েছে কি আজ,
ধরণীর প্রেয়সীর মধুস্মৃতি, মানবীর সাজ?
সব তাই ভুলে আছ? চঞ্চল হয় না তব মন
আঁকিতে যক্ষের ব্যথা, লিখিবারে নূতন লেখন?
নব-মেঘদূত আর অভিনব কুমারসম্ভব,
ঋতুর মালিকা গাঁথা, বর্ষাশ্লোক, নিদাঘমাধব,
তোমারে কি ডাকেনাকো পর্বে-পর্বে শোভার ইঙ্গিতে,
উদ্বেলিয়া চিত্ততল উচ্ছ্বসিত হয় না সংগীতে?
তাপে শুষ্ক, উদাসী বাকলরুক্ষ বিরাগী প্রান্তর,

শীতল-বাদল-বায়ে, ধারাস্নানে শ্যামল-সুন্দর,
নয়নের অনুরাগ বারে-বারে টানিছে আজিকে,
অন্তরে সন্তোষ জাগে, তৃপ্তি ভাসে আঁখি অনিমিখে।
কেবলি যে মনে আনে কত ভালোবেসেছিলে ধরা,
তবু কেঁদেছিল প্রাণ মিলনের কামনায় ভরা,
প্রবাসী যক্ষের মতো চিরজ্যোৎস্না-অলকার লাগি
আজি কামনার স্বর্গে, ধরার-অতীত অনুরাগী,
একেবারে এল কি বিস্মৃতি? উজ্জয়িনী নাই মনে,
উমার উটজ গেহ, হিমাদ্রির চরণ-শরণে?

তোমরা আমারে যারা বেসেছিলে ভালো,
মনের আঁধার কোণে জ্বেলেছিলে আলো,
স্মরণে বরণ করি আমি,
যে নিভৃতে মোর অন্তর্যামী
সবাকার আগোচরে বেঁধেছেন গেহ,
তোমরা সেথায় থাকো ; তোমাদেব স্নেহ
চিরজ্বালা দীপ দেউলের,
বলে পথ মোর অকূলের ॥
স্নেহ দিতে কৃপণ হয়েছ যারা সবে,
তোমাদের অন্তরের আনন্দ-উৎসবে
আমারে করনি আমন্ত্রণ,
অকস্মাৎ করেছ লুণ্ঠন
নির্দয়াল দস্যুসম আমার সুনাম,
বিমুখ সে মুখ চেয়ে করিগো প্রণাম।
ধূর্জটির তৃতীয় নয়নে,
তারো বার্তা অন্তরশয়নে ॥

২৮।৬।২৯

কপোত! কাতর কণ্ঠে ডাকিছ কাহারে
ওগো, ওগো, ওগো!
পেলে কি সন্ধান তার ডাকিছ যাহারে, বিরহী বিহগ?
সকাল-দুপুর নাই, নিশুতি-নিশীথ এক বাণী অই,

নিশা নিদ্রাহারা শুনি দিশাহারা গীত দিবাস্বপ্নময়ী।
যে বেদনা-বিরহের করিতে বিদায় অন্তর আকুল,
তোমার আহ্বান ফেরে স্মৃতি-সমুদায়, হয়ে যায় ভুল।
আজ নয় সেইদিন মধুমাস দেশে, নাই প্রিয়মুখ,
শ্যামল নয় সে পথ দিগন্তর ঘেঁষে ; প্রান্তরের বুক
কনক-কেশর-শীর্ষ ধান্যের হিল্লোলে পুলকিত নয়,
আনন্দের দীপসম আজ নাহি দোলে কদম্বনিচয় ॥
রিক্ত ক্ষেত্র পরেছে বাকল-রুক্ষ বাস, ভূষণবিহীন ;
পরাগ-কেশরঝরা কদম্ব উদাস, ভূতলনিলীন ॥
অন্তরে অনন্ত তৃষা চাহে না মানিতে কালের শাসনে,
তোমারি মতন কাঁদে ফিরায়ে আনিতে যেথা নির্বাসনে
সুদূরে প্রবাসী প্রিয়। তারি নামখানি জপি অনিবার,
অলখ-বারতা যদি সেদিনের বাণী জাগায় আবার,
নীরব বীণায় বাজে মৌন আলাপন অতীত স্মৃতির,
বিরহী খুঁজিয়া পায় হারানো স্বপন, মিলনের তীর।

২৯।৬।২৯

ও-পথে নেভে না দীপ সারাটি রজনী,
বিজুলি অনল-জ্বালা দীপ্তশির অচপল-শিখা।
হোথা কার শয্যাসাথী দুখিনী সে কোন অনামিকা,
জীবনকাহিনী যার চিতার কালিমা দিয়ে লিখা—
দিনেক প্রেয়সী শুধু, নিশীথসজনী।
সুরাসিক্তসুরে গীতি ওঠে প্লুতস্বরে,
গান নয়, মনভাঙা বেদনার কাঁদন যেন সে,
রজত নিক্কণ তবু ক্ষণেক্ষণে কানে এসে পশে,
জাগায় না মর্মবাণী হরষের নিবিড় পরশে,
প্রতিধ্বনি ওঠে বেজে অলিন্দপ্রস্তরে।

হোথায় নিশীথ-আলো, নিশাকরী-বাণী,
প্রভাত-পরশমাত্র বাতায়ন রুদ্ধ করে চোখ.
অর্ধচন্দ্রে সম্মানিত পূতবাস উষার আলোক,
বদ্ধ ঘরে বন্দী বায়ুমন্ত্র জপে পরাজয়-শ্লোক,
কত পান্থ কিন্তু চায় কৌতূহল মানি।

হোথা নিরানন্দ দিন, আলোর সমাধি,
চেতন-দিনের বার্তা সচেতন করেনাকো হিয়া,

শিশুর কাকলি-কথা, হাস্যধারা অনন্ত-অমিয়া,
কোনদিন নাহি ঝরে জাগরণ সঞ্জীবনী নিয়া।
হোথা তমোময়ী রাত্রি, গোধূলির আঁখি ॥

তারাবাস। ১৭।৭।২৯

মনে সাধ যায় মোর তারার মতন হয়ে থাকি,
সাঁঝে আসি, সারাদিন আপনারে লুকাইয়া রাখি ॥
তপনের সাদা জরির চাদরতলে শুয়ে,
আকাশের নীল চাঁদোয়ার নিচে হতে নুয়ে,
চেয়ে দেখি সারাবেলা ধরণীর খেলা।
ঘরে-ঘরে কত কাজ, গোধূলির বেলা
ধূপদীপ জ্বেলে নিয়ে ঘরে-ঘরে চলা,
কাছে করে ছেলেদের রূপকথা বলা
সকাল হতে না হতে পলায়ন এমনি সুদূরে
খুঁজিলেও মিলিবে না এ ধরার কোন অন্তঃপুরে।
কাজ নয়, স্বপনের বুনি জালখানি,
বলার নূতন কথা খুঁজেপেতে আনি।
সাধ মনে আমি শুধু তারার মতন হয়ে থাকি,
সাঁঝে হাসি, সারাদিন আপনারে লুকাইয়া রাখি ॥
চেয়ে দেখি অন্ধকারে দুইলোকে যত কিছু ঘটে,
আলোর কাছেতে শুনি চিরদিন যাহা কিছু রটে।
ভালো-মন্দে, আলোতে-ছায়ায়, কাছে-বহুদূরে
সবার খবর রাখি, গানের সকল সুরে
প্রাণে পাই সাড়া, আর লয়ে তারি বাণী,
তোমাদের তরে আমি মালা গেঁথে আনি।
ধরার চম্পক আর স্বর্গপারিজাত,
মনের বাসরে মোর লভে এক জাত,
স্বর্গসুখ পাই যেন, ধরণীর প্রীতি না হারাই,
দিব্যদৃষ্টি দিয়ে 'দেখি প্রাণ হতে প্রিয় তোমরাই।
বড় সাধ হয় মোর তারার মতন হয়ে থাকি,
স্মৃতিতে বিস্মৃতি নাই, স্বপ্নরাজ্যে খুলে যায় আঁখি ॥

তারাবাস। ২১।৭।২৯

নারী-মঙ্গল

নারী হয়ে যে রমণী, হায়, শুধু ; খেলার পুতুল হয়,
ব্যর্থ জন্ম তার, মাতা মোরা, দেবতার সুধার সঞ্চয়
বক্ষে বহি ; দুহিতা আমরা, বিধাতার স্নেহরস-ধারা
মুক্ত করি বসুধার শুষ্ক বুকে, পতিত পাবনী পারা
গোমুখীর মুখে, ভগ্নি মোরা, সোদরের ইহজগতের
গ্রহতারকার আলোকের সাথী, অন্ধ শ্রান্ত মরতের
নিত্য অন্ধকার করি দিয়া দূর, মুগ্ধ প্রেমনেত্রে জ্বালি
অরুন্ধতী আলো, পত্নী মোরা মানবের, সংসারের কালি
মুছে সদা গৃহলক্ষ্মী, সাধক-সেবিকা, নম্র পূজারিণী
ভক্ত জীবনের, অনাদি করুণাধারা অনন্ত বাহিনী।

ভারতবর্ষ, পৌষ ১৩২২

শিশুমঙ্গল

কি ছবি আঁকিব যাদু তোমাদের তরে?
নয়ন-কিরণে যারা ধরা স্বর্গ করে!
ধরণীর ধূলি যত রতনের কণা,
দুঃখ পলাইয়া যায় হয়ে অন্যমনা!
আঁকিব ছবি কি তবে পড়ার, খেলার?
পণ্ডিতের কড়া মূর্তি? অথবা ফলার
মিছি-মিছি ভুয়ো ফলে নিয়ে সখা-সাথী,
জননী জ্বালেন যবে ঘরে সাঁঝ-বাতি,
ঘুমে ঢুলে পড়া আঁখি স্বপ্নে ভরপূর,
যখন পূজায় বাজে বাঁশরি মধুর!
শঙ্খের আহ্বানে প্রাতে ভাই-দ্বিতীয়ায়

পোশাকে পুতুলে যবে ঘর ভরে যায়!
ডাকিব বসন্তে কিগো আবির ছড়ায়ে,
বরষা বিদায় দেব ঝুলন ঝুলায়ে,
রেশমের রাখি দিয়ে সবারে বাঁধিয়া,
সন্ন্যাসী দেখিয়ে কিগো নাচিছে তাধিয়া
চড়কে গাজনে যবে ঢাকে পড়ে বাড়ি?
এসবে ভরেনা মন, চাও ইহা ছাড়ি
আরো কিছু, আকাশের ক্ষণপ্রভা খেলা,
জলধির তরঙ্গের মহানন্দ মেলা,
অদৃশ্য বায়ুর দশা কীর্তন আবেগে,
অবসর দাও তবে দেখি আরো জেগে—
তৃতীয় নয়নে আলো ফোটে কি না ফোটে,
শ্রান্ত নয়নের দৃষ্টি, দীপ্তি নাহি মোটে
অশ্রুর প্রতাপে, দেখি হৃদয়ের বলে
অনির্বাণ দীপ কোনো জ্বলে কি না জ্বলে!

ভারতবর্ষ, চৈত্র ১৩২২

শিশুমঙ্গল

কি ফুল ফুটাব, মণি, তোমাদের লাগি,
দীর্ঘরাত্রি অন্ধকারে ভাবি একা জাগি।
অধরে বাঁধুলি ধর, কপোলে গোলাপ,
নবনীত-তনু-দেহে চম্পক প্রতাপ,
নয়নে অপরাজিতা, কর্ণে কুরুবক,
দুগ্ধদন্তে কুন্দ-শুভ্র কোরক-স্তবক,
অশোক-মঞ্জরি লীন মুগ্ধ করপুটে,
রক্তজবা লাজে রাঙা পড়ে পায়ে লুটে,
ধরণীর পুষ্পবন সকলি উজাড়
তোদের জোগাতে, যাদু, পূজা-উপচার।
এবার আনিতে হবে নন্দনের ফুল,
দেবতার পারিজাত, অনিন্দ্য, অতুল!
সে যে মন্থনের ধন, সিদ্ধি সাধনার!
অবসর দাও তবে কিছু দিন আর,
নয়ন মুদিয়া দেখি ধেয়ান ধরিয়া,

আসে কি না আসে নেমে ত্রিদিব ছাড়িয়া!
কি গাব শোনাব, রাজা, তোমাদের সবে—
কণ্ঠপূর্ণ যাহাদের গীত-মহোৎসবে?
কোকিল, দোয়েল, শ্যামা, কলহংস আর,
চকোর, চাতক, ভৃঙ্গ, উল্লাস কেকার,
মধুপ-গুঞ্জন-গীতি, কপোত-কূজন,
নিশিদিন পরিপ্লুত সজন-বিজন!
পারাবতসম ঘুরে খেলার অঙ্গনে
এক কথা বার বার বল মুগ্ধ মনে ;
ময়নার মতো শেখা আধ-আধ বাণী ;
তোত্‌লা তোতার মতো, বাধা নাহি মানি
তবুও নাচিয়া বল বুলি হরবোলা!
চক্রবাক্-আর্তনাদ তাও নাহি ভোলা ;
জননী আড়ালে গেলে, পেলে পুনরায়
বুলবুল সম গাও সুধার ধারায়!
এ গানে হবে না আর, চাহ যে নূতন,
বাণীর বিশদ গাথা, মুক্ত চিরন্তন,
দেবর্ষির বীণা-যন্ত্রে নিত্য হরিনাম,
প্রহ্লাদ সানন্দ যাহে, ধ্রুব পূর্ণকাম।
সে যে প্রেমানন্দ বোধ বিশ্বাস সরল,
অবসব দাও তবে, হৃদয়-গরল
সব জীর্ণ করি,—লভি নূতন-জীবন,
সুধার শোধনে দিব্য নবীনশ্রবণ।

ভারতবর্ষ, পৌষ ১৩২২

তুমি মোরে করেছ কামনা

তুমি মোরে করেছ কামনা,
      আমি আনমনা
দেখি নাই চেয়ে—তুমি যে না পেয়ে,
চলে গেছ কতখানি দূরে,
আজি তব বাঁশরির সুরে
      পড়ে গেল মনে, আজি কেমনে
তোমারে ফিরাব বল আর?

চারিধারে আঁধারের এসেছে জোয়ার!
তবু মোর টলমল তরী,
তব আশা ধনে ভরি
দিলাম খুলিয়া,
আঁধারে ভুলিয়া,
এ যদি গো যেতে নাহি পারে
তোমার সুদুর পারে,
তবু মোর যা ছিল দিবার,
সব দিয়ে একেবারে বাঁচিনু এবার!

ভারতবর্ষ, ফাল্গুন, ১৩৩১

মন দিয়ে মন জানা যায়

মন দিয়ে মন জানা যায়,
না পেয়েও দুঃখ ঘুচে, অশ্রুজল যায় মুছে
আঁধারে আলোর রূপ নয়ন ভুলায়!
মন দিয়া শুনিবারে পাই,
যে কথা বলনি মুখে, চেপে রেখেছিলে বুকে,
তারি সুর চারিদিকে—আর কিছু নাই।

যে সোহাগ চেয়েছিলে দিতে—
অতনু পরশে তার এ তনু বীণার তার,
কেবলি পুলকে কাঁপে দিবসে-নিশীথে!
এ আমার একেলার ঘরে,
তোমারি সে ভালোবাসা, কতদিকে নিল বাসা,
কত আশাতীত ধন দিল চিরতরে।

ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২

কবে?

কবে এই ভালোবাসা মনে বেঁধেছিল বাসা
কে লিখেছে ইতিহাস তার?

যতদূরে যেতে পারে মন সে জানার পারে
দেখে চিহ্ন তারি বারতার।
জানা নাই তিথি-ক্ষণ কেহ লেখে নাই সন,
ফাল্গুনে কি চৈত্রে দিল দেখা,
সহসা পড়িল চোখে, নাই আর কোন লোকে
হেমন্তের পাণ্ডুপত্র-লেখা।
বনের অন্তর-তলে অনলের মতো জ্বলে
অশোকেব অরুণ কিরণ,
কণ্টকের কুণ্ঠা ভুলে শিমুল প্রদীপ্ত ফুলে
রক্তরাগ করে বিকিরণ!
চম্পার অকম্প বুকে পশিয়াছে মনোসুখে
রাশি-রাশি সুরভি-সম্ভার,
চূতমুকুলের পাত্রে ভরিয়াছে একরাত্রে
বসন্তেব সুধার ভাণ্ডার!
তারপরে বার-বার মর্ম্মমাঝে অভিসার
স্বপ্নে লেখা কান্ত পদাবলি,
তারপরে সব দেখা তারি রসাঞ্জনে লেখা
বিশ্বছবি নবীন কেবলি।
তার ইতিবৃত্তখানি বহে চিরন্তনী বাণী
দিগন্তেও নাহি হয় শেষ,
নীলাম্বরে দিকে-দিকে তারার অক্ষর লিখে
রাখিয়াছে চক্ষের নিমেষ!
বিশ্বের নিঃশ্বাস-বায়ু বহে তার পরমায়ু,
বসুন্ধরা বক্ষের বেদন,
উচ্ছ্বসিত পারাবার ছন্দোভরে বার-বার
অতলের আনে আবেদন!
অপার অজানা হতে, এ জানা অদূর পথে
বেজেছিল কোন্ এক ক্ষণে,
তার সেই আগমনী আশার পরশমণি
সঙ্গোপনে ছুঁইল জীবনে।
বিশ্বপথে সেই হতে চলেছে অবাধ স্রোতে
নূতনের যাত্রা অফুরান,
অতীত নাহিক যার, কোথা ইতিহাস তাঁর?
চিরনব ভবিষ্য পুবাণ!

প্রবাসী, মাঘ ১৩২৬

চাঁদ*

তোমার রূপের জ্যোতি খেলা করে পরানে আমার,
ওগো চাঁদ, এত কাছে উজল এমন!
তোমার ও রূপ মোরে শিশু করে দিয়েছে আবার,
কাঁদিয়া বাড়াই হাত, ধরিবারে মন।
কচি মেয়ে আমি যেন দু-হাত বাড়ায়ে
তোমারে বাঁধিতে চাই বুকেতে জড়ায়ে ॥
আজ রাতে কত পাখি গান গেয়ে জাগে বারে-বারে,
তোমার আলোতে আঁকা কণ্ঠে মণি-হার
মুখে মোর কথা নাই চলে গেছি শব্দের ওপারে,
অবাক্ বন্দনা মোর আজি উপহার।
বনানী মুখর হল কোকিলের স্তবে,
আমার অন্তরে প্রেম জাগিছে নীরবে ॥

প্রবাসী, কার্তিক ১৩৩৭

যতদিন যতক্ষণ যয় দণ্ড থাকি

যতদিন যতক্ষণ যয় দণ্ড থাকি,
মুহূর্তের তরে আমি নই তো একাকী,
বিশ্বব্যাপী দেবতার প্রাণের পরশ,
আমার অন্তরতলে সঞ্চারে হরষ,
আলো মোরে স্পর্শ দেয়, বায়ু কথা বলে
নিশার তিমির পটে যে তারকা জ্বলে
বাণী তার অনির্বাণ, আরো আছে কত,
সুদূর শৈশব হতে. নিত্য ও নিয়ত
যত কথা, যত ছবি. যে স্মৃতি-সম্ভার
রচি দিল চৈত্য মঠ অন্তরে আমার ;
আকাশে হারায়ে গেল যত স্বপ্ন মম,
দেবতার অনবদ্য পুষ্পবৃষ্টি সম,
অসীম ব্যাপিয়া আজো গন্ধ তার ভাসে,
বসন্ত রচনা করে, পুষ্প হয়ে হাসে,

* W H. Davies-এর ছায়া অবলম্বনে

মর্মে মর্মরিয়া যায় গানের আভাস,
কোকিলের কল-কণ্ঠে মিলন আশ্বাস।
তাই থেকে-থেকে মোর আনমনা মনে,
তোমরা ঘরে সাথী ছায়া-ছবি সনে
অভিন্ন হইয়া যাও, স্বপ্ন সত্য হয়,
বাস্তব অস্তিত্বহীন যেন কিছু নয়!

প্রবাসী ভাদ্র ১৩৩০

রূপান্তর

আমার মনের ব্যথা আছিল গোপনে,
কুঁড়ি যেন পর্ণপুটে আপনারে ঢাকি প্রাণপণে
কেবল একটি রাত ; মলয় বুলায়ে হাত,
ফোঁটা দুই অশ্রুপাত করি তার সনে
ফুল করি আজি তারে এনেছে আলোর পারে,
সুরভি মধুতে ঘিরে বরণ-বসনে।
অজানার মতো তারে আজি মনে হয়,
ভুলে যাই অকস্মাৎ একদিন সে কি পরিচয়,
স্মৃতি যার বেদনায় ব্যথা দেয় আপনায়,
আজি তারে চেনা দায়, পরম বিস্ময়!
দেখি যত বারে-বারে মমতা ততই বাড়ে
যদি খসে যায় ভারে, এই শুধু ভয়।

প্রবাসী, আষাঢ় ১৩২৯

আলোকের ইতিহাস

আলোকের ইতিহাস আকাশের পাতে
লেখা নাহি থাকে,
ধরণী ধরিয়া তারে বুকে করে রাখে,
পত্রে-পুষ্পে ছত্রে-ছত্রে প্রতি দিন-রাতে
রেখায়-রেখায় লিখে রাখে বিবরণ,
প্রতি ঋতু-সম্রাটের জীবন-মরণ!

বসন্তে অশোক-লিপি হয়ে যায় লেখা
বনে বনান্তরে
নিদাঘের অবদান ফলের অন্তরে
সরস মধুর ধারে দেয় ধীরে দেখা,
তীক্ষ্ণ তীব্র কিরণের দীপ্ত অভিযান
রেখে যায় প্রতি বীজে চির অভিজ্ঞান!

বরষার দুঃখ-কথা বহিছে কেতকী
উৎকীর্ণ কাঁটায়,
ক্ষতচিহ্ন রোমাঞ্চিত কদম্বের গায়,
নীরস নিরাশা দলে বহে হরিতকী,
বকুল আকুল হয়ে ভূতলে লুটায়!
কূটজের ছিন্নদল ঝরিছে কুণ্ঠায়।

যেদিন বসেন রবি নব রাজপাটে,
বিজয়ী শরতে,
শুভ্র মেঘধ্বজা বহি নীলাম্বরপথে,
সে বারতা প্রচারিতে ধায় পথে-ঘাটে
কমল-সুগন্ধি স্নিগ্ধ সুমন্দ পবন,
আলিম্পনে শেফালিকা সাজায় ভুবন!

হেমন্তের স্বর্ণশীর্ষে হিল্লোলে হিল্লোলে
চলে বার্তা তার
ধরার সীমান্ত ছাড়ি দিগন্তের পার!
পূর্ণা তটিনীর তীরে কাশগুচ্ছ দোলে,
রবিশস্য সুবর্ণের আসন বিছায়,
গ্রামপ্রান্তে প্রান্তরের কান্তারের ছায়!

শীত লেখে কুন্দ শুভ্র পুষ্পের পাতায়
শেষ কটি কথা!
বিজয় ঘোষণা নয়,—বিদায়-বারতা,
পীতপত্রে পাণ্ডুলিপি লিখে দিয়ে যায়
বসন্তের নিমন্ত্রণ, শেষ কটি ফুলে
বিদায়ের বরাভয় রেখে যায় তুলে!

চলেন অশ্রান্ত রবি, অনন্ত অম্বরে,
রথচক্র তাঁর

লেখে না পত্রের 'পরে চিহ্ন আপনার
অজস্র কিরণধারা নিত্য ঝরে পড়ে
বসুধার, চন্দ্রমার আনন্দের দান
তরুলতা তৃণগুল্মে জোগাইছে প্রাণ।

তাই তার ইতিহাস বসুধার বুকে,
বনের মন্তরে
তৃণপুঞ্জে, কুসুমের লাবণ্যের স্তরে,
খনির মাণিক-দীপে, তটিনীর মুখে
মুখরিত গীতভাষে, চিত্রিত অঙ্কিত
দিকে-দিকে, যুগে-যুগে, চির সঞ্জীবিত!

প্রবাসী. কার্তিক ১৩২৬

তারার মতন

মনে সাধ যায় মোর তারার মতন হয়ে থাকি,
সাঁঝে আসি, সারাদিন আপনারে লুকাইয়া রাখি,
তপনের সাদাজরির চাদর তলে শুয়ে,
আকাশের নীল চাঁদোয়ার নিচে হতে নুয়ে,
সারাবেলা দেখি চেয়ে ধরণীর খেলা,
ঘরে-ঘরে কত কাজ, গোধূলির বেলা,
ধূপ-দীপ জ্বেলে নিয়ে ঘরে-ঘরে চলা,
ছেলেদের কাছে নিয়ে রূপকথা বলা
সকাল না-হতে-হতে পলায়ন এমনি সুদূরে
খুঁজিলেও মিলিবে না ধরণীর কোন অন্তঃপুরে!
কাজ নয় স্বপনের বুনি জালখানি,
বলার নূতন কথা খুঁজে পেতে আনি।
সাধ যায় অমনি তারার মতো হয়ে থাকি,
সাঁঝে হাসি, সারাদিন আপনারে লুকাইয়া রাখি,
চেয়ে দেখি ভালো করে দুই লোকে যাহা কিছু ঘটে,
আলোর মুখেতে শুনি, যাহা কিছু চিরদিন বটে,
ভালো-মন্দ আলোকে ছায়ায় কাছে বহুদূরে,
সবার খবর রাখি, গানের সকলতর সুরে
প্রাণে পাই সাড়া, আর লয়ে তারি বাণী.

তোমাদের তরে আমি, মালা গেঁথে আনি,
ধরার চম্পক আর স্বর্গ পারিজাত,
মনের বাসরে মোর লভে একজাত,
স্বর্গসুখ পাই যেন, ধরণীর প্রীতি না হারাই,
দিব্যদৃষ্টি দিয়ে দেখি প্রাণ হতে প্রিয় তোমরাই,
সাধ যায় মনে অমনি তারার মতো হয়ে থাকি,
স্মৃতিতে বিস্মৃতি নাই, স্বপ্নরাজ্যে খুলে যায় আঁখি।

প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৩৭

মেঘের মতন

মেঘের মতন ভেসে যেতে সাধ, অসীম আকাশ 'পরে,
কখনো শুভ্র, কখনো ধূসর, কখনো গেরুয়া পরে।
বুকেতে আমার আঁকিয়া আদরে, অতুল বাসবধনু,
মুখেতে মাখিয়া তপনের তপ্ত আলোর উজল রেণু—
মেঘের মতন ভেসে যেতে সাধ নিখিল বাতাস বহি,
পাগল সিন্ধুর বাষ্পের শ্বাস পরশিয়া রহি-রহি।
অতলের তার মরম ব্যথার, বেদনা বুকেতে নিয়ে
শীতল নয়ন সলিলে তাহার যাতনা জুড়ায়ে দিয়ে,
মেঘের মতন ভেসে যেতে সাধ গৌরীশিখর-শিরে,
সকল তাপের অন্তিম মুক্তি শেষের তুষার তীরে,
গলিয়া ঝরিতে গোমুখীর মুখে পাবনী-গঙ্গাধারা,
সাগরের সনে অবাধ মিলনে আবার হইতে হারা।

প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৩৭

নিরাশা

আকাশের অস্তমান চন্দ্র ছাড়া আর
উর্ধ্বমুখী চকোরের ব্যাকুল হিয়ার
কেহ শোনে নাই বন্ধু আহ্বান কাতর
নিমেষে ছাইতে শূন্য পাণ্ডুর অম্বর!

প্রবাসী, কার্তিক ১৩২১

সর্বস্বান্ত

সমিধ পুড়িয়া ছাই বাকি আর কিছু নাই
নিবে গেছে রক্তিম আলোক,
প্রাণহীন সে ধুলায় কিছু না জনমে হায়,
মরা প্রেম, উদাসীন শোক।

প্রবাসী, পৌষ ১৩২৯

আশ্বাস

ধূসর উষর গিরি তারি ধারে ধীরি-ধীরি
তনু দুটি বেণুদণ্ড কাঁপে চন্দ্রালোকে,
দোহারে পৃথক করে পাষাণ রয়েছে পড়ে
বায়ুর আশ্বাসে তবু মিলিছে পুলকে।

প্রবাসী, পৌষ ১৩২১

স্বপ্নসহায়

স্তব্ধ অতীতের পুণ্য-বেদিকার 'পরে
স্মৃতি-ধূপ-দীপ থাক চিরদিন তরে ;
শুধু এই স্বপ্নশ্রান্ত পরানে আমার
মায়ার আলোকে তব বাঁচুক আবার
ম্রিয়মাণ মধুমাস, করি জাগরূক
আলোর অনন্তলীলা, গাহিবার সুখ।

প্রবাসী, চৈত্র ১৩২১

কল্পতরু

(ওকাকুরা)

অগাধ পরিখা-বাধা তারি পর-পারে
হিমবান শৈলেন্দ্রের বক্ষের তুষারে

পুষ্পিত অনিন্দ্য তরু শুভ্র নিরময়,
কত জন্ম-জন্ম হায় আকুল হৃদয়
শৈবালে আচ্ছন্ন স্তব্ধ শিলাসন 'পরে,
মায়ামুগ্ধ তারি পানে স্তব্ধ চন্দ্রকরে
বরচাহি, গতপাপ কতদিনে হায়
তারি পুণ্য-মধুস্বাদ লভিব হিয়ায়!

প্রবাসী, কার্তিক ১৩২৩

কামনা

(ওকাকুরা)

দেখিতেছি তারা এক ; মোর ধ্রুবতারা—
জানি কোথা চলিয়াছে তরণী আমার
ভগ্ন হাল ছিন্ন পাল হায় দিশাহারা
একেলা চলেছি ভাসি সাগর আঁধার।
নিশার শিশির একি কিম্বা অশ্রুধারা
সিক্ত যাহে একেবারে উত্তরি আমার?
কোথা সে জোয়ার, ঝড় পাগলের পারা
যার বলে ভেসে আমি যাব একেবারে,
আমার কামনা-তীর্থে, তোমার দুয়ারে?

প্রবাসী, কার্তিক ১৩২৩

অন্তিম ইচ্ছা

(ওকাকুরা)

আমি মরে গেলে পরে,   করতাল বাদ্যভরে
        কোরোনাকো নগর-কীর্তন,
        উড়ায়োনা চঞ্চল কেতন!
সিন্ধুতীরে, দেবদারু-ছায়া-বীথিকায়
ভাবের পরশে লেখা গানগুলি তার
বক্ষে রাখি সমাহিত করিয়ো আমায়!

মরণ-বিলাপ মোর   সেথা দিবানিশি ভোর
আনমনা সমুদ্রের পাখি
তীক্ষ্ণসুরে গাহিবে একাকী!
সে বিজন শয়নের শিয়রে আমার
স্মৃতিচিহ্ন যদি কোন না দিলেই নয়,
রোপিয়ো রজনীগন্ধা শুভ্র সুকুমার!

রব আমি আশা করে   যবে হিয় বাষ্পভরে
ধরণীর সীমা লুপ্ত হবে,
পূর্ণাতিথি জাগিবে নীরবে,
বিরহ-বেদনা-শ্রান্ত হৃদয় তন্ময়
শান্ত করি, সে আমার সোহাগপরশে
শয়ন করিবে পাশে ত্যজি লাজ ভয়!

প্রবাসী, কার্তিক ১৩২৩

শতবর্ষ পরে

তোমারে দেখিনি চক্ষে, তব প্রতিকৃতি—
সর্বাঙ্গসুন্দর দিব্য, সৌন্দর্যের স্মৃতি;
হে দেব পুরুষোত্তম, তব পদে নমোনমঃ ॥

চিত্তবলে বলীয়ান অনন্যস্বাধীন,
কারো কাছে কভু তুমি হও নাই দীন,
ষোড়শ কিশোর, বন্ধনের ডোর,
ছিন্ন করি গেলে দূর দুর্গম প্রদেশে,
মহামনা, সত্যকাম তপস্বীর বেশে।

নারী মোরা সব চেয়ে তব কাছে ঋণী,
করুণায় সবাকারে লইয়াছ জিনি,
কোথাও ছিল না স্থান, সহিয়াছি অসম্মান
চিতে যার চিতানল জ্বলে, তারেও সঁপিয়া চিতানলে।
সতীধর্ম হত যে প্রচার, অন্যায়ের সেই অবিচার,
তুমি করেছিলে দূর ওগো মহাপ্রাণ,
কখনো যাওনি ভুলে সত্যের সম্মান।

স্বদেশে-বিদেশে তুমি, অদ্বিতীয় যাঁরে
সাধনা করেছ নিত্য পূজা করিবারে,
সেই তুমি দূর পর-বাসে, বিদেশীয় ভক্তজন পাশে,
মরণের লভিলে আশ্রয়, তাহারা গাহিল জয়-জয়,
শেষ তব রোগেব শয্যায়, তাহাদেরি স্নেহ শুশ্রূষায়
চির শান্তি-নিকেতনে, গেলে লোকান্তরে
অক্ষয় অমৃতধামে বিধাতার বরে।
শ্রাদ্ধের বাসরে, এই শতাব্দীর শেষে,
সে কথা স্মরণে আসে আজিকে স্বদেশে,—
অশ্রুজলে অভিষিক্ত আঁখি, শোক-দৃশ্য মনে-মনে আঁকি।

রাজা শুধু নহ, তুমি রাজ-অধিরাজ,
রাজনীতি ক্ষেত্র, ভাষা, ধর্ম ও সমাজ,
সচেতন করেছিলে অশেষ আশায়,—
তোমার সাধনা সেই, সে-অধ্যবসায়,
যেই বীজ করিল রোপণ, সার্থক সে, তব প্রাণ-পণ,
যা বলি যা করি মোরা তারি পরিণতি :
অলোক-সামান্য নেতা, তোমারে প্রণতি ॥

[রামমোহনের মৃত্যু শতবর্ষকে মনে রেখে রচিত]
বঙ্গলক্ষ্মী, পৌষ ১৩৪০

নিঃসঙ্গ

মনের সাগর পারে নির্জনের দেশ,
সেথা আমি নিঃসঙ্গ একেলা,
তরল জীবন 'পরে লহরী অশেষ ;
কত বর্ণ ভঙ্গি কত ; সংগীতের মেলা!
আমার উষর তটে, গুল্ম বীথিকায়,
বায়ুর হিল্লোল নাই, পাখি নাহি গায়!
নীরবে ভাসিয়া যায় উষার রক্তিমা,
নিঃশব্দে নিবায় দীপ নিশীথ চন্দ্রিমা ॥

অপার সে পারাবারে তরঙ্গ স্পন্দন,
রাত্রি-দিন বিনা শেষ বাণী ;
কভু মত্ত কভু মৃদু, ব্যাকুল বন্দন

স্তুতি নতি, কেবা জানে কাহারে বাখানি?
জ্যোৎস্নালোকে অতলের উচ্ছ্বসিত চিত;
অমার আঁধার বক্ষ নক্ষত্র-খচিত।
তট-বালুকায় তার স্মৃতি-বিস্মরণ,
কোন প্রতিবিম্ব তারে করে না বরণ।

আকাশের মুখ চাওয়া প্রতিধ্বনিহীন
অখণ্ড সে অশেষ স্তব্ধতা,
সমীর-পরশস্মৃতি লুক্কায়িত লীন,
লেখা হয়নাকো তার আলেখ্য-বারতা,
ছন্দোহীন নিস্পন্দতা, নিশ্চিহ্ন আলোক,
অনিমেষ অন্ধকার, পদশব্দ শ্লোক
অশ্রুত সুদূর, যুগযুগান্ত ধরিয়া,
এ সাধনা প্রতীক্ষার কাহারে স্মরিয়া?

ভারতবর্ষ, আশ্বিন, ১৩৩৫

চতুর্থী

১

আর দেখা হবে কি না, তাই ভাবি মনে,
কবে হল ছাড়াছাড়ি, জানিব কেমনে
তোমার আমার মাঝে কোন ব্যবধান
এতদিনে হয়নি রচিত, পরিধান
একখানি বস্ত্রের সমান, ছিনু দোঁহে
যম আসি কাঁচির মতন, কোন্ মোহে
কেটে দুইখান করি দিল ভিন্ন করে,
অশান্ত আত্মার মতো একা ঘরে-ঘরে
ঘুরে মরি, হাতে আর নাই কোনো কাজ
সব আয়োজন নিলে সাথে, ত্বরা ব্যাজ
নিরর্থক আমার জীবনে, স্নেহ-প্রেম
সেবা-যত্ন রতন-মানিক আর হেম
বিফল সকলি ; কার, আর কোন্ আশে
এ বোঝা বহিয়া চলি এত অনায়াসে?

২

পূর্ণচ্ছেদ পড়ে কি কখনো এ জীবনে :
কাল ছিল, আজ গেছে, হয় তবু মনে
প্রাণ-শক্তি হয়নি নিঃশেষ একেবারে!
কন্যা তার 'মা' বলে ডাকিছে বারে-বারে,
পরিচিত প্রিয়নাম করে উচ্চারণ
মাতা, ভগ্নি, পতি, বন্ধু, নহে অকারণ
আপন অজ্ঞাতে এই নিত্য মনে পড়া,
এ অবাধ স্রোতোধারা. পড়ে যদি চড়া
থেকে-থেকে দূরে-দূরে, থামে না প্রবাহ,
জীবন সিন্ধুর বুকে, যতখানি চাহ
যেতে পার তরি বাহি অপার, অকূলে,
যা চাহ দেখিবে, যদি মন রাখ খুলে ॥

৩

তবুও সংশয় জাগে, চোখে দেখা এমন অভ্যাস
সায় দেয়নাকো মন, অগোচরে হয় না বিশ্বাস,
দোলে মন সংশয়-দোলায় যেন তবু বারে-বারে।
পারে না নামায়ে দিতে পুরোপুরি পুরাতন ভারে,
রহে সে আগেরি মতো, কালাকাল তবু কাছে তার
হয়নাকো ঠাঁই-ছাড়া, আজকাল, আগামী যে যার
মানবের মনোভূমে পেতেছে যে অচল আসন,
নিজ-নিজ দাবি তার সহজে সে ছাড়ে না কখন
আজ যে সান্ত্বনা হয়ে উঁকি দেয় সচেতন মনে
কত কথা বলে চুপে-চুপে, সেই কাল এ জীবনে,
নামাইয়া কালো যবনিকা, ঢেকে দেয় সব ছবি,
অতীত পড়িয়া থাকে, লুকায় যে ভবিষ্যের সবি!

৪

কেন যে এমন হয় তার সমাধান
পারিবে কি করিবারে মন, সে বিধান
কোথা পাব. সকল রহস্য যার কাছে
হবে অবারিত অন্ধকার যার পাছে
রবেনাকো, চোখে দেখি যেমন ধরণী—
কুসুমকুন্তলা-কান্তি হরিৎ-বরণী,—
মনে সেই মতো, যাহা দেখিনাকো চোখে,
আজন্ম সঞ্চিত স্নেহে, স্মৃতির আলোকে,

অন্তর মন্দির মাঝে হবে দীপ্যমান
অতীতের ছায়া-পথে নিশি-দিন-মান
নবীনের দিব্য ছবি অপূর্ব সৃজন,
নয়তো উদয় পথে বিনা আয়োজন
পুঞ্জীভূত তপোবলে চিরন্তন ভানু,
করে যার উদ্ভাসিত অণু-পরমাণু।

ভারতবর্ষ, আশ্বিন ১৩৩৪

স্বরূপ

পরানের এ দোলায়, ভুলায়ে দোলায়ে তায়,
মানুষ করেছি কত করে,
হে বালগোপাল মোর, জীবনের ননীচোর,
তাই বাঁধা আছ স্নেহ-ডোরে।
নগ্ন এসেছিলে হায়, আমি পরাইনু গায়,
বসন-ভূষণ যাহা পারি,
গলায় রতনছড়া, কটিতটে পীতধড়া,
সোনাগাঁথা নিম্‌ফল সারি।
চূড়াটি দিয়েছি মাথে, শিখীপুচ্ছ বাঁধি সাথে,
বিজুলি চমকে যাহা হতে,
চোখে কাজলের লেখা, যার সোহাগের দেখা
দূর দৃষ্টি এ সুদূর পথে!
রুনু-ঝুনু নূপুরের, কত একা দুপুরের
দূর করি দিল আকুলতা,
নবনীর স্পর্শ দিয়ে, রেখেছে সে ভুলাইয়ে,
চিরশূন্য শয়নের ব্যথা!
অমিয় নিছনি তনু, ভরা তার অণু-অণু
পারিজাত পরিমল ভারে,
তাই প্রাণ ধরা ছাড়ি, অজানায় দেয় পাড়ি,
কত হারানিধি খুঁজিবারে!
দুলাল গোপাল আজ, ফেলেছে খেলার সাজ,
রঙিন পাঁচন-নড়ি তার,
গোচারণ হল শেষ অভিনব রাজবেশ,
এনে দিতে হবে এইবার।

তার বাঁশরির সুরে, যে গান উঠিছে পুরে
অবোলার সাধ্য নাহি বোঝে,
কোন্ দরদির লাগি, হিয়া আজ অনুরাগী,
কারে সে যে পথে-পথে খোঁজে!
বৃন্দাবন ছাড়িবারে, আসে ডাক বারে-বারে,
মথুরায় হইতে অতিথি,
ফেলিয়া খেলার বাঁশি, অসি নিতে হবে হাসি,
অশনি-বেদনা নিতি-নিতি!
খেলার সাথীরে সবে, পিছে ফেলে যেতে হবে,
পড়ে রবে গোঠের এ মেলা,
সে আসন্ন দিন লাগি, সারা রাত রাত-জাগি,
কখন আসিবে ভোরবেলা!
নিশুতি নিশীথ আর, শান্তি আনেনাকো তার,
দুই চোখে ভরে ওঠে জল,
মায়ের কোলের ছেলে, কোল ছেড়ে চলে গেলে,
দশদিক খালি যে কেবল!
তবুও চলে না বাঁধা, ঘুচায়ে সকল বাধা
করে দিতে হয় তার পথ,
সে যদি মানুষ হয়, মায়ের সকলি সয়,
পূর্ণ হয় সব মনোরথ!
কি দিয়ে যে এইবার, সাজাইব তনুভার,
দিন-রাত এই ভাবনায়
কত সুখ, কত ব্যথা, কত কি যে আকুলতা,
কত ভুলে থাকা আপনায়!
চেয়ে দেখি চোখ তুলে, ভাবিয়ে মনের ভুলে,
হেরিয়া স্বরূপখানি তার,
যেমন তেমন ভালো, আলো হাসি, আঁখি কালো,
নিজ হাতে দান বিধাতার!
সব সেরা তারি রূপ, সে যে রাজা সেই ভূপ,
হাসিয়া যে চলে বেদনায়,
মোহন তারেই জানি, যে আপন ব্যথাখানি,
মালা করে পরেছে গলায়!

ভারতবর্ষ, ভাদ্র ১৩৩০

স্মৃতি

স্মৃতি যে তারার আলো, অন্ধকারে জ্বলে ভালো
আলোকে লুকায় একেবারে!
শিয়রের মণিদীপ, বরষার ফুল্ল নীপ
দেখা দেয় সবে যবে ছাড়ে!
যেদিন বরষা আসে, আলো যায় পরবাসে,
কেতকী ফুটিয়া ওঠে বনে
কণ্টকিত তনুভার, ফণী ফোঁসে পাশে তার
শূন্যপথ আঁধার ভুবনে;
ভিজিয়া উশীর কাঁদে বায়ুর তুষার-ফাঁদে
সঁপিয়া দিয়াছে আপনারে,
অসহায় একেবারে, পড়ে থাকে একধারে
দরদি মেলে না বেদনায়,
যেদিন ঘরের বার কেহ নয় একবার,
আপনারে করি সম্বরণ,
বর্ণগন্ধ ভুলে থাকি, কবে গেয়েছিল পাখি
একেবারে দুই বিস্মরণ,
সেই দিন স্মৃতি আসে, সমীরে সুরভি ভাসে,
বকুলের ভূতল শয়ন,
আঁধার ঘরের কোণে করি মোরা আনমনে
সারাবেলা অতীত চয়ন!
ভানুর বিদায় দেশে সন্ধ্যা আসে ম্লান হেসে
গেরুয়া বসনে তনু ঘিরে,
মোরা কাজ ফেলে দিয়ে গন্ধদীপ জ্বেলে নিয়ে,
দেবতা আরতি করি ধীরে!
দেখি যে অসীম ছেয়ে, তারকা রয়েছে চেয়ে
কত কথা বলে ইশারায়,
কতক লইয়ে মেনে, কতক আপনি টেনে
আঁধারের পরদা সরায়!
তারার নিভে না আলো, তবু জেনে রাখা ভালো,
একদিন, আসে না সে আর,
বারি ঝরে চারিপাশে, বাতাস ছুটিয়া আসে,
আকাশ ধরণী তোলপাড়,
ফুল হেসে কুটি-কুটি, ছিঁড়ে হয় কুটি-কুটি,
ঠাঁই নাই পাতা মাথা পাতে
সূচিভেদ্য অন্ধকারে লুপ্ত হয় একেবারে
তারা-লিপি, লেখা নভ-পাতে!

ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১৩৩০

জীবনীপঞ্জি

জন্ম : ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে যশোহরে (পাবনা জেলার গুনাইগাছা গ্রামে নয়), প্রিয়ম্বদা দেবীর জন্ম। পিতা : কৃষ্ণকুমার বাগচী; মাতা . কবি প্রসন্নময়ী দেবী। আশুতোষ চৌধুরি ও প্রমথ চৌধুরি তাঁর মাতুল।

শিক্ষা : কৃষ্ণনগর বালিকা-বিদ্যালয়ে তাঁর বিধিবদ্ধ শিক্ষার সূচনা। ১১ বছর বয়সে বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ে প্রবেশ. ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে বৃত্তিসহ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। বেথুন কলেজ থেকে এফ.এ.। ১৮৯২ সালে বি.এ. পাস করে সংস্কৃতে পারদর্শিতার জন্য রৌপ্যপদক পান।

বিবাহ : মধ্যপ্রদেশের রায়পুরের উকিল তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ১৮৯২ সালে বিবাহ। রায়পুরেই পুত্র তারাকুমারের জন্ম (১৮৯৪)।

বৈধব্য : ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে তারাদাসের অকালমৃত্যু ঘটে। আর ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে একমাত্র পুত্র তারাকুমারের বিয়োগ।

গ্রন্থ : ১. রেণু (কাব্য) : ১৯০০; ২. তারা (শোক-কবিতা) : ১৯০৭; ৩. পত্রলেখা (কাব্য) : ১৯১১; ৭ অংশু (কাব্য) . ১৯২৭, ৯. চম্পা ও পাটল : ১৯৩৯।

অন্যান্য রচনা : ৬ ঝিলে-জঙ্গলে শিকার (অনুবাদ) ১৯২৪, ৭. অনাথ : ১৯৩৫; ৮. কথা ও উপকথা · ১৯২৩ ; ৯. পঞ্চুলাল · ১৯২৩।

কর্ম-জীবন : সমাজসেবা, ব্রহ্মবালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা (১৯১৫) ও সাহিত্যচর্চা।

মৃত্যু : ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে মাতার জীবৎকালেই প্রিয়ম্বদার মৃত্যু ঘটে।